Printed by MONEYMOHON RUKHIT,
At the VICTORIA PRESS,
210-1, *Cornwallis Street, Calcutta.*

"তুমি তোমার স্বামীকে ভাল বাস; সে স্বামী তোমায় ছেড়ে চলে আসিয়াছে, সে তোমায় ভাল বাসে না; সে ভালবাসে তার জন্মভুমিকে; কেমন করে সে যবনদের হাত থেকে জন্মভূমিকে রক্ষা করিবে সেই চিন্তায় সে ঘুরে বেড়ায়, আর তুমি তাহার চিন্তায় ঘুরে বেড়াও, আর আমি ঘুরে বেড়াই,

প্রাণ যে আমার মলয়ের সমীরণ;
আকাশে আকাশে সুখে, করে বিচরণ।
কত দেশে দেশে ফেরে,
কত জনে আকুল করে,
জগত সংসার জুড়ে করিছে ভ্রমণ।

"এখন বল দেখি কে সব চেয়ে ভাল কাজে ঘুরে বেড়ায়?"

"যে যার জন্য বেড়ায় তার কাছে তাই ভাল,"

"তবু এর মধ্যে কোন্‌টায় গোলযোগ নাই? আমি যাকে ভাল বাসি সে আমায় ভাল বাসে, আমারি ভাল বাসায় বিরহ নাই। ঐ দেখ আমার স্বামী ঐ নীল আকাশে চাঁদকে হাতে করিয়া হাসিতেছেন, আর আদর করে ডাকিতেছেন,

"ওই ডাকে আমায় আমার বংশীধারী;
ছেড়ে দে, ছেড়ে দে মোরে,
ওই গো আমার মোহন মুরলিধারী।
আয়, আয়, আয় তোরা, সবে পরাব আমরা,
শ্যামে বকুল ফুল মালা যতন করি।"

যখন সুজলার মধুর কণ্ঠস্বর জল স্থল পাহাড় পর্ব্বত বৃক্ষ লতা সমস্ত মধুরতাময় করিয়া ক্রমে বাতাসে মিলিয়া গেল, তখন সুসমা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোমায় তো বলিয়াছি।

একবার আমি কেবল তাঁহাকে দেখিতে চাই। তিনি আমার দেবতা, তাঁর সেবা পূজা করাই আমার কাজ; একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি তিনি এবারও আমার পূজা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, তখন তোমার কাছে এসে, তোমার তাঁকে ভাল বাসিতে শিখিব।"

"তা দেখ; তাতে কোনই ক্ষতি নাই; সকল বিষয়ই চেষ্টা করে দেখা উচিত। তা হ'লে আজতো সুসমা আমার কাজ শেষ হবে? তোমাকে তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করিয়া দিব বলিয়াছিলাম, ঐ মন্দিরে তিনি আছেন; আজই তাঁহার সঙ্গে তোমার দেখা হইবে; কিন্তু তার পর তুমি আমাকে আর কিছু করিতে অনুরোধ করিতে পারিবে না, ভাই।"

"তোমাকে যে কষ্ট দিয়াছি তাহাই যথেষ্ট, আর কষ্ট দিব না।"

"যিনি একবার ত্যাগ করে এসেছেন, তিনি আবার গ্রহণ করিবেন, এর কি আশা রাখ?"

"আশা কিছুই নাই, চেষ্টা করে দেখিব।"

"তুমি মহা পাপ করিতেছ।"

"কেন? স্ত্রী জাতির স্বামী সেবা করিতে যাওয়া কি মহা পাপ?"

"সে কথা যে বলে সে মহাপাপী? তা নয়। তিনি এক মহা কাজের জন্য তোমায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন; পাছে তোমার সঙ্গে থাকিলে, তোমার ও চাঁদ মুখ দেখে ও চাঁদ মুখই দিবা রাতি দেখিতে ইচ্ছা যায়, আর কিছুতে মন না থাকে, পাছে স্বদেশ উদ্ধার ব্রত বৃথা হয় এই ভয়ে তিনি তোমার নিকট হইতে পলাইয়াছেন। তুমি

তাঁহার মহা ব্রতে বাঁধা দিতে যাইতেছ। এতে কি তোমার পাপ নাই ?'

"আমি তাঁহার ব্রতে বাঁধা দিব না, যে দিন দিব, সেই দিনই যেন এ প্রাণ এ দেহে আর না থাকে। আমি তাঁহার বিপদে সহায়, পীড়ায় শুশ্রূষা, ক্লেশে সেবা, তাঁহার কঠিন ব্রতে সাহায্য করিতে যাইতেছি।

"তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ক। যেথানে থাক সন্ন্যাসিনীকে ভুল না ; আর বিপদে আপদে যখন প্রয়োজন হইবে সুজলাকে ডাকিলে সুজলা আসিবে ; সেই রকম গান শুনাবে। যদি স্বামীর ভালবাসা না পাও, ফিরে এস, এমন ভালবাসা শিথাইয়া দিব যে সে ভাল বাসায় কষ্ট নাই।

"আমি স্বামীর ভালবাসার প্রার্থী নই ; কেবল তাঁহার চরণ সেবার প্রার্থী।"

"আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ক। কিন্তু আমার কথা ভুল না।"

"তোমার মত বন্ধুকে কি কেহ ভুলিতে পারে ?"

"ঐ ঘাট, ঐ মন্দিরের শিঁড়ী, আর ঐ দেবাদিদেব চন্দ্রনাথ দেবের মন্দির," এই বলিয়া সুজলা মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। সুষমাও প্রণাম করিলেন। তখন সেই স্থানে নৌকা বাঁধিয়া উভয়ে মন্দিরে উঠিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ।

পাহাড় কাটিয়া সোপানাবলী নির্ম্মিত হইয়াছে। বিস্তৃত সোপান; অতি পরিসর, অথচ একটা হইতে আর একটী অধিক উচ্চ নহে। এ সোপান দিয়া অশ্বারোহী অশ্বারোহণে উপরে উঠিতে সক্ষম; আর পালকী লইয়া বাহকগণ দিবা রাত্তিই এ সোপানাবলী দিয়া গমনাগমন করিতেছে। বহু সংখ্যক সোপান এই রূপে পর্ব্বত অঙ্গে স্তরে স্তরে উঠিয়া গিয়া অবশেষে মন্দিরের প্রাঙ্গণে সংলিপ্ত হইয়াছে। দুই পার্শ্বে বৃক্ষ শ্রেণী, চারি দিকে গভীর অরণ্য, ব্যাঘ্র ভল্লকের বাস ভূমি; সোপানের উত্তর পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরণী ঝর্ ঝর্ শব্দে নিম্নে অবতীর্ণ হইতেছে, সেবাইতগণ ইহাকে গঙ্গা কহেন; এই নির্ঝরণীব পবিত্র জলেই সকলে শিবের অর্চ্চণা করিয়া থাকেন।

চন্দ্রনাথের মন্দিরের পার্শ্বে ও সম্মুখে আরও দুই চারিটী মন্দির; ঐ সকল মন্দিরে পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, নারায়ণ ইত্যাদি দেবতা-গণ অধিষ্ঠিত; মন্দিরের বাহিরে পর্ব্বতের অঙ্গে সেবাইতগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর; উহাদিগের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র বাজার। যাত্রীগণ আসিয়া এই বাজারে বাস করেন; এখানে বাসের জন্য গৃহ এবং আহার ও পূজার জন্য সমস্ত দ্রব্যই বিক্রিত হইয়া থাকে। তৎপরে চারিদিকে নিবিড় অরণ্য, চারি দিকেই পর্ব্বত শৃঙ্গ সকল আকাশভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; পূর্ব্বে ও পশ্চিমে গভীর অরণ্য ও অত্যুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে

পাওয়া যায় না। কেবল দক্ষিণে নীল সমুদ্রের নীল জল দূর বশতঃ গভীরতর নীল রঙ্গে মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে; যতদূর দেখা যায় কেবলই নীল জল; নীল জল নীল-আকাশে মিশিয়া গিয়াছে। যখন দুই জনে মন্দির দ্বারে আসিলেন তখন রাত্রি এক প্রহর হইয়া গিয়াছে; এক প্রহরের পর দেবাদিদেবের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়; সুতরাং তাঁহারা দুই জনে দ্বারে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বাজারের দিকে চলিলেন। পথে একটীও মানব নাই; চারি দিকে অরণ্য; সন্ধ্যার পর গৃহের বাহির হইতে কেহ সাহস করে না; চন্দ্রনাথে সন্ধ্যা হইতে না হইতে সকলে যে যাহার স্থানে প্রবিষ্ট হয়; কেবল বাজারের মধ্যে একটু গোলযোগ থাকে; সেখানে অনেক দোকানে অনেক আলো জলে; সেখানে অনেক লোক অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গমনাগমন করিয়া থাকে। অদ্যও এখানে অনেক দোকানে আলো জলিতেছিল; অনেক লোকও চলাফেরা করিতেছিল।

তাঁহারা দুই জনে বাজারের মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকার দ্বারে আসিলেন; দ্বার রুদ্ধ। সুজলা ধীরে ধীরে দ্বারে আঘাত করিলেন; তখন একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাম হস্তে প্রদীপ লইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াই চমকিত হইয়া সেই স্থানে সত্বর প্রদীপ রাখিলেন, এবং সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীদ্বয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আপনার কখন আসা হ'ল?"

"এই আসিতেছি। তোমাদের সকল মঙ্গল?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে সকলই মঙ্গল।"

"তার পর, চন্দ্রনাথের নূতন সম্বাদ কি?"

"আপনার অবিদিত কি আছে? এমন নূতন কিছুই নাই।"

ব্রাহ্মণ সুসমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া সুজলা কহিলেন," ইনি সুসমা দেবী, নূতন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন; উপস্থিত দেবাদিদেব চন্দ্রনাথ দর্শনে আসিয়াছেন।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আবার প্রণাম করিলেন, বলিলেন, "দেবি, আশীর্ব্বাদ করুণ।" সুসমা বোধ হয় এরূপ কার্য্যে এখনও পারদর্শিনী হয়েন নাই; বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া তিনি সঙ্কুচিত হইতেছিলেন, সুতরাং তাঁহার কণ্ঠ হইতে কোনও কথাই নির্গত হইল না। সুজলা তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গৃহ প্রবিষ্ট হইলেন।

ব্রাহ্মণ আনন্দ প্রসাদ শর্ম্মা চন্দ্রনাথ সেবা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা পান তাঁহাতেই তাঁহার জীবন একরূপ সুখে নির্ব্বাহ হয়! ক্ষুদ্র গৃহে কয়েকটী মৃৎপাত্র ভিন্ন আর কোন দ্রব্যই নাই, তাঁহাব ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণীর একমাত্র পুত্র সর্ব্বেশ্বর; এই কয়টী লইয়া ব্রাহ্মণের সংসার। ব্রাহ্মণ বয়সাধিক্যের জন্য এক্ষণে স্বয়ং আর যাত্রী দিগের সমাদর করিতে পারেন না; এক্ষণে সর্ব্বেশ্বরই সে কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে প্রায় বিংশ বৎসর; তিনি দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহেন, শরীরে যথেষ্ট বল আছে; কিন্তু বিধির অনন্ত বিধানে তাঁহার শরীরে যেরূপ বলের আধিক্য, ভিতরে সেইরূপ বুদ্ধির অভাব। সন্ন্যাসিনী দ্বয়কে দেখিয়া ব্রাহ্মণী ও সর্ব্বেশ্বর উভয়ই নিকটস্থ হইলেন; ব্রাহ্মণী সাষ্টাঙ্গে উভয়কে প্রণাম করিলেন, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর গোলযোগ করিয়া প্রণাম করিলেন না। সুজলা একটু হাসিলেন, তৎপরে বৃদ্ধাকে বলিলেন, "কেমন, ভাল আছতো ?"

"আপনার আশীর্ব্বাদেই সকল মঙ্গল।"

সুজলা সর্ব্বেশ্বরের দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর, ভাল আছতো?" সর্ব্বেশ্বরের স্বর স্পষ্ট কম্পিত হইল, তিনি কহিলেন, "আপনাকে দেখিলে কি আর বিপদাপদ থাকে?"

"বটে, আমি কি এমনি সুন্দর?"

"আপনি কেবল সুন্দর নন, আপনি দেবী।" "বটে বটে," বলিয়া সুজলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কে বলে তোমার ছেলের বুদ্ধি নাই?" সর্ব্বেশ্বর সগর্ব্বে বলিলেন, "যারা বলে তারা মূর্খ, গাধা।

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "সবা!"

"আজ্ঞে?"

"কার সম্মুখে কথা কহিতেছ তোমার জ্ঞান আছে?"

"আজ্ঞে আছে বই কি।"

"চুব হ বানর, আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ।"

"আজ্ঞে তা আপনি বলিতে পারেন।"

ব্রাহ্মণের ক্রোধে মস্তকস্থ শিখা উন্মুক্ত হইয়া পড়িল; তখন সুজলা তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বলিলেন, "ছি, রাগ করিতে নাই; রাগ মানুষের পরম শত্রু; সর্ব্বেশ্বর এক দিন বড় লোক হবে।" ব্রাহ্মণী কহিলেন, "মা, তাই হক, তাই হক; আশীর্ব্বাদ কর।" সর্ব্বেশ্বর কহিলেন, "আমার মন বলে আমি এক জন বড় লোক হ'ব, সে কি কখন মিথ্যা হয়!"

তখন ব্রাহ্মণী দুই সন্ন্যাসিনীকে হস্ত মুখ প্রক্ষালনার্থ লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন; আর সর্ব্বেশ্বর, চন্দ্রনাথ দেবের সেবাইত সর্ব্বেশ্বর পিতার সম্মুখে সঙ্গীতমধুর শিশ দিতে দিতে তথা হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন।

সর্ব্বেশ্বর বাহির হইয়া যান, ব্রাহ্মণ ডাকিলেন; সর্ব্বেশ্বর ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বৃদ্ধ কহিলেন, "তুমি একটী প্রকাণ্ড গাধা।"

"সে কথা আপনি বিশেষ জানেন।" ব্রাহ্মণ ক্রোধে পা হইতে জীর্ণ খড়ম লইয়া সর্ব্বেশ্বরকে লক্ষ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন; সর্ব্বেশ্বর লম্ফ দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিলেন; তৎপরে ধীরে ধীরে খড়ম পিতার নিকট রাখিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। বৃদ্ধ তখন আবার কহিলেন, "বাড়ীতে লোক এসেছে জান আছে?" "আজ্ঞে আছে।"

ব্রাহ্মণ এই সকল কথা বলিতে বলিতে একটী থলি হইতে পয়সা বাহির করিতেছিলেন; পুত্রের মূর্খতায় ক্রোধান্ধ হইয়া সেই সমস্ত পয়সা তার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "দূর হ বানর, আমার সম্মুখ থেকে দূর হ।" সর্ব্বেশ্বর পয়সাগুলি একে একে কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসিনীদ্বয় আসিলেন। ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে তথায় বসাইলেন। কহিলেন, "বসো, আনন্দ প্রসাদ বসো, তোমাকে চন্দ্রনাথের কথা জিজ্ঞাসা করি।" ব্রাহ্মণ বসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

"পথে শুনিলাম দেবানন্দস্বামি চন্দ্রনাথ আসিয়াছেন, সত্য কি?'

"আজ্ঞে, তিনি এখনও চন্দ্রনাথে অধিষ্ঠান করিতেছেন।"

"ভাল ভাল, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। তাঁর সঙ্গে আর কেহ আছে?"

"বিক্রমপুরের রাজা জয়কিশোর রায়ের পুত্র প্রমোদকিশোর দুই দিন হইতে এখানে আসিয়াছেন। তিনি স্বামীজীর সহিত বাস করিতেছেন।"

সন্ন্যাসিনী সুষমার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, "তাঁর কোথায় বাস করিতেছেন?"

"বাবার মন্দিরের দক্ষিণের নাটমন্দিরে।"

"রাজকুমার কি তীর্থে এসেছেন?"

"তীর্থে কিরূপে বলিব? তাঁহাকে দেখিলাম তিনি ভেক গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার পরিধান গেরুয়া বসন, তিনি একরূপ সন্ন্যাসী; কিন্তু এখানে এসে কোন পূজা দান ধ্যানও করেন নি; বোধ হয় রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন; বোধ হয় গুরুদেব দেবানন্দস্বামী তাঁহাকে দীক্ষিত করেছেন।"

"সম্ভব; হ'লেই ভাল। লোক যত সংসারের অনিত্যতা বুঝে ততই ভাল। নয় কি আনন্দপ্রসাদ?"

"আপনি মহাত্মা, জগতের ভাল মন্দ সকলই আপনার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়!"

"আমার সঙ্গিনী সমস্ত দিন অনাহারে আছেন।"

ব্রাহ্মণ সত্বর উঠিয়া বলিলেন, "আমি এখনই আহারের আয়োজন করিতেছি।" ব্রাহ্মণ সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন সুজলা সুষমাকে কহিলেন, "তোমার স্বামীর সন্ধান পাইলে, কেমন, এখন আমার কাজ শেষ হয়েছে?"

"এ জীবন ঐ পায়ই বিক্রিত হইয়া থাকিল। যদি মনস্কামনা পূর্ণ হয় দুজনে এসে ও পা পূজা করিব; যদি না হয়, ও পায় এসে আবার আশ্রয় নিব।"

"এখন কি করিবে স্থির করিলে?"

"এখনও কিছু স্থির করি নাই, আজ রাত্রে স্থির করিব।" এই সময়ে ব্রাহ্মণ আসিয়া আহারের সম্বাদ দিলেন; দুই জনে উঠিয়া আহারার্থে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুমার প্রমোদকিশোর।

চারি দিকস্থ পক্ষীর কলরবে সুজলার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তিনি উঠিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে সুষমা নাই। ভাবিলেন, উঠিয়া বাহিরে গিয়াছে; তিনি বাহিরে আসিলেন, তথায়ও সুষমা নাই। ভাবিলেন, হয়তো মন্দিরে গিয়াছে, তথা হইতে স্বামী দেখিবার বাসনায় নাটমন্দিরের দিকে গিয়াছে; ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও সর্ব্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কোনই সম্বাদ বলিতে পারিল না, তখন সুজলা চিন্তিত মনে মন্দিরের দিকে চলিলেন। তথায়ও সুষমা নাই; নাটমন্দিরের দিকে গেলেন, তথায়ও সুষমা নাই। নাটমন্দিরে দেবানন্দস্বামী ও প্রমোদকিশোর উভয়ে এক পার্শ্বে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন; সুজলা এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন, কেহই তাঁহাকে লক্ষ করিলেন না। মন্দির বেষ্টন করিয়া সুজলা গৃহে ফিরিতে ছিলেন, এক স্থানে জনতা দেখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন; দেবী মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে পার্শ্ব ছাড়িয়া দিল; সুজলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি হইয়াছে?' এক জন উত্তর দিল, "কাল রাত্রে একটী স্ত্রীলোক এই খাদের মধ্যে পড়ে গেছে।" আর এক জন বলিয়া উঠিল, "জানিসনে তা কথা কইতে যাস কেন? কাল," আর এক জন বলিল, "তুইরা কি জ

যে

প্রাণ

আ

আ

গী

দাঁ

গি

আ

ব্যং

জ

স

ম

ঝু

বস

বি

হই

দ্বয়

ত

ব্র

তথা

ছেন

প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা পরে প্রমোদকিশোর স্বামীজীর চরণে প্রণাম করিয়া উঠিলেন, তখন নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। যখন তাঁহারা মন্দির হইতে বাহির হইয়া পর্ব্বত পথে আসিলেন, তখন সুজলা দ্রুতপদে নিকটে গিয়া বলিলেন, "বৎস, একটু অপেক্ষা কর।" প্রমোদকিশোর চিন্তিত মনে যাইতেছিলেন, সহসা পশ্চাতে কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন, সুজলা মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "বাছা, এই সাহসে বঙ্গ দেশ রক্ষা করিতে চাও? স্ত্রীকণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলে?" লজ্জায় প্রমোদকিশোরের সমস্ত কপোল রক্তিমাভ হইল, তিনি কহিলেন, "মাতঃ, চিন্তিত মনে যাইতেছিলাম, নতুবা দেবতার আশীর্ব্বাদে দাস নিতান্ত সাহসে হীন নহে? আপনি দেখিতেছি আমাকে চেনেন, আপনি কে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

"সামান্য সন্ন্যাসিনী মাত্র।"

"দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?"

"দুই একটী কথা আছে, এ পথে দাঁড়াইয়া কথা সম্ভব নহে: আমার সঙ্গে আইস।"

প্রমোদকিশোর দ্বিরুক্তি না করিয়া সন্ন্যাসিনীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। তখন দুই জনে কিছু দূর আসিয়া পূর্ব্বোক্ত সেই হ্রদের তীরে আসিলেন; তখন এক প্রস্তরের উপর প্রমোদকিশোরকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া সুজলা বসিলেন, বলিলেন, "স্বামী কি বলিলেন?"

"নিরাশা, নির্ভয়া এই সকল স্বামীর নিকট পাইলাম। পদ্মার ওপারে যবনগণ আসিয়াছে, এখনও পদ্মা পার হয় নাই, শীঘ্রই হইবে। বঙ্গের সমস্ত রাজ্য গিয়াছে, এবার আমাদের পালা।

বঙ্গদেশ যবনেরা অনেক দিন জয় করিয়াছে সত্য,কিন্তু সে কেবল নাম মাত্র, রাজা হিন্দুরাই ছিল। এবার বুঝি সকল যায়! দেবানন্দ স্বামীর নাম সমস্ত ভারতে বিদিত ও পুজিত, পিতার আজ্ঞায় তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিয়া ছিলাম; যদিবা নানা তীর্থ পর্য্যটন-করিয়া তাঁহাকে পাইলাম, তিনি বলিলেন বৃথা চেষ্টা; চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, সুতরাং চেষ্টা কর, কিন্তু বঙ্গদেশ যবন করে আছে, যবন করেই থাকিবে।"

"তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি যাহা বলিলেন তাহা অবশ্য হইবে, তবে দেশ রক্ষা কর্ত্তব্য, চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। আমার একটা কথা আছে।"

"আজ্ঞা করুন।"

"কাল কি আজ কোন পরিচিত স্ত্রীলোকের আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়েছে?"

"আপনার নিকট গোপন করা বৃথা। আমি যখন স্বামীর অনুসন্ধানে কামিক্ষার মন্দিরে গিয়াছিলাম সেই সময় সেই মন্দিরের একটী কুমারীকে আমি একটু যত্ন করিয়াছিলাম; সে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এখানেও আসিয়াছে। কালও তার সঙ্গে দেখা হইয়াছে। দেবি, যদি আপনি তারই কথা বলিতে চাহেন, তবে তাহাকে আমার আশা ত্যাগ করিতে বলিবেন। আমার জীবনে আর কোন কার্য্য নাই, ভাবনা নাই; স্বদেশ রক্ষা করিতে পারি ভালই, না হয় এ জীবন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিসর্জ্জিত হবে।"

"আর কোন পরিচিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয় নি?"

"আর কোন্ স্ত্রীলোক ? কই আর কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে তো সাক্ষাৎ হয় নি।"

তবে আমারই ভুল হয়েছে। তৎপরে একটু চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "আর একটী কথা আছে। বৎস, তুমি কি বিবাহিত?"

"বিবাহিত সন্দেহ নাই।"

"বারেন্দ্রের অধীশ্বর নরেন্দ্র নারায়ণের একমাত্র কন্যার সহিত অদ্য দুই বৎসর হইল আমার বিবাহ হইয়াছে, বিবাহের পর স্ত্রী কেবল এক বার মাত্র আমাদের বাটী আসিয়াছিলেন, তৎপরে পিতার সহিত শ্বশুর মহাশয়ের মনান্তর হওয়ায় পিতা আর বধু আনেন নাই, শ্বশুরও পাঠান নাই। সম্প্রতি প্রায় ছয় মাস হইল আমি শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাম। শ্বশুর মহাশয়কে যবনদিগকে দুরীভূত করিবার জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলাম, তিনি অস্বীকৃত হইলেন। ক্ষুণ্ণ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ চিত্তে সেই রাত্রি তথায় বাস করিয়াছিলাম সত্য; কিন্তু স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। সুতরাং আমার বিবাহ বিবাহই নয় বলিতে হইবে।"

"তাঁহাকে দেখিলে কি চিনিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় ?"

"এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?"

"জিজ্ঞাসা করিলাম, বলিতে কি আপত্তি আছে ?"

"বোধ হয় চিনিলেও চিনিতে পারি।"

"আর আমার কোন কথা নাই, আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ক। এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী উঠিলেন; যুবকও উঠিলেন, বলিলেন, "মাতঃ আমার চিত্তের স্থিরতা নাই, কত কি বলিলাম, ক্ষমা করিবেন। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন স্বদেশ রক্ষা করিতে পারি।"

"তোমার মনস্কামনা দেবাদিদেব চন্দ্রনাথ পূর্ণ করুন।"

প্রমোদকিশোর প্রস্থান করিলেন; সুজলা আবার সেই প্রস্তরের উপর বসিলেন, তখন আবার তাঁহার চক্ষুদ্বয় জলে পূর্ণ হইয়া আসিল; তিনি চক্ষু জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আমি কি তাহাকে মারিয়া ফেলিতে এই পাহাড়ে আনিয়াছিলাম!" তৎপরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমি যন্ত্র মাত্র, বাজাইতেছেন তিনি, যাহার যেথানে নিয়তি তাহার সেথানে যেমন করিয়াই হউক আসিতে হইবেই! কিন্তু আমার মন যেন বলিতেছে সে মরে নাই; একবার ভাল করিয়া সন্ধান না করিয়া আমি যাইতেছি না।"

তথা হইতে ধীরে ধীরে সুজলা ব্রাহ্মণের বাটী আসিলেন, তাঁহাদিগকে সকল কথা বলিলেন; ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী সুসমার অপমৃত্যু শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, নির্ম্মম হৃদয় সর্ব্বেশ্বরেরও চক্ষুতে জল আসিল বলিয়া বোধ হইল, সন্ন্যাসিনী অপরের সম্মুখে হৃদয় ভাব ব্যক্ত করা উচিত নহে ভাবিয়া মুখ ফিরাইলেন।

সাত দিবস চন্দ্রনাথে থাকিয়া সুজলা সুসমার অনুসন্ধান করিলেন, সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, কিন্তু সুসমার কোনই সন্ধান পাইলেন না, তখন তিনি হতাশ হইলেন। তখন তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে সুসমা সত্য সত্যই খাদে পতিত হইয়া অকালে ইহলীলা ত্যাগ করিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঊষা।

দুই পার্শ্বে গভীর শাল বন; কে যেন শ্রেণী বদ্ধ করিয়া গাছগুলি সাজাইয়া রোপন করিয়াছিল; সকল গুলিই যেন একদিনে এক সময়ে রোপিত, সকল গুলির আকৃতি এক প্রকার, ঊর্দ্ধে শাখা প্রশাখায়, সকল বিষয়ে সকল বৃক্ষ গুলি যেন এক। এই গভীর শাল বনের মধ্য দিয়া অতি অপ্রসর পথ; দুই জন মনুষ্য কষ্টে পাশা পাশি হইয়া এই পথ দিয়া চলিতে পারে। কি এক রূপ অনির্ব্বচনীয় নিস্তব্ধতা এই গভীর অরণ্যে রাজত্ব করিতেছে; কদাচিৎ দুই একটী পাখী বৃক্ষের এ শাখা হইতে ও শাখায় যাইয়া বসিতেছে; কিন্তু সেই বিস্তৃত অরণ্যে গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে তাহাদিগের পক্ষ সঞ্চালন শব্দ ডুবিয়া যাইতেছে।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা আলোড়িত করিয়া অশ্ব পদশব্দ শ্রুত হইল; অশ্বের পদ শব্দ সমস্ত অরণ্য প্রতিধ্বনিত করিয়া গগণে উত্থিত হইতে লাগিল। তখন দুই প্রহর কেবল মাত্র অতীত হইয়াছে, কিন্তু শালবন মধ্যস্থ সেই পথে সূর্য্যদেব নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। সেই শীতল ছায়ায় সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইতেছে; সমস্ত জগত সূর্য্যকিরণে দগ্ধিভূত হইতেছে, কিন্তু এখানে কোমল ও মনোহর বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। সুশীতল সমীরণ উৎফুল্ল হইয়া অশ্ব আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে, পৃষ্ঠে কুমার প্রোমদকিশোর। অশ্ব ও অশ্বারোহী উভয়েই উৎফুল্ল

হৃদয়ে চলিয়াছেন, সহসা অশ্ব স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইল; অশ্বা-রোহী চমকিত হইয়া অশ্ব পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া উঠিলেন। সম্মুখে পথ পার্শ্বে একটী রমণী অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া সঙ্কোচিত ভাবে বৃক্ষ পার্শ্বে সরিয়া বসিতেছেন; প্রোমোদকিশো-রের কর্ণে কষ্টে নিবৃত ক্রন্দনধ্বনি প্রবিষ্ট হইল; রমণী বিপদস্থ হইয়াছেন ভাবিয়া প্রমোদকিশোর লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন; অশ্বকে সত্বর নিকটস্থ বৃক্ষ শাখায় সংলগ্ন করিয়া রমণীর নিকট আসিলেন।

রমণীর বেশ রাজপুত জাতিয়; তাঁহার বয়স ১৫।১৬ বৎসর মাত্র, অলঙ্কার ও বেশাদি দেখিলে তাঁহাকে ভদ্রকুলমহিলা বলিয়া বোধ হয়। "দেবি! অপরিচিত বলিয়া সঙ্কুচিত হইবেন না, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে। একাকিনী এ অরণ্যে নিশ্চয়ই আপনি কোন রূপ বিপদস্থ হইয়াছেন।" এই বলিয়া প্রোমোদ-কিশোর রমণীর সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন; তখন তিনি তাঁহার জল সিক্ত মুখ তুলিলেন, জলপূর্ণ চক্ষুদ্বয় মুহূর্ত্তের জন্য প্রমোদকিশো-রের চক্ষে মিলিত হইল; প্রোমোদকিশোর ভাবিলেন, এরূপ সৌন্দর্য্য তিনি কখন দেখেন নাই; বলিলেন, "আজ্ঞা করুন, কোথায় আপনাকে রাখিয়া আসিব?" যুবতী তখন চক্ষু জল মুছিতে মুছিতে হিন্দুস্থানী ভাষায় কহিলেন, "আমি আমার মার সঙ্গে চন্দ্রনাথ তীর্থে আসিয়াছিলাম। আমাদের দাসদাসী বাহক যান সকল পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, আমরা দুই জনে হাঁটিয়া আগে আগে যাইতেছিলাম, হঠাৎ একটা বাঘ নিকটে ডাকিল, আমাদের লোকজন সব পলাইল, মা কোথায় গেলেন,—আমি ছুটিতে ছুটিতে পথ ভুলিয়া কোথায় আসিয়া পড়িলাম। আমাকে আমার মার

নিকট লইয়া চলুন।” প্রমোদকিশোর হিন্দুস্থানি জানিতেন, হিন্দুস্থানিতে বলিলেন, “আসুন, আমি তাঁহাদিগের সন্ধান করি।” যুবতী ক্লান্ত হইয়াছিলেন, যুবক হাত ধরিয়া তাঁহাকে তুলিলেন; তাঁহার কর্ণে সে সুমিষ্ট স্বর তখনও বাজিতেছিল, সে স্পর্শে তাঁহার সমস্ত শরীর, মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুতাগ্নি প্রবাহিত হইল। তখন অশ্ব সেইখানেই থাকিল, দুই জনে সেই অরণ্যে ঘুরিতে লাগিলেন; নিকটে মনুষ্যের চিহ্ন নাই; আবার সেই গভীর নিস্তব্ধতা চারিদিকে রাজত্ব করিতেছে।

কিছুদুর আসিয়া প্রমোদকিশোর কহিলেন, আপনি তাঁদের নিকট হ'তে কতক্ষণ পৃথক্ হয়েছেন।”

“প্রায় ৪।৫ দণ্ড হইল।”

তাঁরা নিশ্চয়ই আপনার সন্ধান কচ্ছেন; এখনই সাক্ষাৎ হবে, ভয় কি?”

তাঁহার হস্তের ভিতর রমণীর হস্ত কম্পিত হইতেছিল; যুবকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই নবনী সদৃশ কোমল হস্তস্পর্শে ঈষৎ তাঁহার হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। বলিলেন, “এখানেই নিকটে তাঁহারা আছেন। আপনাদের বাড়ী রাজপুতনায়?”

“হ্যাঁ?”

“রাজপুতনার কোথা?”

“জয়পুর।”

“আপনার পিতা সেথানে কি করেন?”

“তাঁর সেথানে ব্যবসা আছে?”

“আপনি একটু দাঁড়ান, এই গাছটা খুব বড়; এর উপর উঠিলে অনেক দূর দেথ্তে পাওয়া যাবে; দেথি কাহাকেও দেথা যায়

কি না ” এই বলিয়া প্রমোদকিশোর সেই বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় উঠিলেন, অর্দ্ধক্রোশ চারিদিকে তাঁহার দৃষ্টি চলিল, কিন্তু কেহ কোথায় নাই। তখন অগত্যা নামিয়া আসিলেন বলিলেন, “এ পথে খানিকটা গিয়া দেখি।” আবার দুইজনে চলিলেন। কতকদূর আসিয়া প্রমোদকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নামটী কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি? যুবতীর কপোল যুগল রক্তিমাভ ধারণ করিল। তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, ‘“আমার নাম উষা।” প্রমোদকিশোর কহিলেন, “আমার নাম প্রমোদকিশোর রায়।” দুইজনে নীরবে বহুক্ষণ ঘুরিলেন, কিন্তু কাহারই সন্ধান পাইলেন না।

কেহই কথা কহিতেছেনে না, কিন্তু কেন জানি না, উভয়েরই হৃদয় দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতেছিল। গভীর অরণ্যে একাকী কোন পরমা সুন্দরী রমণীর হস্ত ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিলে হৃদয় স্পন্দিত হয় না এমন মনুষ্য জগতে নাই।

প্রায় দুই ঘণ্টা উভয়ে ঘুরিলেন, কিন্তু কোথাও জন মানবের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না; তখন যুবতী নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আর চলিতে পারেন না; অগত্যা প্রমোদকিশোর বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এক বৃক্ষতলে বসাইলেন। সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই, তাঁহার অরণ্যে আর বিলম্ব করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরবে সেই বৃক্ষ তলে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে প্রমোদকিশোর কহিলেন, “তাঁহাদের কাহাকেও তো অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না; রাত্রি হইতেছে, এ বনে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, চলুন; বোধ হয় তাঁহারা আপনার সন্ধান না পাইয়া পরের চটিতে গিয়াছেন।” যুবতীর দুই চক্ষু হইতে জলধারা

বহিতেছে দেখিয়া প্রমোদকিশোর কহিলেন, "ভয় কি? যদি প্রয়োজন হয় আমি আপনাকে জয়পুরে রাখিয়া আসিব।" যুবতী মৃদুস্বরে কহিলেন, আপনি এই পথে না আসিলে আমার কি হ'ত; এই রাত্রে আমি কোথায় যাইতাম, হয় তো আমাকে বাঘে খাইত।"

"ভয় নাই, যতক্ষণ দেহে জীবন থাকিবে, এ শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকিবে ততক্ষণ কেহই আপনার একটী কেশ স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

যুবতীর সজল চক্ষুদ্বয় প্রোমোদকিশোরের মুখের উপর মুহূর্ত্তের জন্য চকিল; আবার মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার চক্ষের সহিত সেই উজ্জ্বল বিশাল চক্ষুদ্বয় মিশিল; প্রমোদকিশোরের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীগুলি যেন আঘাতিত হইয়া প্রতিঘাতিত হইতে লাগিল। উভয়ে নীরবে যেখানে অশ্ব ছিল সেইখানে আসিলেন।

অশ্ববল্গু হস্তে লইয়া প্রমোদকিশোর ভাবিলেন, "এখন উপায়?" তখন একটু ভাবিয়া বলিলেন, "চলুন।" যুবতী সলজ্জ-ভাবে বলিলেন, "আমি আর হাঁটিতে পারিতেছি না।"

"আপনি কি ঘোঁড়ায় চড়িতে জানেন?"

"রাজপুত মেয়েরা প্রায় সকলেই ঘোঁড়ায় চড়িতে পারে।"

"তবে ভালই হইয়াছে, আপনি ঘোঁড়ায় চড়ুন, আমি হাঁটিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি।"

"এখান হ'তে চটি কতদুর?"

"প্রায় ৬। ৭ ক্রোশ হইবে।"

"তবে তো হেঁটে গেলে সন্ধ্যার মধ্যে পৌঁছিতে পারিব না।

এ বনে রাত্রে থাকিলে রক্ষা নাই; আপনিও ঘোড়ায় চড়ুন।"

"তা—তা— আর ঘোড়াতো উপস্থিত নাই; আপনার বোধ হয় কষ্ট হবে।"

"কিছু নয়; বিপদে লজ্জা কি? রাজপুতেরা বিপদের সময় সকলই করে।"

প্রমোদকিশোর কিয়ৎক্ষণ রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তৎপরে কম্পিতস্বরে কহিলেন, "তবে তাহাই হউক, আর সন্ধ্যা হইবার বিলম্ব নাই।"

যুবতী অশ্বারোহণ করিলেন; যুবক পশ্চাতে লম্ফ দিয়া উঠিলেন; দেখিলেন যুবতীর সমস্ত শরীর বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছে। যুবতী অশ্ব হইতে পতিত হন, যুবক তাঁহাকে ধরিলেন, তখন যুবতীর আর সংজ্ঞা নাই।

বহুক্লেশে সেই আলুলায়িত দেহ বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহার মস্তক নিজ স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া প্রমোদকিশোর বাম হস্তে অশ্বের বল্গা ধারণ করিলেন; তখন অশ্ব ছুটিল।

সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে নির্জ্জন স্থানে একাকী প্রমোদকিশোর মূর্চ্ছিত যুবতী দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া অশ্ব পৃষ্ঠে ধাবিত হইতেছেন। যুবতীর মস্তক হইতে অবগুণ্ঠন সরিয়া গিয়াছে, তাঁহার কেশ উন্মুক্ত হইয়া তাঁহার বাহু আচ্ছাদিত করিয়া অশ্ব দেহে গড়াইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার হৃদয়ে যুবতীর হৃদয় সবলে দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে; অস্তমিত সূর্য্যের কোমল কিরণ বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া সেই কমনীয় বদনে ক্রীড়া করিতেছে। প্রমোদকিশোর আর কিছুই দেখিতেছিলেন না, তাঁহার মন প্রাণ জীবন দৃষ্টি, তাঁহার

অস্তিত্ব সেই বদনে একত্রিভূত হইয়া গিয়াছে। তিনি চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে নিজ মুখ নিম্ন করিয়া সেই গোলাপ বিনিন্দিত ওষ্ঠের নিকট নিজ বদন আনয়ন করিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার মস্তক ক্রমে এত অবনত হইল যে রমণীর নিশ্বাস তাঁহার বদনে লাগিতে লাগিল। ক্রমে বদন আরও অবনত হইল, তাঁহার ওষ্ঠে যুবতীর ওষ্ঠ ঈষৎ স্পর্শিত হইল। তন্মুহূর্তে তাঁহার হৃদয়ে এক আলোড়ন উপস্থিত হইল তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখফিরাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রের কোমল কিরণে চন্দ্রনাথের মন্দির সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গন বিধৌত হইতেছে। চারিদিকে পর্ব্বত শৃঙ্গ সকল শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিতেছে। কোথায়ও মানব জীবনের অস্তিত্বের চিহ্ন নাই; কেবল পতঙ্গগণ নিজ মনে গীত ধ্বনি করিয়া যামিনীর নিস্তব্ধতাকে গভীরতর নিস্তব্ধ করিতেছে। কিন্তু সকল নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সমস্ত জগৎ যেন অমৃতসাগরে ভাসাইয়া মন্দিরের দক্ষিণ দিক হইতে গীত ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সেই দিকে এক উচ্চপর্ব্বত শৃঙ্গে বসিয়া সুজলা গান গাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে

দূরে নীল সমুদ্র জ্যোৎস্নালোকে সেই মধুর সঙ্গীতের তালে তালে তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতেছে।

গান গাইতে গাইতে তাঁহার কর্ণে পশ্চাৎ হইতে পদশব্দ প্রবিষ্ট হইল; তিনি গান গাইতে গাইতে ফিরিলেন; তখন এক ব্যক্তি লম্ফ দিয়া আসিয়া তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিল, তিনি মৃদুহাস্য করিয়া গাইতে লাগিলেন।

গান শেষ করিয়া সুজলা বলিলেন, ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ করি মনস্কামনা পূর্ণ হ'ক! এখন "পা ছাড়।" ঠাকুর পা ছাড়িলেন না; তখন সুজলা হাঁসিয়া কহিলেন, সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর! দুই প্রহর রাত্রে এই নির্জ্জন স্থানে আমার মত যুবতীর পা জড়িয়ে থাকিলে লোকে দেখিলে আমাকে বলিবে ভণ্ড তপস্বিনী, আর তোমায় বলিবে পাপী পাণ্ডা।" সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর অর্দ্ধ ক্রন্দনস্বরে কহিলেন, "যে যা ইচ্ছা বলুক,—আমি পাগল, আমি পাগল।"

"তাতো স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।"

"আমি তোমার ও রূপে পাগল হয়েছি, আমায় রক্ষা কর।"

"বটে? তা ভাল; এর আর আশ্চর্য্য কি! আমি সুন্দরী, আমায় দেখে যে তুমি পাগল হবে তার আশ্চর্য্য কি। তোমার আগেও আমাকে দেখে অনেকে পাগল হয়েছে। তা দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে যা বলিবার আছে বল।" সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর অগত্যা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "তার পর?"

"তার পর,—আমি পাগল হয়েছি।"

"তাতো দেখিতেছি।"

"বল তুমি আমায় বিবাহ করিবে কি না?"

"তার আর আশ্চর্য্য কি?"

"সত্যি ?।"

"সত্যি নাতো কি মিথ্যা।"

"এঁ্যা — এঁ্যা — আমি কি এমন সৌভাগ্যবান,— আমার অদৃষ্টে কি এও ছিল ?"

"কার অদৃষ্টে কি আছে কে বল্‌তে পারে ? তা হলে এখন কথা হচ্চে, তুমি আমায় ভাল বাস।"

"প্রাণের চেয়ে, জীবনের চেয়ে তোমায় আমি ভাল বাসি। তোমায় দেখে পর্য্যন্ত আমি পাগল ; শয়নে স্বপনে তোমার ঐ রূপ আমার হৃদয়ে জাগচে, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিব।"

"ভাল, তার পর তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাও।"

"চাই ?— তুমি যদি দয়া করে সম্মত হও, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো-না, আমি তোমায় কত ভাল বাসি।"

"কিন্তু সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর, দেখ্‌তেই তো পাচ্চো, আমি নেহাত ছেলে মানুষটী নই। তুমি আমায় ভাল বাস, বিবাহ করিতে চাও, এতে আমার আনন্দ ভিন্ন আর কি হ'তে পারে,—"

"সত্যি, ?"

"সরে দাঁড়াও, — হাত ধরিবার সময় এর পর অনেক হবে। এখন শুন।"

"তোমার কথা আমার কানে যেন বীণা বাজে।"

"তোমায়তো বলিলাম, আমি ছেলে মানুষটী নই, আমি তোমাকে প্রথম পরীক্ষা করে দেখ্‌বো যে সত্য সত্যই তুমি আমায় ভাল বাস কিনা।"

"এই তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌চি, আমি তোমায় যত ভাল বাসি তত মানুষকে মানুষ কখন ভাল বাস্‌তে পারে না।

এতেও যদি না বিশ্বাস কর, চল, চন্দ্রনাথ ছুঁয়ে শপথ করে বলিব।"

"আমি তোমার কথাতেই বিশ্বাস করিতেছি; তবুও পরীক্ষা চাহি। যদি এক বৎসর আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তে পার, যদি এই এক বৎসর আমি যা বল্‌ব তাই কর, যদি এক বৎসরের মধ্যে আর বিবাহের নাম না কর, তা হ'লে বুঝিব, তুমি আমায় ভাল বাস। স্বীকার আছ?"

"এখনই, তোমার সঙ্গে থাক্‌তে পারিলে আমি আর কিছু চাই না। তুমি যা বল্‌বে তাই কর্‌বো, যদি মর্‌তে বল মরিব।"

"তা সে বিষয়ে নিশ্চয় থাক, কখন আমি সে অনুরোধ করিব না। কিন্তু সর্ব্বেশ্বর, তুমি যে আমার সঙ্গে যাবে, তোমার বাপ মা ছাড়্‌বে কেন?"

"আমি পলাব।"

"তাও কি হয়, তা হলে লোকে বল্‌বে কি?"

"তবে ব'লে যাব।"

"যদি না যেতে দেন।"

"হুঁ, আমি কচি ছেলেটী আছি কি না?"

"তবে সেই কথাই ভাল; তোমার বাপ মাকে বলে কয়ে ঠিক হয়ে থেক, কালই আমরা রওনা হ'ব।"

"আচ্ছা;—"

"তবে এখন যাও, সকল কথাইতো হ'ল।"

"যে রকম গান গাইলে সেই রকম একটী গান গাও।"

সুজলা হাঁসিয়া কহিলেন, "আমার গান কি তোমার ভাল লাগে?"

"ভাল লাগে ? তোমার গান মধু—মধু—।"

"এখান থেকে গিয়ে ঐ মন্দিরের শিঁড়ীতে বস ; আমি এখনি থেকে গান গাব, তুমি ওখানে বসে শুনবে।"

"তা হলে যে তোমার মুখ দেখ্‌তে পাব না।"

"মুখ দেখা গান শুনা দুই এক সময় হবার যো নাই। না যাও ভালই,--মুখ দেখ।"

সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর মহা বিপদস্থ হইলেন, ধীরে ধীরে উঠিলেন, আবার বসিলেন, বলিলেন, "আমি গান শুন্‌তে চাইনে।"

"তা হবে না, তোমায় গান শুন্‌তে হবে, — যাও উঠে গিয়ে ঐখানে ব'স।"

"না আমি গান শুন্‌তে চাই না।"

"বটে ? এই বুঝি তোমার আমার কথা শুনা। তুমি একবৎসর যা আমার কথা শুনবে তা বুঝাই যাচ্চে—যাও।"

"না না, আমি যাচ্চি,তুমি গান গাও।" এই বলিয়া সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর বেগে প্রস্থান করিলেন; সুজলা মৃদু হাস্য করিয়া গান ধরিলেন।

সুজলা যখন সঙ্গীত শেষ করিয়া উঠিলেন, তখন রাত্রি শেষ হইয়াছে, পূর্ব্বদিক আলোক মালায় সজ্জিত করিয়া ঊষা দেবী জগতে ধীরে ধীরে পদার্পণ করিতেছেন, ডালে ডালে পাখীগণ সাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সবজু।

পাহাড়ের মধ্য দিয়া অপরিসর পথ; ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিয়া নামিয়া কতরূপ ভাবে গিয়াছে। সেই পথে পর দিবস দুই প্রহরের সময় ধীরে ধীরে সুজলা চলিয়াছেন। পশ্চাতে মোট মস্তকে সর্ব্বেশ্বর, তাঁহার স্কন্ধে এক ছাতিতে সংলগ্ন একটী বৃহৎ ঘটি ও এক জোড়া পাদুকা, কোমরে কতকগুলি বস্ত্র, দক্ষিণ হস্তে এক স্থূলকায় যষ্টি। সুজলার সেই পূর্ব্ব বেশ, বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল।

সম্মুখে একটা বৃহৎ খাদ, ঐ খাদের পর পারে পথ। খাদ পার হইবার জন্য খাদের উপর দুইটা বৃহৎ বৃক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সুজলা ত্রিশূলে ভর দিয়া স্থির পাদক্ষেপে খাদের উপর দিয়া চলিলেন; কিন্তু হতভাগ্য সর্ব্বেশ্বরের ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি যষ্টিতে ভর দিয়া অতি কষ্টে চলিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া সুজলা মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, বলিলেন, "সর্ব্বেশ্বর, তোমার বাপ মা যে তোমায় এত সহজে ছেড়ে দিলেন।" সর্ব্বেশ্বরের কথা নাই, কথা তো দূরের কথা তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। সুজলা আবার বলিলেন, "কথা কও না যে।"

"হুঁ—হুঁ—"

"ওকি, চলে এস না।"

সর্ব্বেশ্বর আর পারিলেন না, সেই বৃক্ষের উপর দিয়া হামা-

গুড়ি দিয়া চলিলেন; সুজলা তাঁহার ভাব দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার হাসি শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বহু কষ্টে হামাগুড়ি দিয়া পার হইয়া আসিয়া সর্ব্বেশ্বর দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "দুর্গা দুর্গা! এমন যায়গা আর কটা আছে?"

"অনেক।"

"এঁ্যা?"

"তোমার কি ভয় কচ্ছিল নাকি?"

"না, না,—কে বল্লে আমার ভয় কচ্ছিল?"

"তাই তো বলি সর্ব্বেশ্বরের মত বীর কে!"

"দেখ, তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে, তুমি আমাকে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বেশ্বর বলে ডাক্‌লে কেমন কেমন শুনায় না?"

"সে কি? স্বামীকে তো স্ত্রীলোকেরা আদর করে নাম ধরে ডাকে।"

"ডাকে বটে, কিন্তু তাদের লজ্জা কম বল্‌তে হবে।"

"তবে না হয় এখন থেকে তোমায় কেবল ঠাকুর বলে ডাক্‌বো।"

"তা সেটা বড় মন্দ নয়; তা তোমার আমাকে আদর করে যা বল্‌তে ইচ্ছে যায় তাই বল।

"তা যা হ'ক, ঠাকুর তোমার বাপ মা যে তোমায় এত সহজে ছেড়ে দিলেন।"

"তুমি যে তাঁদের আমার আগেই বলেছিলে। আমি বল্‌বামাত্র তিনি বল্লেন, 'দেবি তোমার কথা বলেছেন; যাও তাঁর সঙ্গে, সর্ব্বদা তাঁর সেবা কর।' কিন্তু বুড়োকে তো তুমি সব কথা বল নাই।"

"তুমি কি আমায় পাগল ভাব ?।"

"আমি জানি তুমি নির্ব্বোধ নও।"

"ঠাকুর, একটা গান কর না ?"

"আমি কি তোমার মত গাইতে পারি ? তুমি একটা গাও।"

"তুমি ভারি চমৎকার গান কর, একটা গাও ; আমার শুন্‌তে ভারি ইচ্ছে কচ্চে।"

"সত্যি ? তবে গাই। আমার গান রীতিমত শেখা,—তাল মান সব ঠিক আছে। তোমার গান শুনে শেখা ; তোমার তাল লয় অনেক সময় কেটে যায়।"

"গাও, শুনি।"

দুই চারি বার গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর গান ধরিলেন,

"বিরহ কে বলে জ্বালা ?
জানি প্রাণ তাহে করে ঝালা পালা।
তাহে সুখ আছে,
রহে দুঃখ মাঝে,
বিরহ মাঝে মাঝে হয় ভাল, বালা।"

সে গানের গভীর গর্জ্জনে ভীত হইয়া পক্ষীগণ কলরব করিয়া আকাশে উড়িল ; অসংখ্য কাক "কা কা" শব্দে সেই স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে লাগিল ; কয়েকটা পেচক বিকট শব্দ করিয়া উড়িয়া পর্ব্বত শৃঙ্গে যাইয়া বসিল, সমস্ত পর্ব্বতে যেন একটা কি অনৈসর্গিক শব্দ উঠিল। গান শেষ করিয়া ঠাকুর কহিলেন", কেমন ?"

"এমন গান কখন আমি শুনি নি।"

"আমার গান পরিশ্রম করে রীতিমত শেখা। তাল লয় আমার বেস বোধ আছে, না ?"

"হ্যাঁ, বেস বোধ আছে।"

সম্মুখে আর একটা খাদ, এটাও বহু কষ্টে সর্ব্বেশ্বর পার হইলেন। পর পারে একটু ফিরিয়াই তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে একটী স্ত্রীলোক।

তাহার বয়স চতুর্দশ বর্ষ হইবে, তাহার দিকে এক বার চাহিলে সহজে চক্ষু ফিরাইয়া লওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু তাহার সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য অযত্নে মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পরিধান কৃষ্টবর্ণ শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন বস্ত্র, অলঙ্কারের নাম মাত্র শরীরে নাই, অজানুলম্বিত কেশ তৈল বিনা বিবর্ণ হইয়া পৃষ্ঠে লুটাইতেছে; তাহার উজ্জল চক্ষু হইতে একরূপ অমানুসিক তেজ নির্গত হইতেছে। তাহাকে দেখিলে সহসা উন্মাদিনী বলিয়া বোধ হয়।

সুজলা দাঁড়াইলেন, রমণী কহিল, "আপনি সন্ন্যাসিনী।"

"তুমি বৎসে কে ?"

"আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে ?" "এই বলিয়া সর্ব্বেশ্বরের দিকে চাহিয়া সে বলিল," " ওকে ?

"ও আমার চাকর।"

সর্ব্বেশ্বর লম্ফ দিয়া বলিলেন, "সে কি ?"

"আমার কথা না শুনিলে আমার সঙ্গে থাকিতে পাইবে না।"

"তুমি যে নেহাত অন্যায় কথা বল।"

সুজলা রমণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আমার চাকরের

বুদ্ধি বড় কম; তোমার যা বলিবার আছে বল।" রমণী তখন সুজলার নিকট আসিয়া বলিল, ""চন্দ্রনাথের মন্দিরে এক জন সন্ন্যাসী আছেন।"

"দেবানন্দ স্বামী।"

"তিনি আমাকে আপনার নিকট আসিতে বলিলেন, তিনি বলিলেন যে বিক্রমপুরের রাজকুমার প্রমোদকিশোর কোথায় গেছেন তা আপনি আমাকে বলে দিতে পারেন।"

"বুঝেছি, তুমিই কামিক্ষাদেবীর মন্দিরের কুমারী।"

"আমি সরজু।"

"রাজকুমারকে তোমার আবশ্যক কি?"

বালিকা কটি হইতে এক খানিতছুরিকা বাহির করিয়া বলিল, "দেখিতেছ না, ছুরি রহিয়াছে!"

সুজলা ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিলেন, ধীরে ধীরে তাহার মস্তক নিজ স্কন্ধে রাখিলেন, তখন বালিকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; সুজলা তাহার মস্তকের কেশ হস্ত দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া দিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সরজু মস্তক তুলিল, তখন সুজলা কহিলেন "বৎসে, ব্যাকুল হইও না; তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে; আইস আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে প্রমোদকিশোরের কাছে লইয়া যাইব।" তখন সুজলা সর্দ্দারকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন, তাঁহার নিকট হইতে মোট লইয়া সুজলা একখানি গেরুয়া বস্ত্র বাহির করিয়া সরজুকে দিলেন; সে বলিল, "ওতে আমার কাজ নাই, এই আমার ভাল।"

"কেন ছেলে মানুষের মত কর? তোমায় বুদ্ধি আছে।"

সরজু তখন নিজ ছিন্ন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া গেরুয়া বসন পরিধান করিল; সুজলা নিজ গলা হইতে দুই ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা লইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন, শুন, আমি কেমন গাই। সর্ব্বেশ্বর, আমায় বীণা দাও।" সর্ব্বেশ্বর মোট হইতে এক ক্ষুদ্র বীণা বাহির করিয়া সুজলার হস্তে দিলেন। তখন সেই বীণার মধুর ধ্বনি উঠিল; সরজু মন্ত্র মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সন্ন্যাসিনী গাইতেছিলেন,

"ভালবাসা কি ভাই আপনি হয়?
সাধ্‌লে পরে সে যে সরে যায়।
ডাক্‌লে পরে সে ডাক্‌না শুনে,
কখন আসে তা কেউ না জানে;
লুকিয়ে আসে সে যে দেখিয়ে যায়।"

সহসা পশ্চাৎ হইতে রাসভ-বিনিন্দিত স্বরে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "বা! বা!" সুজলা গীত বন্ধ করিলেন, সরজু চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিল। ঠাকুর আবার বলিয়া উঠিলেন "বা! বা!" সুজলা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, সরজুও থাকিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিল, অবশেষে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরও হাসিয়া উঠিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিপদ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মূর্চ্ছিতা ঊষা দেহ লইয়া প্রমোদকিশোর গড়গ্রামের ক্ষুদ্র চটিতে উপস্থিত হইলেন। সুশীতল সমীরণ মূর্চ্ছিতা ঊষার শিরে লাগিয়া তাঁহাকে অনেক প্রকৃতস্থ করিয়াছিল। যখন অশ্ব আসিয়া চটির দ্বারে দণ্ডায়মান হইল, তখন ঊষা ধীরে ধীরে তাঁহার চক্ষুরুন্মিলন করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি কোথায়?"

"ভয় নাই,—আপনি নিরাপদে আছেন।"

সহসা যেন ঊষার সমস্ত বৃত্তান্ত স্মরণ হইল; তিনি সলজ্জ ভাবে তাঁহার অবগুণ্ঠন টানিয়া বদনাবৃত করিলেন, বস্ত্রাদি যথা স্থানে সংস্থাপিত করিলেন।

প্রমোদকিশোর এক ব্যক্তিকে অশ্ব ধরিতে ইঙ্গিত করিয়া ধীরে ধীরে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন; তৎপরে যুবতীকে অশ্ব হইতে নামাইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কয় ব্যক্তি চটির বাহির হইয়া আসিল। প্রমোদকিশোর কহিলেন, "এখানকার কর্ত্তা কে?" এক ব্যক্তি অভিবাদন করিয়া কহিল, "আজ্ঞে, আমি।"

"এখানে থাকিবার স্থান আছে?"

"খুব ভাল স্থান আছে,—আপনাদের অনুগ্রহে কৃপারামের চটিতে সকলই পাওয়া যায়।"

"তোমার নাম কৃপারাম?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"শীঘ্র ইহাঁর জন্য একটা ঘর পরিষ্কার কর, ইনি পীড়িত আছেন।"

"এখনই সব ঠিক হবে।"

এই বলিয়া কৃপারাম দ্রুতপদে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, প্রমোদ কিশোর ঊষাকে লইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র অট্টালিকায় প্রবিষ্ট হইলেন।

আসামের রাজা আসাম হইতে চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত একটী প... প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন; তিনি এই পথের পার্শ্বে দশ ক্রো... অন্তর এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন এই সকল ধর্ম্মশালায় তিনি এক একটি লোককে দোক... করিয়া দিয়াছিলেন; এই সকল স্থানে অর্থ ব্যয় করিলে প... কেরা সকল দ্রব্যই প্রাপ্ত হইতেন। গড়গ্রামের "ধর্ম্মশালা... কৃপারাম দোকানের অধিকারী।

সত্বর একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ঊষার জন্য প্রস্তুত হইল; বিশ্রামার্থে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন প্রমোদকি... কৃপারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কোন রাজপুত এসেছেন?"

"না, কৈ, কেহই না।"

প্রমোদকিশোর চিন্তান্বিত হইলেন; ভাবিয়া কি... করিতে পারিলেন না, পরে ভাবিলেন, "হয়তো তাঁরা এঁর জন্য বনে ঘুরিতেছেন।"

তখন তাঁহাদের জন্য কৃপারাম আহারের আয়োজন প্রমোদকিশোর রন্ধন কার্য্য শেষ করিয়া ঊষার নিক...

গেল। দেখিলেন তাঁহার প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ। তিনি আঘাত করিলে উষা ধীরে ধীরে দ্বার উন্মুক্ত করিলেন; প্রমোদকিশোর কহিলেন, "কিছু আহার করুন।" উষা ঘাড় নাড়িয়া "না" বলিলেন।

"কেন, তাতে যে অসুখ হবে?"

"না; আমি কিছু খাব না।"

"না খেলে অসুখ হবে, কষ্ট হবে; সমস্ত দিন কিছু খান নি; আসুন, যা পাবেন কিছু খাবেন। এখানে কি পাঠাইয়া দিব?"

"না।"

অগত্যা প্রমোদকিশোর ফিরিয়া চলিলেন; উষা কহিলেন, "কই, তাঁরা তো এখানে আসেন নি।"

"বোধ হয় তাঁরা এখনও আপনার অনুসন্ধান করিতেছেন;—এখনই আসিবেন। আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

উষা কোন কথা কহিলেন না, প্রমোদকিশোর আহার করিতে গেলেন। আহার করিতে করিতে প্রমোদকিশোর কৃপারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে ঘোঁড়া কিনিতে পাওয়া যায়।

"আপনাদের অনুগ্রহে কৃপারামই দুই একটা ঘোঁড়া রাখে।"

"ভালই;—আমার জন্য একটা ঘোঁড়া কাল খুব সকালেই ঠিক করে রেখ।"

"আজ্ঞে, খুব সকালেই ঠিক করে রাখ্‌ব।"

প্রমোদকিশোর ভাবিলেন, "যখন তাঁরা এখনও এখানে

এলেন না, তখন নিশ্চয়ই তাঁরা চন্দ্রনাথ ফিরে গেছেন। এঁকে আমার সেইখানে রেখে আস্‌তে হবে; বাড়ী যেতে বিলম্ব হ'ল, তা কি করিব। অসহায়া এমন বালিকাকে কোথায় ফেলে যাব? তা যদি যাই, তা হ'লে আমার মত কাপুরুষ কে?" তার পর প্রমোদকিশোরের হৃদয়ে যাহা উঠিল তাহা তিনি ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তিনি উঠিয়া ধীরে ধীরে ঊষার প্রকোষ্ঠ দ্বারে যাইয়া আবার আঘাত করিলেন। ঊষা দ্বার খুলিল;—প্রমোদকিশোর সম্মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যাহা বলিবেন বলিয়া তিনি আসিয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। ঊষা কহিলেন, "আপনি আহার করেছেন?"

"হ্যাঁ, করেছি?"

আবার দুইজনেই নীরবে; তখন প্রমোদকিশোর কহিলে "তাঁরা তো এখানে এখনও এলেন না; বোধ হয় তাঁ ফিরে চন্দ্রনাথ গেছেন। আমি ঘোঁড়া ঠিক করেছি; ব আপনাকে চন্দ্রনাথে তাঁদের কাছে রেখে আস্‌বো। ব ঘোঁড়ায় চড়ে যেতে কি আপনার কষ্ট হবে?"

"না,—আমি বেশ ঘোঁড়ায় যেতে পারবো। আপনি এই দরজার কাছে শুয়ে থাক্‌বেন, না হ'লে আমার ভয় কর

"আমি থাক্‌তে আপনার ভয় কি? আমি সমস্ত এই দরজায় জেগে বসে থাক্‌ব,।"

"না না, তা হ'লে আপনার কষ্ট হবে।"

"আপনার শরীর অসুখ, যান শুনগে; না হলে করবে।"

ঊষা দ্বার রুদ্ধ করিলেন; প্রমোদকিশোর সেই স্থানে শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না। দুই এক বার তন্দ্রা আসিয়াছিল, তাহাতে তিনি কেবল নানারূপ স্বপ্নে উৎপীড়িত হইলেন।

প্রাতে উঠিয়া প্রমোদকিশোর বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন, কৃপারাম দাঁড়াইয়া অশ্বের সজ্জা করিতেছে। তিনি আসিলে বলিল, "আপনারা কি এখনই রওনা হইবেন?"

"হাঁ।—রাত্রে আর কোন রাজপুত যাত্রী এখানে আসেন নি?"

"আজ্ঞে না।"

তখন প্রমোদকিশোর ঊষার প্রকোষ্ঠের দিকে চলিলেন, দেখিলেন ঊষা প্রস্তুত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। প্রমোদকিশোর কহিলেন, "ঘোঁড়া প্রস্তুত, আপনার এখন আর কোন অসুখ নাই তো?"

"না।"

"আপনি ভীত হচ্চেন কেন? যদি তাঁদের না সাক্ষাৎ পাই, আমি আপনাকে রাজপুতনায় রেখে আস্‌বো।"

ঊষা সলজ্জ ভাবে কহিলেন, "আপনার সঙ্গে থাক্‌তে আমার ভয় তো করে না।"

দুইজনে নীরবে বাহিরে আসিলেন; প্রমোদকিশোর ধরিয়া তাঁহাকে অশ্বারোহণ করাইলেন, তৎপরে নিজেও অশ্বারোহণ করিলেন। তখন ধীরে ধীরে অশ্বদ্বয় চন্দ্রনাথের দিকে চলিল।

প্রমোদকিশোর দেখিলেন, ঊষা কষ্টে নিতান্ত

ন্যায় অশ্ব পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়াছেন, তিনি ভাবিলেন। "হয় তো অসুস্থ বলিয়া এরূপ হইতেছে।"

অদূরে সেই শালবন, এবং সেই নির্জ্জন পথ; জানিনা কেন প্রমোদকিশোরের প্রাণ কম্পিত হইয়া উঠিল। অশ্বারোহি দ্বয় ক্রমে শালবনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন ঊষা কহিলেন, "আপনি আমার পাশে পাশে চলুন, না হলে,——"

"ভয় কি?" এই বলিয়া সত্বর প্রমোদকিশোর নিজ অশ্ব ঊষার অশ্বের পার্শ্বে আনিলেন; অপরিসর পথ,—দুই অশ্ব প্রায় সংশ্লিষ্ট হইয়া চলিতে লাগিল। দুই জনের দেহ প্রায় স্পর্শিত হইয়া গেল; কিন্তু বহুক্ষণ কেহই আর কোন কথা কহিলেন না। অবশেষে প্রমোদকিশোর কথা কহিলেন, বলিলেন, "আপনাদের জয়পুর দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে।"

"বেস্ তো, একবার যাবেন; তা হ'লে বাবা বড় সন্তুষ্ট হবেন। কবে যাবেন?"

"তা কেমন করে বল্‌বো। মোগলেরা বঙ্গদেশের পশ্চিম দিক্ সব অধিকার করেছে; এইবার শীঘ্রই তারা পদ্মা পার হবে। পদ্মার এ পারেই আমার পিতার রাজ্য; পিতা বৃদ্ধ; রাজ্য রক্ষা করা আমার ক্ষুদ্র বলের উপর নির্ভর করিতেছে। দেবানন্দ স্বামীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে চন্দ্রনাথে গিয়েছিলাম; ফিরে বাড়ী যাবার পথে আপনাকে দেখিলাম।"

"তবে তো আমি আপনার কাজের অনেক ক্ষতি করিলাম।"

"কিছু না। দুই এক দিন বিলম্বে আর কি ক্ষতি? আপনার মাতাঠাকুরাণী নিশ্চয়ই চন্দ্রনাথে আছেন; তাঁর কাছে আপনাকে দিয়ে আমি বাড়ী ফিরিব।"

"একবার জয়পুরে যাবেন।"

"যুদ্ধের পর যদি বেঁচে থাকি তবে নিশ্চয়ই যাব।"

"মোগলেরা কি বড় বীর?"

"আমাদের কাছে বটে, কিন্তু রাজপুতের কাছে নয়। শুনেছি সেখানে তারা অনেকবার অপদস্থ হয়ে এসেছে। এখন একজন রাজপুত যোদ্ধা তাদের সেনাপতি।

"আপনাদের বাড়ী যেখানে, সেটা কি খুব বড় নগর?"

"বিক্রমপুর নিতান্ত ছোট নগর নয়, তবে হয়তো জয়পুরের মত নয়।"

"আমার ভারি দেখিতে ইচ্ছা করে।"

"বেশ্‌তো, বেশ্‌তো, আমি আপনার মাতাঠাকুরাণীকে বলিব। তাঁরা তো ঐ দিক দিয়ে যাবেন, না হয় গরিবের বাড়ী দুই দিন থাকিবেন।"

"দেশের দ্বারে শত্রু, এখন কি আমাদের গিয়ে আপনাদের যুদ্ধের ব্যাঘাত করা উচিত।"

"ব্যাঘাত কি? আপনারা যাবেন,—তাতে আবার ব্যাঘাত কি?"

আবার দুইজনে নীরবে চলিলেন; তাহার পর প্রমোদকিশোর উষার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "এর পর আমার কথা কি আপনার আর মনে থাকিবে?" উষা নিজ উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় একবার তুলিলেন, প্রমোদকিশোরের চক্ষের সহিত সে চক্ষু মিলিল, তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইল। উষা কহিলেন, "যিনি আমার প্রাণরক্ষা করিলেন, তাঁকে কি কখন ভুলা যায়?"

সেই নির্জ্জন অরণ্য পথে, পরমাসুন্দরী অসহায়া যুবতীর কণ্ঠ হইতে এই কয়টী কথা প্রমোদকিশোরের হৃদয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে একরূপ অগ্নি প্রজ্বালিত করিল। তাঁহার হৃদয়ে যে সকল বাসনা উদিত হইতেছিল, তাহা বহুকষ্টে দমন করিয়া, তিনি দক্ষিণ হস্তে উষার হাত ধরিলেন, বলিলেন "উষা!" অমনি তিনি চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন, তৎপরে মুহূর্ত্তের মধ্যে অশ্ব হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

উষাও চমকিত হইয়া পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন; যখন তিনি দেখিলেন যে প্রমোদকিশোর ভূমিসাৎ হইয়াছেন, তখন তিনিও সত্বর অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তৎপরে এক বিকট চিৎকার করিয়া পাগলিনীর ন্যায় প্রমোদকিশোরের দেহের উপর পতিত হইলেন। তাঁহার সেই চিৎকার ধ্বনি সমস্ত অরণ্য আলোড়িত করিয়া দূরে দূরে বহু দূরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সরজু ও সুজলা।

শালবনের সেই অপরিসর পথ দিয়া সুজলা, সরজু ও সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর চলিয়াছেন। সুজলা ও সরজু সম্মুখে, দুই জনে পাশা পাশি হইয়া চলিয়াছেন; পশ্চাতে মোট মস্তকে ঠাকুর চারিদিকে ভয়ে ভয়ে চাহিতে চাহিতে আসিতেছেন। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করিতেছিলেন। সুজলা ও সরজু কথা কহিতে কহিতে যাইতে ছিলেন। সুজলা কহিলেন, "তারপর?"

"তারপর, সেই গদাধর ঠাকুর আমাকে লালন পালন করেন। আমার বাপ মা কে তা তিনিও জানিতে পারেন নি, আমিও জানি না।"

"তারপর?"

"তারপর আমি কামিক্ষার মন্দিরে একজন কুমারী হলাম; যাত্রীদের কাছ হ'তে পয়সা আদায় করে বাবাকে এনে দিতাম। যখন আমার ন বছর বয়স, তখন গদাধর ঠাকুরের মৃত্যু হ'ল। তখন আমি রীতিমত "কুমারী" হলাম। ঠাকুরের প্রসাদ খেতাম, মন্দিরে শুইতাম। এই রকমে ৭।৮ বৎসর কেটে গেল। প্রায় তিন মাস হ'ল, আমি এক দিন বাজার থেকে মন্দিরের দিকে আসছি, এমন সময় পথে একটা ভিড় হয়েছে দেখে আমি সেই দিকে গেলাম। কিন্তু আমি সেখানে যেতে

না যেতে সব লোক চারিদিকে ছুটিল। কয়জন ধাক্কা মেরে আমাকে ফেলে চলে গেল; আমি রাস্তায় পড়ে গেলাম। যখন উঠিলাম, তখন দেখিলাম, আমার প্রায় ৫০ হাত দূরে একটা ভয়ানক বড় মোষ সিং নিচু করে আমার দিকে আসছে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেল্‌বে, আমি ভয়ে চিৎকার করে চোক বুজিলাম। চারিদিকে লোকেরা 'পালাও, পালাও,' বলে চিৎকার কর্‌তে লাগিল। আমি একবার চোক চাইলাম, মোষ আমার নিকট এসেছে; এই সময় একজন এসে পশ্চাৎ হতে সেই মোষের গলায় তরয়াল মারিল; সে আঘাত পেয়ে আমাকে ছেড়ে তাঁর দিকে ফিরিল; আমি ছুটে পলাইলাম। তিনি প্রায় দুই দণ্ড সেই মোষের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে মেরে ফেল্‌লেন; সকল লোকে তাঁকে প্রশংসা কর্ত্তে লাগলো। তার পর তিনি আমার নিকট আসিলেন, আদর করে আমার হাত ধর্‌লেন; আমাকে ১০টা মোহর দিলেন। আমি তখন নিলাম কিন্তু তারপর সে গুলা ছুড়ে জঙ্গলে ফেলে দিয়েছিলাম।"

"কেন?

"টাকা নিয়ে আমি করিব কি?"

"তার পর!"

"তার পর, তিনি যখন মন্দির থেকে চলে গেলেন, আমি আর থাক্‌তে পারিলাম না; আমিও গোপনে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

"তা তিনি জানিতেন?"।" "তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ, তিনবার হয়েছে; প্রথম বার তিনি আদর করে আমাকে ফিরে যেতে বলেন; লোক দিয়ে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু আমি যাই নাই। দ্বিতীয় বার, তিনি আদর করে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, 'সরজু বাড়ী ফিরে যাও, না হয় বিক্রমপুর যাও।' তিনি আমাকে লোক জন দিয়া বিক্রম পুর পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু আমি যাই নাই। আবার তার পর এই চন্দ্রনাথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এবার তিনি আমাকে অপমান করেছেন;—" বালিকা কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু কষ্টে তাহা প্রসমিত করিল।

এই সময়ে পশ্চাতে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর একরূপ বিকট শব্দ করায় উভয়ই চমকিত হইয়া ফিরিলেন। সর্ব্বেশ্বর সভয়ে জঙ্গলের দিকে অঙ্গুলী দিয়া কি দেখাইতেছেন, সুজলা কহিলেন, "কি?" ঠাকুরের কথা নাই।

"কথা মুখে নাই; বাঘ নাকি? ভয় নাই তোমাকে বাঘে খেযে অপ্রস্তুত হবে না।"

সর্ব্বেশ্বরের শরীরে মাংসের ভাগ অল্প ছিল।

"না না।"

"তবে কি, বলই না।"

সুজলা সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। পথ হইতে আর একটী অপরিসর পথ,—সেই পথে একটু অগ্রসর হইয়া এক বৃহৎ বৃক্ষ; উহার নিম্নে একব্যক্তি রক্তাক্ত কলেবরে পতিত রহিয়াছে। সুজলা কহিলেন, "এ দস্যুর কাজ। হতভাগাকে মেরে ফেলে তারা তার সর্ব্বস্ব নিয়ে তাকে এখানে ফেলে গিয়েছে; আমরা আর কি করিতে পারি। ঈশ্বর প্রাণীর দণ্ড

বিধান করুন।" এই বলিয়া সুজলা ফিরিলেন। সরজু ব্যাকুল ভাবে কহিল, "না না, এঁকে কোথায় দেখেছি। এ কে আপনি দেখুন।" সুজলা বলিলেন, "সত্য বটে, লোকটা কে দেখা উচিত। ঠাকুর;—লোকটাকে টেনে এদিকে আন দেখি।" ঠাকুর প্রায় অর্দ্ধ ক্রন্দন স্বরে কহিলেন, "আজ যে শনিবার?"

"তাতে কি?"

"শনি মঙ্গলবারের মড়াটা কেমন করে ছুঁই।"

"তুমি নেহাত অপদার্থ।" এই বলিয়া সুজলা মৃত দেহের দিকে অগ্রসর হইলেন, সরজু ও চলিল; তখন অগত্যা নবমী পূজার অজশাবকের ন্যায় কম্পিত কলেবরে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

দূর হইতে মৃত দেহের পরিধান গেরুয়া বসন দেখিয়া সুজলা চমকিত হইয়া বলিলেন, সন্ন্যাসীর প্রাণবধ করে এমন হিন্দু কে? ভেকের অবমাননা করে এমন দস্যুই বা কে? আমায় দেখিতে হইল।" তখন তিনি মৃত দেহের নিকট আসিলেন, অমনি এক হৃদয় বিদারক শব্দে সেই কানন পূর্ণ হইয়া গেল; উন্মাদিনীর ন্যায় লম্ফ দিয়া সরজু সেই মৃত দেহের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছে। সুজলা দেখিলেন, —সে প্রমোদকিশোর।

তাঁহার হৃদয়ের উপরে একটি তীর বিদ্ধ, পৃষ্ঠে মস্তকের নিম্নে আর একটি তীর; সমস্ত শরীরে অস্ত্রাঘাত চিহ্ন, রক্তে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইয়া সমস্ত শরীর প্লাবিত করিয়াছে। সমস্ত স্থানটী রক্ত লোহিত রঙ্গ ধারণ করিয়াছে। সুজলা মৃত দেহ

পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন; সরজু পাগলিনীর ন্যায় কহিল,—"দেখ, দেখ;—ইনি মরেন নি; না, ইনি মরেন নি,—না না না,—ইনি কখন মরেন নি।"

"ব্যস্ত হইও না, দেখি।"

"ইনি,—"

সরজু কথা কহিতে গিয়া সহসা নিরস্ত হইল; তৎপরে উৎসুক হৃদয়ে সুজলার দিকে চাহিয়া রহিল।

সুজলা সমস্ত দেহ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—বলিলেন, "ইনি মরেন নি; যত্ন করিলে বোধ হয় বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।"

"কি কর্ত্তে হবে, বল, কি কর্ত্তে হবে? দেখ, কত রক্ত পড়্‌চে।" এই বলিয়া পাগলিনী নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া প্রমোদ-কিশোরের রক্ত মুছাইতে আরম্ভ করিল। সুজলা কহিলেন, "তুমি যদি ব্যস্ত হও, তবে এঁর প্রাণ রক্ষা কিছুতেই কর্ত্তে পার্‌ব না।"

"আর আমি ব্যস্ত হ'ব না, একবারটীও ব্যস্ত হ'ব না। তুমি আমায় বল, যে ইনি বাঁচ্‌বেন।"

"তুমি যদি গোলযোগ না কর তবে বাঁচবেন।"

সরজু আর কথা কহিল না। তখন সুজলা ধীরে ধীরে অতি যত্ন সহকারে প্রমোদকিশোরের দেহ হইতে তীর দুইটী তুলিলেন, তীরের সহিত তীর-বেগে রক্ত ছুটিল। তখন বাম হস্তে কাপড় দিয়া রক্ত বন্ধ করিয়া সুজলা দক্ষিণ হস্তে সেই পথ পার্শ্ব হইতে একটা বৃক্ষের কয়েকটা পাতা লইয়া সেই সকল ক্ষত স্থান বস্ত্র দিয়া উত্তম রূপে বাঁধিয়া দিলেন। ঔষধের অত্যাশ্চর্য্যগুণে মুহূর্ত্তের মধ্যে রক্ত বন্ধ হইল। তখন

সুজলা আর একটা বৃক্ষের কতকগুলি পাতা লইয়া চর্ব্বন করিয়া রস বাহির করিলেন তৎপরে তাহা প্রমোদকিশোরকে সেবন করাইলেন। সরজু কহিল, "কেমন দেখিলে, ভাল আছেন তো? এখনও তো,—।"

"দেখ, ও রকম করতো আমি কিছুই কর্‌বো না।"

"না, না,—আমি আর কিছু কর্‌বো না।" এই বলিয়া সরজু অঞ্চল দিয়া প্রমোদকিশোরকে বাতাস দিতে লাগিল। তখন সুজলা কহিলেন, "ঠাকুর, এখান থেকে চটি প্রায় দুই ক্রোশ হবে। তুমি শীঘ্র গিয়ে, ডুলি পাও, পাল্কী পাও, যা পাও একখানা নিয়ে এস।" ঠাকুর নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"যাওনা যে।"

"একলা যাব?"

"একলা না তো সঙ্গে কে যাবে? কেন, একলা যেতে কি তোমার ভয় করে?"

"আমার ভয় কবে! তা নয়, তোমাদের একলা এখানে কি বলে ফেলে যাব?"

"তার জন্যে তোমায় বড় ভাব্‌তে হবে না। এখন আর দেরি কর না, যাও।"

তখন অগত্যা "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া ঠাকুর পাল্কী আনিতে প্রস্থান করিলেন। সুজলা সরজুর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

সেই নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে দুইটী স্ত্রীলোক একটী মৃতপ্রায় দেহ লইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে সুজলা কহিলেন, "সরজু!" সরজু চমকিত হইয়া ফিরিল, সুজলা কহিলেন, "যার উপর তোমার রাগ, যাকে মারিবার জন্য

কোমরে ছুরি রাখিয়াছ, সে তো এখন তোমার ক্রোড়ে; প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ কর না কেন?" সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া দুই হস্তে ঘন কেশদাম মুখ হইতে সরাইয়া সরজু কহিল, "তুমি সন্ন্যাসিনী, তুমি বুঝিবে কি?" সুজলা মৃদুহাস্য করিয়া আর কোন কথা কহিলেন না। উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

প্রায় ৩।৪ দণ্ড পরে সর্ব্বেশ্বর পাল্কী লইয়া আসিলেন; তখন তাঁহারা প্রমোদকিশোরকে সেই পাল্কীতে তুলিয়া কেনারামের চটিতে আসিলেন। গত রাত্রে যে প্রকোষ্ঠে উঁহারা শয়ন করিয়াছিলেন, সেই প্রকোষ্ঠে অদ্য মৃতপ্রায় প্রমোদকিশোর শয়ন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কুটীর।

প্রমোদকিশোর চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনি একটি ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র পালঙ্ক উপরে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। কুটীরের জীর্ণ পত্রাচ্ছাদনের মধ্য হইতে সূর্য্য কিরণ গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহ অর্দ্ধ আলোকিত করিয়াছে। তিনি উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা; তাঁহার শরীরে আর সে বল নাই। তিনি ব্যাকুলভাবে একবার চারিদিকে চাহিয়া চক্ষু মুদিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মনুষ্য পদ শব্দে চমকিত হইয়া প্রমোদকিশোর চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; দেখিলেন এক জটাজুটধারী

সন্ন্যাসী তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ; তিনি ব্যাকুলভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস, কি রূপ বোধ করিতেছ ?"

"ভাল।"

"তবে স্থির হইয়া শয়ন করিয়া থাক ; দুই দণ্ড পরে আসিয়া ঔষধি দিব।"

"আমি কোথায় ?"

"আমার আশ্রমে।"

"আমি এখানে এলাম কি করে ?"

"সে সকল কথা সুস্থ হইলে শুনিতে পাইবে ; এখন অধীর হইলে পীড়া বাড়িতে পারে।"

"আমার হৃদয় অস্থির ; আমার যাহা জানিতে ইচ্ছা হই-তেছে, তাহা না জানিয়া থাকিতে হইলে আমি কেমন করিয়া স্থির থাকিব।"

"কি জানিতে চাও বল।"

"আমাকে এখানে কে আনিল ?"

"তুমি অর্দ্ধ মৃত হইয়া পথে পড়িয়াছিলে, দুইটি সন্ন্যাসিনী দেখিতে পাইয়া তোমাকে সে দিন চটিতে লইয়া যান ; পর দিবস চিকিৎসার জন্য আমার এখানে আনিয়াছিলেন।"

"তাঁরা কে ?"

"তাঁহারা সামান্য সন্ন্যাসিনী।"

"আমি কদিন এখানে আসিয়াছি ?"

"তিন দিবস হইল।"

"আর একটী কথা ; আমার পীড়ায় কি কোন দেবী মূর্ত্তি

আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আমার শুশ্রূষা করিয়াছেন? আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি।”

“করিয়াছেন।”

“এঁ্যা—তিনি কি রাজপুত?” এই বলিয়া প্রমোদকিশোর শয্যা হইতে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, সন্ন্যাসী কহিলেন, “না।” প্রমোদকিশোর ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করিলেন, বলিলেন, “তবে তিনি কে?”

“তিনি একজন—?”

“তাঁর নাম কি উষা?”

“না।”

“তবে তাঁর নাম কি?”

“তাঁর নাম, আমিও জানি না।”

“তবে তিনি কে?”

“তিনি একটী বালিকা সন্ন্যাসিনী।”

প্রমোদকিশোর শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিলেন, সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কুটীরের বাহিরে পিঞ্জরবদ্ধা ব্যাঘ্রিনীর ন্যায় এক সন্ন্যাসিনী পদচারণ করিতেছিলেন; সন্ন্যাসী নিকট দিয়া চলিয়া যান, দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন দেখিলেন?”

“ভাল।”

“নিদ্রা যাইতেছেন?”

“না।”

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন; সন্ন্যাসিনী কুটীরের দূরে একটী বৃহৎ বৃক্ষের নিম্নে গিয়া বসিলেন।

সপ্তাহ অতীত হইল; প্রমোদকিশোর ক্রমে আরোগ্য হইতেছেন, কিন্তু তখনও নিতান্ত দুর্ব্বল। সপ্তাহ পরে প্রমোদকিশোর এক দিন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। চারি দিকে চাহিলেন, কেহ কোথায়ও নাই; তখন তিনি বলিলেন, "এখানে কে আছ, একবার আমার নিকট এস।" কেহ উত্তর দিল না, তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া নিয়ে দাঁড়াইলেন, শয্যার নিকট একটী মৃৎপাত্রে জলের ন্যায় কি ছিল, তিনি তৃষ্ণার্থ হইয়াছিলেন, সেইটা সমস্ত পান করিলেন। পান্ করিবা মাত্র তাঁহার শরীরে মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন পূর্ব্ব বল পুনসঞ্চারিত হইল; তিনি ধীরে ধীরে কুটীরের বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে একটী সুন্দর পুষ্পোদ্যান। কুটীরের চারি দিকে নানা রঙ্গের ফুল ফুটিয়া গন্ধে আমোদিত করিতেছে; ভ্রমর ও মধুমক্ষিকাগণ ফুলে ফুলে মধুর সঙ্গীত করিয়া বেড়াইতেছে। প্রাতঃসূর্য্যের কোমল কিরণ বৃক্ষের শাখায় শাখায়, পত্রে পত্রে, পতিত হইয়া সমস্ত কানন নব শোভায় শোভিত করিয়াছে। প্রমোদকিশোর কুটীর দ্বারে বসিয়া সেই শোভা দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সমস্ত কথা একে একে স্মরণ হইতে লাগিল; তখন নানা চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইয়া উঠিল, মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।

দুই দিবস অতীত হইল;—প্রমোদকিশোর নিদ্রিত;—পার্শ্বে বসিয়া সরজু তাঁহাকে বাতাস দিতেছে। তিনি নিদ্রিতাবস্থায় দুই তিন বার উষার নাম করিলেন; সরজু শুনিল। বসিয়া

বলিয়া সে অস্থির হইল, তাহার চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; তৎপরে পাগলিনীর ন্যায় কোমর হইতে এক ছুরিকা বাহির করিয়া সে বলিল, "এখনই এ হৃদয় জ্বালা জুড়াতে পারি। ঊষা,—ঊষা,—ঊষা। না! না! না! আমাকে তোমার সঙ্গে থাকিতে দেও। তা দিবে কেন?—তোমার যে ঊষা আছে। সে ঊষা কে,—আমি এক বার তাকে দেখিব। আমার হৃদয়ের জ্বালা তুমি বুঝিবে কেমন করে; এহৃদয়ে কি হয় তুমি জানিবে কেমন করে? তুমি নিষ্ঠুর, তুমি কঠিন; তুমি যাই হও না, তাতে আমার কি; কিন্তু তুমি আমাকে অপমান করিবার কে? ঊষা! ঊষা! ঊষাই তো! আমি কি মলেও ও নাম ভুলিব?" সরজু বালিকার ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিল; তাহার ক্রন্দনে জাগরিত হইয়া প্রমোদকিশোর চক্ষুরুন্মীলন করিবার উদ্যম করিলেন, অমনি সে সত্বর কুটীর হইতে পলাইল। পাছে কেহ তাহার ক্রন্দন শুনিতে পায় এই ভয়ে সে হৃদয় বেগ সবলে দমিত করিতে লাগিল, কিন্তু চক্ষের জল নিরস্ত করিতে পারিল না, চক্ষের জলে তাহার বস্ত্রাঞ্চল আর্দ্র হইয়া গেল।

সহসা তাহার হৃদয়ের অগ্নি যেন তাহার অজ্ঞাতসারে নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল, দগ্ধ স্থানে কোন সুশীতল ঔষধ প্রয়োগ করিলে যেমন সেই স্থানে পরম সুখ বোধ হয়, তেমনি তাহার হৃদয়ে যেন কেমন এক অমৃত সিঞ্চিত হইতে লাগিল; তাহার হৃদয়ের জ্বালা দূরীভূত হইল, তাহার চক্ষের জল নিবস্ত হইল; কেন এরূপ হইতেছে সে প্রথমে কিছুই বুঝিল না; পরে ক্রমে বুঝিল যে, তাহার কর্ণ কুহরে মধুর ধ্বনি প্র

হইয়া হৃদয়ে শান্তি উৎপাদন করিতেছে, পরে, বুঝিল যে অদূর-উত্থিত মধুর বীণা ধ্বনির সহিত বিমিশ্রিত সঙ্গীত তাহার কর্ণে আসিতেছে। সেই সুমধুর সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি তাহার হৃদয়ের সমস্ত কষ্ট দূর করিয়াছে। কোথা হইতে সুজলা গাইতেছিলেন,

"লয়ে নরনারী, হের হরি, হোরি খেলে ;
কেহ পড়ে, কেহ উঠে ধায়,
কেহ ওই ম্যালে লাল হয় ;
কেহ সুখ পায়, কারো কেবল দুঃখ মেলে।"

সঙ্গীতের মধুর ধ্বনিতে সরজুর সমস্ত অঙ্গ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, সে বৃক্ষে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া বসিল, চক্ষু মুদিল ; সে তখন আর সকল ভুলিয়া গেল।

যখন সে চক্ষুরুন্মিলন করিল, তখন দেখিল তাহার পার্শ্বে বীণা হস্তে সুজলা দণ্ডায়মান। তিনি স্নেহ পূর্ণ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন ; যেন স্বয়ং মা কৈলাসেশ্বরী ভক্তের কষ্টে বিচলিত হইয়া মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুজলা ডাকিলেন, "সরজু।" সরজু মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিল ; তিনি বলিলেন, "তিনি নিদ্রিত হইয়াছেন।" সরজু সত্বর উঠিল, হরিণীর ন্যায় দ্রুতবেগে সে কুটীরে প্রবিষ্ট হইল। সুজলা তাহার দিকে চাহিয়া থাকিলেন, যখন সে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, "হায়! অবোধ বালিকা, তুমি আবার প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবে! যে মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখ দেখিতে পাইলে, জগত ভুলিয়া যায়

সে কি কখন তাহার উপর রাগিতে পারে ? কবে লোকে তাঁহাকে এমন ভাল বাসিতে শিখিবে ?”

তিনি সেই স্থানে বসিলেন; ধীরে ধীরে বীণার ঝঙ্কার দিলেন; পরে নিজ মনে সেই বৃক্ষ তলে বসিয়া বীণা বাজাইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই বীণার মধুর ধ্বনি কানন পরিপূর্ণ করিল, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন সমস্ত অরণ্য অমৃত সাগরে ভাসিয়াছে।

সহসা চিৎকার ধ্বনিতে কানন পূর্ণ হইল; সুজলা চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বদেশ যাত্রা।

এক সময়ে তিন জনে কুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন, সুজলা সর্ব্বেশ্বর ও সন্ন্যাসী। দেখিলেন, প্রমোদকিশোর শয্যায় বসিয়া চারি দিকে সভয় নেত্রে ও ব্যাকুল ভাবে চাহিতেছেন, সরজু তথায় নাই। প্রমোদকিশোরের হৃদয়ে ছুরিকা নিবদ্ধ হয় নাই দেখিয়া সুজলা আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু চিৎকারের কারণ জানিবার জন্য সকলেই বিশেষ ব্যস্ত। সন্ন্যাসী প্রথম কথা কহিলেন, বলিলেন, “বৎস, কি হইয়াছে ?” প্রমোদকিশোর চারিদিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া বলিলেন, “আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, আমি এখানে আর থাকিব না।” তাহার পর সুজলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “মা, আপনিই বোধ হয় আমাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়া প্রাণদান করিয়াছেন অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন, আর একটু অনুগ্রহ করুন।

বিক্রমপুরের রাজার পুত্র,—প্রমোদকিশোর,—আমাকে স্বর্ণগ্রামে রাখিয়া আসুন, সেখান হইতে আমি নিজেই যাইতে পারিব। আর আমি এখানে থাকিব না।” সুজলা কহিলেন, “বৎস, স্থির হও, তোমার শরীর এখনও দুর্ব্বল।”

“আমি আর এখানে থাকিতে পারিব না, এখানে আর থাকিলে আমি বাঁচিব না।”

“কি স্বপ্ন দেখিয়াছ?”

“না—না,—সে কথা আমি ভাবিতে পারি না। আমি এখানে আর থাকিব না; এখানে থাকিলে সেই স্বপ্ন আবার দেখিতে হইবে।”

“বৎস, স্থির হও।”

“আপনারা আমাকে রাখিয়া আসিবেন না, তবে আমি আপনিই যাইব।”

এই বলিয়া প্রমোদকিশোর বেগে উঠিলেন; সুজলা ধীরে ধীরে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, “অধীর হইও না, আমরাই তোমাকে রাখিয়া আসিব। তুমি যত শীঘ্র উপকার বিস্মৃত হও, আমরা তত শীঘ্র পীড়িত ও অসহায়কে ত্যাগ করি না।” তিরস্কৃত হইয়া প্রমোদকিশোর কহিলেন, “মা, আমাকে ক্ষমা করুন, কি বলিতে কি বলিয়াছি, জ্ঞান নাই।”

“এখন স্থির হইয়া নিদ্রা যাও; আমরা পাল্কী আনিতে পাঠাইতেছি; আসিলে সম্বাদ দিব।”

প্রমোদকিশোর শয়ন করিলেন, তাঁহারা তিন জনে কুটীর হইতে নির্গত হইলেন। তখন সর্ব্বেশ্বর পাল্কী আনিতে আবার কেনারামের চটিতে চলিলেন।

সুজলা ধীরে ধীরে কুটীরের পশ্চাতে আসিলেন, তথায় কুটীর প্রাচীরে ভর দিয়া সরজু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুজলা কহিলেন, "সরজু, কি হইয়াছিল ?"

"আমি তো কিছু জানি না। উনি ঘুমাইতেছিলেন, আমি বসিয়া অঞ্চল দিয়া বাতাস দিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।"

"উনি আর এখানে থাকিবেন না।"

সরজু কথা কহিল না; সুজলা বলিলেন, "এখন কি করিবে ?"

সরজু এবারও কোন কথা কহিল না।

"উনি বাড়ী যাইবেন; আমার কাশী যাইতে হইবে, এখন তুমি কি করিবে ?"

এবার সরজু কথা কহিল, বলিল, "যেখানে হয় যাইব।"

"আমার সঙ্গে চল না কেন ?"

"না।"

"ওঁর হৃদয়ে ছুরি না বসাইলে কি তোমার হৃদয় স্থির হইবে না।"

"কিসে আমার হৃদয় স্থির হইবে, কিসে না হইবে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার তুমি কে ?"

"তবে আমি চলিলাম, আমার সঙ্গে তোমার আর দেখা হইবে না।" এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী চলিলেন; সরজু ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল, বলিল, "পাগলের কথায় রাগ করিতে আছে ? আমি পাগল, আমি যে পাগল।" সন্ন্যাসিনী ফিরিয়া বলিলেন, "পাগলের কথায় কে কবে রাগ করে; আমার কথা শুনিবে ?"

"কেন শুনিব না!"

"তবে আমার সঙ্গে এস;—আমি তোমাকে এমন মন্ত্র শিখাইয়া দিব যে তুমি তাঁকে ভুলিতে পারিবে।"

"আমার সে মন্ত্রে কাজ নাই; আমি ওঁর সঙ্গে যাব।"

"কোথায়? তিনি তোমাকে সঙ্গে লইবেন কি?"

"তিনি কি জানিতে পারিবেন যে আমি সঙ্গে আছি!"

"তবে সঙ্গে যাইবে কি করিতে?

"সে আমার ইচ্ছা।"

"তবে যাও।" এই বলিয়া সুজলা চলিয়া গেলেন। সরজু সেই স্থানে বসিয়া রহিল।

বৈকালে প্রমোদকিশোর কুটীর হইতে প্রস্থান করিলেন; সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর সন্ন্যাসিনীর অনুমত্যনুসারে তাঁহাকে রাখিয়া আসিতে চলিলেন। সুজলা ঠাকুরকে কহিলেন, "আমি তোমার জন্য হর্ষপুরে ভবানীর মন্দিরে অপেক্ষা করিব;—যদি আমার উপর সেইরূপ ভালবাসা থাকে, আসিও; না হয়, চন্দ্রনাথে ফিরিয়া যাইও।"

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সুজলা বিদায় হইলেন; কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও তিনি সরজুর কোন সন্ধান পাইলেন না। সরজু প্রমোদকিশোরের প্রস্থানের পূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছিল।

সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর প্রমোদকিশোরকে সুবর্ণগ্রামের "ধর্ম্মশালায়" রাখিয়া হর্ষপুরের দিকে চলিয়া গেলেন; প্রমোদকিশোরের ক্ষত সকল সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে; কেবল দুর্ব্বলতা মাত্র এক্ষণে তাঁহার শরীরে ব্যাধি। তিনি তাঁহার বস্ত্রের ভিতর অর্থ

গহ গুলির অনুসন্ধান করিলেন, দেখিলেন, তাহা তথায়ই আছে ; একটী কপর্দ্দকও অপহৃত হয় নাই। দুর্ব্বলতা বশতঃ তিনি দুই দিবস সুবর্ণগ্রামে রহিলেন। দুই দিবস পরে প্রাতে একটি সুন্দর অশ্ব ক্রয় করিয়া তিনি অশ্বারোহণে বাড়ীর দিকে চলিলেন।

কিছুদূর আসিয়া তিনি অশ্বের মুখ ফিরাইলেন ; অশ্বকে সবলে কষাঘাত করিলেন, অশ্ব বায়ুবেগে ছুটিল। প্রায় দুই প্রহরের সময় তাঁহার অশ্ব কেনারামের চটির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ; অশ্বের পদ শব্দ শুনিয়া কেনারাম সত্বর বাহিরে আসিল ; প্রমোদকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কোন রাজপুত রমণী আছেন বা এসেছিলেন ?"

"আপনার সঙ্গে এসেছিলেন, তার পর আর আসেন নি।"

"তার পর আসেন নি, তার পর তাঁর আর কোন সম্বাদ তোমরা পাও নি ?"

"না।"

অশ্ব তীর বেগে ছুটিল। সেই শালবনের মধ্য দিয়া অশ্ব ছুটিল ; অশ্বের পদ শব্দে অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

যেখানে তিনি একদিন মৃতপ্রায় পড়িয়াছিলেন, সেই স্থান দিয়া তাঁহার অশ্ব চলিয়া গেল। সম্মুখে চন্দ্রনাথ পর্ব্বত ; কষাঘাতের দারুণ যন্ত্রণায় অশ্ব দ্রুত বেগে উপরে উঠিতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রাককালে অশ্ব সহ অশ্বারোহি চন্দ্রনাথের মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুর্ব্বল প্রমোদকিশোর তখন অশ্ব পৃষ্ঠে কম্পিত হইতেছিলেন। সম্মুখে একটি বালককে দেখিয়া তিনি অশ্ব ধরিতে তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। সে আসিয়া অশ্ব ধরিল। তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু দাড়া-

ইতে পারিলেন না, টলিতে টলিতে যাইয়া মন্দিরের সোপানে প্রাচিরে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া বসিলেন। বালক অশ্বকে পদচারণ করাইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মোগল আক্রমণ।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামে প্রমোদকিশোর অনেক প্রকৃতস্থ হইলেন। তখন তিনি বালককে অশ্ব লইয়া নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন; সে নিকটে আসিলে তাহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য তিনি একটী মুদ্রা বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেলেন; কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমায় কোথায় দেখিয়াছি।"

"এখানেই দেখিয়া থাকিবেন।"

"আমি তোমার গলাও কোথায় শুনিয়াছি।"

"এখানেই শুনিয়া থাকিবেন।"

সহসা প্রমোদকিশোরের যেন কি মনে পড়িল, তিনি বালকের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন।

"কেন আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছ, এতে আমাকে কষ্ট দেওয়া হয় মাত্র।"

"কে আপনার সঙ্গে বেড়াইতেছে! আপনি ডাকিলেন, অনুগ্রহ করে ঘোঁড়া ধরিতে বলিলেন; আপনার আজ্ঞা পালন করিয়াছি।"

"যাও, বাড়ী ফিরে যাও—"

বালক হাসিয়া বলিল, "বিশ্রাম করুন, আপনার মস্তিষ্ক স্থির নাই।"

"তোমার অর্থের অভাব হতে পারে; তোমার কষ্ট হ'তে পারে।" এই বলিয়া প্রমোদকিশোর এক হস্ত পূর্ণ করিয়া মোহর নির্গত করিলেন;—"রাজকুমার, আমি অর্থের কাঙ্গাল নই," বলিয়া সিংহের ন্যায় বালক ফিরিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রে প্রমোদকিশোর চন্দ্রনাথে বাস করিলেন, পর দিবস তিনি উমা ও সরজুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের উভয়ের কাহারই তিনি কোন সন্ধান পাইলেন না; তখন হতাশ হইয়া তিনি ফিরিলেন।

পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া যেমন ফিরিবেন, সম্মুখে দেবানন্দস্বামী। প্রমোদকিশোর লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন; তিনি বলিলেন, "তুমি এখনও চন্দ্রনাথে? আমি জানিতাম তুমি বাড়ী ফিরিয়াছ।"

প্রমোদকিশোর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, তাঁহার বদন রক্তিম হইয়া গেল; তাঁহার ভাব দেখিয়া স্বামী কহিলেন, "প্রমোদকিশোর, সাবধান, মিথ্যা কাজে কর্ত্তব্য কাজ করিতে ভুলিও না। আমি শুনিলাম, মুসলমানেরা পদ্মা পার হইয়াছে, তোমার পিতার রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। আর তুমি এখানে!" লম্ফ দিয়া প্রমোদকিশোর অশ্বারোহণ করিলেন, অশ্ব ছুটিল; মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "গুরুদেব, আমি,—"

বহুদূর আসিয়া তিনি অশ্বের গতি লাঘব করিলেন; ভাবিলেন, "আমি ভয়ানক কাপুরুষ; একটি অসহায়া রমণীকে বিপদে নিক্ষেপ করিলাম, তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা,—এমন কি তাঁহার অনুসন্ধান পর্য্যন্ত করিলাম না।" তিনি অশ্ব থামাইলেন,

"চন্দ্রদ্বীপ, সে তো আমাদের রাজ্যের নিকট, পদ্মার ওপার। চন্দ্রদ্বীপের রাজকুমার তো সুমন্ত; সে নরাধম সব করিতে পারে। না, আমার আগে তাহাই দেখিতে হইল, কিন্তু সরজু তো আমার সহিত প্রতারণা করিল না। তাহাতে তাহার ইষ্ট কি?" অশ্বের মুখ তিনি ফিরাইতেছিলেন, অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি কি নরাধম; মুসলমান আমার রাজ্যে;—আমার বাপ্ মা বিপদে; আর আমি কি না একটা অপরিচিত বিদেশী রমণীর জন্য ব্যাকুল!" তিনি অশ্বকে কষাঘাত করিলেন।

তিন দিবস তিনি এক এক বার দুই এক দণ্ডের জন্য পথে বিশ্রাম করিয়াছিলেন মাত্র, তিন দিবস পরে রাত্রি দুই প্রহরের সময় তিনি নিজ নগরের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। নগরে আসিয়াছেন, আর ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই ভাবিয়া তিনি ধীরে ধীরে নগরের দিকে চলিলেন। সহসা তিনি দেখিলেন, যে নগরের দিকে আকাশ রক্তিম রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছে; দেখিতে দেখিতে সেই রক্তিমাভ স্পষ্ট অগ্নি শিখায় পরিবর্ত্তিত হইল। প্রমোদকিশোর নগরে অগ্নি লাগিয়াছে ভাবিয়া অশ্ব ছুটাইলেন। নগরের নিকট আসিয়া দেখিলেন সমস্ত নগরে অগ্নি সংযোগ হইয়াছে; চারি দিক হইতে অগ্নি গগণ বেষ্টিত করিয়া উঠিতেছে। অসংখ লোক, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, স্ত্রীলোক, সকলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলাইয়াছে। অগ্নি লাগিলে তো ঠিক এরূপ হয় না। তিনি দুই এক জনকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ তাঁহার কথার উত্তর দিল না। তিনি অগ্রসর হইলেন, সেই অগ্নির ভিতর দিয়া চলিলেন। সম্মুখ দিয়া এক জন

সৈনিক পলায়ন করিতেছে, তিনি তাহাকে, দাঁড় করাইলেন, বলিলেন, "তোমরা সকলে পালাইতেছ কেন ?"

"দেখিতেছ না ?"

"কি দেখিব ;—সহরে আগুন লাগিয়াছে ? তাতো অনেক সময়ই লাগিয়া থাকে ; তাহাতে সহর ছাড়িয়া পলাইয়া ফল কি ?"

'মুসলমানেরা সহরে আগুন দিয়া সহর লুট করিতেছে।"

"কি ?—আর তুমি এক জন সৈনিক, স্বদেশকে শত্রু হস্তে দিয়া পলাতেছ ? নরাধম, প্রত্যাবর্ত্তন কর, নতুবা এখনই তোর শিরচ্ছেদ করিব।"

"আরে পাগল, যুদ্ধ করে কে ? রাজকুমার দেশে নাই, রাজা বৃদ্ধ, আর মুসলমানেরা হঠাৎ এসেছে ; আমরা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত।" এই বলিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। ক্রোধে প্রমোদ-কিশোর তাহার পশ্চাত ধাবিত হইতে ছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অশ্ব ফিরাইয়া রাজপুরির দিকে ধাবিত হইলেন। চারি দিকে অগ্নি ও ধুম, চক্ষে কিছুই দেখা যায় না ; নরনারীর আর্ত্তনাদে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সেই সকল লোম-হর্ষণ হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের মধ্য দিয়া বায়ুবেগে প্রমোদকিশো-রের অশ্ব ছুটিয়াছে।

রাজপুরির দ্বারে একজন মোগল সেনা অসি হস্তে দণ্ডায়-মান ; সে আসিয়া তাঁহার গতি রোধ করিল। প্রমোদকিশোর লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, সে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে ?" মুহূর্ত্ত মধ্যে মোগলের শির ভূমিতে পতিত হইল মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রমোদকিশোর রাজপ্রসাদে প্রবিষ্ট হইলেন।

রাজারাণী প্রকোষ্ঠ মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিলেন; সহসা পুরি মধ্যে গোলযোগে তাঁহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তাঁহারা চমকিত হইয়া উঠিয়া শয্যায় বসিলেন। কিসের গোলযোগ কিছুই ভাল বুঝিতে পারিলেন না। রাজার বয়স ৭০ বৎসর,—তিনি দুর্ব্বল, ক্ষীণ, তাঁহার উত্থান শক্তি নাই বলিলেই হয়। রাণীর বয়স চল্লিশ মাত্র,—সবল, বলিষ্ঠা, সাহসী। তিনি বলিলেন, "আমি দেখি, কিসের গোল।"

"কাজ নাই, চাকরদের ডাক।"

রাণী সে কথা শুনিলেন না, উঠিলেন। তখন গোলযোগ প্রকোষ্ঠের নিকটস্থ হইয়াছে; অসংখ্য লোকের পদশব্দ ও কোলাহল শ্রুত হইতেছে। রাণী ধীরে ধীরে যাইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিলেন; অমনি ১০।১২ জন মুসলমান যোদ্ধা বেগে গৃহে প্রবিষ্ট হইল। চিৎকার করিয়া তিনি ফিরিতেছিলেন, কিন্তু কয় জনে আসিয়া তাঁহাকে ধরিল; আর কয় জন ক্ষুধার্থ ব্যাঘ্রের ন্যায় যাইয়া রাজাকে ধরিল।

এই সময়ে এক জন লম্ফ দিয়া আসিয়া সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে পড়িলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার অসি নিম্নে ৩।৪ জন ভূতলশায়ী হইল। তখন মুসলমানেরা রাজারাণীকে ত্যাগ করিয়া চারি দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমন করিল। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে আরও ৪।৫ জনকে ভূতল শায়ী করিলেন; তখন অবশিষ্টেরা পশ্চাতপদ হইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া পড়িল। তখন তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। রাণী কহিলেন, "প্রমোদ?"

"মা, এখন কোন কথা কহিবার সময় নাই। রাজাকে নিয়ে

ঐ সিঁড়ী দিয়ে পলাও। ও দিকে এখনও মুসলমান যায় নাই। বাগানের দরজায় নৌকা আছে, নিকটে লোকও আছে;—যেখানে হয় পলাও।”

দ্বারে মোগলেরা আসিয়া আঘাত করিতেছে। প্রমোদকিশোর পৃষ্ঠে যথা সাধ্য বল প্রয়োগ করিয়া দ্বার রুদ্ধ রাখিলেন; এদিকে রাণী রাজাকে লইয়া সেই গুপ্ত দ্বার দিয়া পলাইলেন। যখন প্রমোদকিশোর দেখিলেন যে তাঁহারা নিরাপদে চলিয়া গেলেন, তখন তিনি এক লম্ফে দ্বার ত্যাগ করিয়া গবাক্ষে আসিয়া উঠিলেন। তিনি দ্বার ত্যাগ করিবা মাত্র যাহারা দ্বারে সবলে বল প্রয়োগ করিতেছিল, তাহারা দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে বহুসংখ্যক মোগোল সেই প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইল। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান কহিল, “কাফের, অস্ত্র ত্যাগ কর্।” “প্রমোদকিশোর অস্ত্র ব্যাবহার করিতে জানে, ত্যাগ করিতে জানে না।” এই বলিয়া তিনি গবাক্ষ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। যবনেরা ছুটিয়া গবাক্ষে আসিল,—নিম্নে ঘোর অন্ধকার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজকুমার ও গরিব ব্রাহ্মণ।

পর দিবস বিক্রমপুর শ্মশানে পরিণত হইল। পর দিবস পর্য্যন্ত অগ্নি ভস্মীভূত গৃহ ভিত্তির উপর জ্বলিতে লাগিল। জীবিত প্রাণীর চিহ্ন মাত্র নাই; কল্যকার মুসলমান ও অগ্নির হস্তে যাহারা রক্ষা পাইয়াছে, তাহারা কেহ অরণ্যে, কেহ দূর-

বর্ত্তী স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কল্য যিনি লক্ষপতি ছিলেন, যাঁহার গৃহ দাস দাসীতে পূর্ণ ছিল, সুখ সচ্ছন্দতার আকর ছিল, বিলাসের লীলাভূমি ছিল, আজ তিনি পতিপুত্র বিহিন, পথের কাঙ্গাল। সেই শ্মশান ভূমিতে মুসলমান অশ্বারোহীগণ প্রহরায় নিযুক্ত; ভস্মীভূত রাজপ্রাসাদের দ্বারে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃত পতাকা উড়িতেছে; একদল মুসলমান বাদ্যকর নগরের ভগ্ন ও শূন্য রাজপথে বাজাইয়া বেড়াইতেছে।

দুই প্রহরের সময় এই শ্মশান ভূমির মধ্য দিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে ও ব্যাকুলিত মনে এক ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন,—তিনি সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা। কয়েক পদ যাইতে না যাইতে চারিদিক হইতে চারিজন অশ্বারোহি আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিল ও তাঁহাকে দাঁড়াইতে আজ্ঞা করিল। ঠাকুর যদিও তাহাদিগের কথা বিন্দু বিসর্গ বুঝিলেন না, তত্রাচ দাঁড়াইলেন। তখন দুই জন অশ্ব হইতে নামিয়া অশ্ব অপর দুই ব্যক্তির নিকট রাখিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল। হতভাগ্য সর্ব্বেশ্বর, "দোহাই তোদের ধর্ম্মের, দোহাই তোদের ঈশ্বরের, গরিব ব্রাহ্মণ কে মারিশ নে।" বলিতে বলিতে চলিলেন। রাজপ্রাসাদের নিকট আসিয়া সেই দুই যোগমূর্ত্তি যেরূপ ভাবে তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহাতে তাঁহার প্রাণ হৃদয়ের ভিতর দমিয়া গেল, তিনি জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন; চক্ষু মুদিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ আরম্ভ করিলেন।

প্রাসাদ প্রাঙ্গণে পটমণ্ডপে মুসলমান সেনাপতি আবদুল হুসেন আলি বিরাজ করিতেছেন। তিনি ভারতীয় ভাষা কতক আয়ত্ত্য করিতে পারিয়াছিলেন; সেই অত্যাশ্চর্য্য মিশ্রিত

ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" কম্পিত কলেবর হতভাগ্য সর্ব্বেশ্বর মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া কহিলেন, "আমি গরিব ব্রাহ্মণ; আমার বাড়ী এদেশে নয়।"

"লোকটার আকৃতি দেখিলে ইহাকে গুপ্তচর বলিয়া বোধ হয় না; তবু ও ইহাকে নজর বন্দি রাখিবে; আর কাল আমার ঘোঁড়ার সহিস মরিয়াছে, সেই কাজে ইহাকে নিযুক্ত করিয়া দেও।" এই বলিয়া সেনাপতি অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন; ঠাকুর কথার বিন্দু বিসর্গ না বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন যে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল, তখন আর তাঁহার কণ্ঠ হইতে কোন কথা নির্গত হইল না, তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন।

দুই জনে ধাক্কা মারিতে মারিতে তাঁহাকে প্রাসাদের এক ভগ্ন অংশে লইয়া আসিল, তথায় কয়েকটা অশ্ব দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহারা তাঁহাকে কতক ইঙ্গিতে, কতক ভাষায়, কতক ধাক্কা মারিয়া, বুঝাইয়া দিল যে তাঁহার এক্ষণে ঘোঁড়ার সহিস হইতে হইবে। সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর বুঝিলেন; প্রাণ রক্ষা হইল ভাবিয়া হৃদয় অনেক আশস্থ হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলে, এ কাজটা কেমন করিয়া করেন!

যবন দ্বয় চলিয়া গেল। ঠাকুর দেখিলেন এক ব্যক্তি উন্মুক্ত অসি হস্তে তাঁহাদিগের প্রহরায় নিযুক্ত থাকিল। বন্দী তিনি একক নহেন; আর এক ব্যক্তি ও সেই স্থানে বসিয়া একখানা জাল পরিষ্কার করিতেছিল। "হা ঈশ্বর! ঘোঁড়ার নিকট কেমন করিয়া যাইব? শাস্ত্রে লিখিয়াছে "শত হস্তেন বাজিন"; যায় যাবে প্রাণ, আমি ও দুরন্ত প্রাণির কাছে কখন যাইব না।" এই বলিয়া ঠাকুর অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি-

লেন, "ওহে বাপু, দেখ তো, ঘোঁড়াটা থেকে আমি একশ হাত দূরে আছি কি না।" সে একটু মৃদু হাস্য করিল; তখন ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এতে হাসিবার কি পাইলে?" সে ব্যক্তি কহিল, "ঠাকুর, হাসিব কেন? কিন্তু আপনি যদি ঘোঁড়ার কাছ থেকে একশ হাত দূরে থাকিবেন, তা হলে ঘোঁড়ার কাজ কেমন করে করিবেন?"

"না হয় নাই করিব।"

"না করিলে ঐ লোকটার হাতে যে বেত দেখিতেছেন, ঐ বেত পিটে পড়িবে। আমি কাজ করি নাই বলিয়া মার খাইয়াছি।"

"তোমারও কি আমার মত দুর্দ্দশা?"

"হাঁ।"

"তবে তোমার বেশ দেখে বোধ হচ্চে যে তুমি ভদ্রলোক নও;—চিরকাল ছোট কাজ করে আস্‌চ, আজ না হয় আর একটা ছোট কাজ কর্লে। কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণ? তুমি কি জেলে?"

"হাঁ, তা হ'লে আমি আপনার হ'য়ে ঘোঁড়ার কাজ করে দিব, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকুন।"

"আঃ, বাঁচালে;—আশীর্ব্বাদ করি,তুমি ভায়া রাজা হও।"

"ঠাকুর, যে আশীর্ব্বাদ ফল্‌বে না সে আশীর্ব্বাদে আমার কাজ নাই।"

"তবে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ধনে পুত্র লক্ষ্মী লাভ হ'ক।" তখন সেই ব্যক্তি তথা হইতে চলিয়া গেল। সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর তাহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

সে ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে এ পাপিষ্ঠেরা ধরিল কেমন করে?"

"আমি কাল রাত্রে পলাইয়াছিলাম; কাল আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে; আজ তাই একবার সেই সব না দেখে থাকতে পারিলাম না, যেমন নগরে এসে ঘুরিতেছি অমনি আমাকে ধরিল। তার পর এই জাল পরিষ্কার করিতে দিয়াছে। মাছ ধরে দিতে হবে।

"আমার দুর্দ্দশা বলিতে হইবে আমার অদৃষ্টের লিখন। আমার বাড়ী এদেশে নয়; আমি চন্দ্রনাথ দেবের সেবাইত।"

"তবে এখানে আসিলেন কেন?"

"সে অনেক কথা, সে কথায় আর কাজ নাই, বলিলাম তো অদৃষ্টের লিখন।" ঠাকুর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বসিয়া রহিলেন, অপর ব্যক্তি নিজ কাজে মন দিল।

রাত্রি হইল। ঠাকুর রন্ধন করিলেন, তাঁহারা দুই জনে আহার করিলেন; তৎপরে দুই জনে এক সঙ্গে সেই অশ্বশালায় শয়ন করিলেন, দ্বারে প্রহরী পদচারণ করিতে লাগিল।

গভীর রাত্রে অপর ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মার গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া নিম্ন স্বরে কহিল, "ঠাকুর, নিদ্রা গেলেন?"

"এরূপ অবস্থায় নিদ্রা কি সহজে হয়?"

"আস্তে, গোল করিলে সব নষ্ট হ'বে। আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে এস।"

"কোথায়?"

"এখানে থেকে যাবার সুবিধা হলে যেতে কি অনিচ্ছুক? যদি পলাইতে ইচ্ছা না থাকে, থাক, আমি চলিলাম।"

ঠাকুর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "সত্যি পলাবার উপায় আছে ? তেমন দিন কি আর হবে !"

"আমি কি উপায় না থাকিলে বলিতাম, অন্ততঃ চেষ্টা করেও দেখা উচিত।"

"চল।"

তখন দুই জনে নিশব্দে উঠিলেন নিশব্দে অন্ধকারে ধীরে ধীরে চলিলেন। যে প্রকোষ্ঠে তাঁহারা ছিলেন তাহার পশ্চাতে একটা গুপ্ত দ্বার ছিল, সেই দ্বার দিয়া তাঁহারা উভয়ে একটা উদ্যানে আসিলেন। তাহার ভিতর দিয়া গিয়া তাঁহারা আর একটা গুপ্ত দ্বারে আসিলেন। ঠাকুরের সহচর সে দ্বার উন্মুক্ত করিলেন, তখন দেখিলেন বিশাল পদ্মা তাঁহাদিগের সম্মুখে তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছে। দ্বারের পার্শ্বেই একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, তখন নিশব্দে তাঁহারা দুই জনে সেই নৌকায় উঠিলেন, অন্ধকারে নৌকা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

যখন নৌকা নদীর মধ্যস্থলে আসিল তখন পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কহিল, "ঠাকুর, আমাকে কোথায়ও দেখিয়াছ বলিয়া বোধ হয়।"

"তোমাকে দেখেছি ঠিক বলিতে পারিনে ; কিন্তু।"

"কিন্তু কি ?"

"তোমাকে দেখিয়া আমার যাঁহার কথা মনে পড়িতেছে, তুমি যদি তিনি হও, তবে বিক্রমপুরের যথার্থই পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

"তোমার সন্দেহ মিথ্যা নয়, আমিই প্রমোদকিশোর।"

"কুমার বাহাদুর,—আপনারই যথার্থ দুর্দ্দশা।"

"অদৃষ্টের লিখন ঘটিবেই ঘটিবে, তাহাতে কাহার হাত?"

"আপনি ইচ্ছা করে কেন আবার বিপদে পড়ে ছিলেন?"

"আমার রাজধানীর কি অবস্থা হইল, আমি কি না দেখিয়া থাকিতে পারি; তাই ছদ্মবেশে দেখিতে আসিয়াছিলাম।"

"রাজা রাণী কিরূপ আছেন?"

"তাঁরা এরূপ বিপদে যেরূপ ভাল থাকা সম্ভব সেই রূপই আছেন। সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন, কেবল প্রাণ মাত্র আছে।"

"সেও অনেক। কি রূপে কাল রক্ষা পাইলেন?"

"কাল আমার উপস্থিত হইতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে যবনের অসিতে তাঁহাদিগের পবিত্র জীবন নষ্ট হইত। আমি ঠিক সময়ে আসিয়াছিলাম। যখন তাঁহাদের শয়ন গৃহে নরাধমেরা প্রবিষ্ট হইয়াছে, যখন তাহারা তাঁহাদিগের গাত্রে তাহাদিগের কলঙ্কিত হস্ত আরোপ করিয়াছে, সেই সময়ে আমি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। দু দশটা যবন হত্যা করিবার বল এখনও এ বাহুতে আছে।"

"রাজকুমার ক্ষমা করবেন;" তারপর।

"চুপ করিয়া মরা মানুষের মত ভাসিতে ভাসিতে না যাইয়া, যা হ'ক কিছু কথা কহিতে কহিতে গেলেও মনের কতক শান্তি। তারপর, রাজা রাণী একটা গুপ্ত দ্বার দিয়া ঐ বাগানের ঐ দ্বারে আসিলেন, দ্বারে এই নৌকা ছিল। কিন্তু বাহিয়া যাইবার লোক কেহই ছিল না। তাঁহারা চলিয়া গেলে আমি দ্বার ছাড়িয়া দিলাম, তৎপরে সেই গৃহের গবাক্ষ হইতে লম্ফ দিয়া

একেবারে নিম্নে পড়িলাম। যবনেরা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। আমি সত্বর ঐ বাগানের দ্বারে আসিলাম; সেখানে রাজা রাণী তখনও বসিয়া আছেন। নৌকা বাহিবার লোক নাই। তারপর, আমি তাঁহাদের নৌকায় বসাইলাম, নৌকা বাহিয়া ওপারে গেলাম। এখন তাঁরা ঐ বনের ভিতর আছেন। ঠাকুর, তুমি এখানে কোথা থেকে আসিলে?"

"আমি ভৈরবীর মন্দিরে সন্ন্যাসিনীকে না পেয়ে ভাবিলাম হয় তো তিনি বিক্রমপুরে গিয়াছেন। তাই কুক্ষণে এদিকে এসেছিলাম।"

"তুমি এ সকল আগে কিছুই জান নাই?"

"কিছুই না; পথে একটি মানুষের সঙ্গেও দেখা হয় নি। নগরে এসে নগরের অবস্থা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হচ্চি; এমন সময় পাপিষ্ঠেরা ধরিল।"

"তুমি কি ঠাকুর, সন্ন্যাস গ্রহণ করেছ?"

"না।"

"তবে সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে ঘুর কেন?"

"সে কথায় আর কাজ নাই।"

ঠাকুর, আমার একটা প্রার্থনা রাখিতে হইবে।"

"আপনার এমন কি প্রার্থনা যে রাখিব না?"

"রাজা রাণী একা রহিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে একজন লোক না রাখিয়া আমি অন্য কোথায়ও যাইতে পারিতেছি না;—না গেলেও নয়। একবার সমস্ত রাজাদের কাছে গিয়া রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিব, কিন্তু বৃদ্ধ পিতা মাতাকে একাকী রাখিয়া

কেমন করিয়া যাই? তুমি তাঁহাদের সঙ্গে এখানে থাকিবে? অন্য কোন লোকও নাই, আর থাকিলেও আমি কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না।

"এ বড় কঠিন কাজ নয়—তবে;"

"তবে কি?"

"তবে, না এমন বিশেষ কিছু নয়,—এক মাস থাকা,—তা অনায়াসেই থাকিতে পারা যায়, কিন্তু,—"

"তবে কিন্তু কি?"

"সন্ন্যাসিনীর অনুসন্ধান করিতে হবে।"

"তোমার হয়ে আমি করিব; সন্ধান পাইবামাত্র তোমাকে সম্বাদ দিব।"

ঠাকুর একটু ভাবিলেন, এত বড় রাজার ছেলের কথাটা কেমন করেই বা না শুনেন, তাহার পর একটু স্বার্থে আছে। যখন তিনি সন্ন্যাসিনীকে বিবাহ করিবেন, তখন তো গৃহস্থ হইতেই হইবে, তখন অর্থের প্রয়োজন নিশ্চয় হইবে। এখন প্রমোদকিশোরের উপকার করিলে তখন আর অর্থের অভাব হইবে না। এই সকল ভাবিয়া তাঁহার মন সম্মত হইতে চাহিল, কিন্তু হৃদয় সন্ন্যাসিনীর দিকে যাইতে চাহে। ঠাকুর একটু ভাবিলেন, তৎপরে বলিলেন,

"থাকিব।"

"এই গঙ্গার উপর আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও, যে আমি না ফিরিলে রাজা রাণীকে ত্যাগ করিয়া যাইবে না।"

"করিলাম; কিন্তু আপনিও প্রতিশ্রুত হউন যে আপনি যথাসাধ্য সন্ন্যাসিনীর অনুসন্ধান করিবেন?"

"করিব।"

"রাজকুমার, গরিব ব্রাহ্মণকে ভুলিবেন না।"

প্রমোদকিশোর হাসিলেন, বলিলেন, "যদি রাজ্য পাই, তুমি আমার প্রধান মন্ত্রী হবে।"

আনন্দে ঠাকুরের বাক্যস্ফুরণ হইল না। তখন দুইজনে আবার নীরবে চলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমোদকিশোর কহিলেন, "ঠাকুর, আমি যখন চন্দ্রনাথে গিয়াছিলাম, তখন সেখানে কোন রাজপুতের মেয়ে গিয়াছিলেন ?"

"রাজপুত ? কই না, এবৎসর চন্দ্রনাথে তো কোন রাজপুত যান নাই।"

"গিয়াছিলেন, তুমি তবে দেখ নাই ; যাহ'ক, তার পরে আর কখন কোন রাজপুত মেয়ে দেখিয়াছ ?"

"কই স্মরণ হয় না ?"

"তোমার সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে আর কোন মেয়ে থাকেন ?"

"থাকেন ; তিনিই যে আপনার শুশ্রূষা করে ছিলেন।"

"তাঁর নাম কি ঊষা ?"

"না।"

"না !—তবে কি ?"

"সরজু।"

আর কেহ কোন কথা কহিলেন না, নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রদ্বীপ।

যাঁহারা কল্য রাজ প্রাসাদে, দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও ক্লেশানুভব করিতেন; অসংখ্য দাস দাসী যাঁহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন, আজ তাঁহারা একাকী ক্ষুদ্র কুটীরে মৃত্তিকা শয্যায় শায়িত। রাজ্য গিয়াছে; জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—কিন্তু সর্ব্বদুঃখ নাশিনী, শান্তি প্রদায়িনী নিদ্রা তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান নাই; রাজা রাণী নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। প্রমোদকিশোর পিতা মাতার অবস্থা দেখিয়া চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না;—তাঁহার কপোল যুগল ভাসাইয়া চক্ষু জল বহিল। তিনি সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের হাত ধরিয়া বলিলেন, "দেখ, দেখ, এও কি সন্তানে কখন সহ্য করিতে পারে?—আমার নিজের শত সহস্র ক্লেশ হইলেও তাহা আনন্দে সহ্য করিতে পারি,—কিন্তু—কিন্তু,—এও কি সহ্য হয়!" ঠাকুরের চক্ষেও জল আসিল, ঠাকুর কোন উত্তর দিলেন না।

রাণী চমকিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বাবা এলি?"

"হ্যাঁ মা,—অনেক বিপদ ঘটে ছিল। যবনেরা আমাকে বন্দি করেছিল, তা না হলে আরও আগে আসিতে পারিতাম।"

"এ্যাঁ—এ্যাঁ!—তারপর কি করে সেই রাক্ষসদের হাত হতে এলি?"

"মা, তোমার আশীর্ব্বাদে সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিবার আশা করি।"

"ইনি কে?"

"ইনি একজন ব্রাহ্মণ; ইনি আপনাদের সঙ্গে থাক্‌বেন; আমি এখনই রওনা হইব।"

"না, তুই আর দিন কত থাক; আমাদের সব গিয়াছে তাতে আমি দুঃখিত নই, তোর ও মুখ দেখিলে আমি সব ভুলে যাই। তুই আর কোথায়ও যাস নে;—সব নিয়েছে নিক, কি হবে রাজ্য ধনে?"

"মা—মা,—দেখ—রাজা মাটিতে শুয়ে—এও কি কখন সন্তানে দেখিতে পারে! কাল যিনি সোণার পর্য্যঙ্কে শয়ন করিতেন, আজ তাঁহার এই দুর্দ্দশা; আমি কুলাঙ্গার, কুপুত্র; যে পিতার দুঃখ দেখিয়া এখনও স্থির হইয়া বসিয়া আছি; মা আশীর্ব্বাদ কর।"

রাণী চক্ষুজল মুছিয়া কহিলেন, "মা কল্যাণেশ্বরী তোর কল্যাণ করুন।"

"পিতাকে আর বিরক্ত করিব না," এই বলিয়া প্রমোদ-কিশোর নিদ্রিত পিতার চরণ ধূলি মস্তকে লইলেন; তৎপরে বলিলেন, "ইনি আপনাদের আজ হ'তে সন্তান,—আমা-রই মতন যত্ন করিবেন; যত দিন না ফিরে আসি, ইনিই এখানে থাকিবেন। এঁর সব কথা ইনি এর পর বলিবেন। মা, খুব সাবধানে পিতাকে রাখিও, যেন যবনেরা তোমাদের সন্ধান না পায়।"

প্রমোদকিশোর মাতার চরণ ধূলি মস্তকে লইলেন; রাণী কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, প্রতিপদে তোর জয় হউক।"

প্রমোদকিশোর গেরুয়া পরিধান করিলেন, কোটীতে অসি নিবদ্ধ করিলেন, তৎপরে কৈলাসেশ্বরীর ধ্যান স্মরণ করিয়া

সেই কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর সঙ্গে আসিলেন; রাণী দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছু দূর আসিয়া প্রমোদকিশোর ঠাকুরের হাত ধরিয়া বলিলেন, "অঙ্গীকার ভুলিও না।"

"না মরিলে নয়।"

"তবে যাও, আর সঙ্গে আসিয়া লাভ নাই।"

"একটা কথা।"

"কি? বল।"

"সন্ন্যাসিনীর সন্ধান করিবেন।"

"করিব, সন্ধান পাইলে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে সম্বাদ দিব।"

ঠাকুর কুটীরে ফিরিলেন, রাণীকে নিদ্রা যাইতে বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া সেই কুটীরের দ্বারে শয়ন করিলেন। রাণী নিদ্রিত হইলেন না; স্বামীর মস্তকের নিকট বসিয়া সমস্ত রাত্রি তিনি পুত্রের মঙ্গলের জন্য ইষ্টদেবতাকে ডাকিলেন।

এদিকে সেই গভীর অরণ্যের নির্জ্জন প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রমোদকিশোর ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন; নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে কেমন করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে রাজপুত বালিকা ঊষার কথা তাঁহার মনে উঠিল; ভাবিতে ভাবিতে তাহার সন্ধান লইবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল; তিনি মুহূর্ত্তের জন্য স্বদেশ উদ্ধার, পিতা মাতার ক্লেশ বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু তৎপরেই তাঁহার হৃদয়ে কে যেন বলিল, "তুমি নরাধম।" প্রমোদকিশোর বলিয়া উঠিলেন, "শত সহস্র বার নরাধম; আবার তাহার ভাবনা! সেই তো

আমার দুর্দ্দশার কারণ, সেই তো আমার পিতা মাতার কষ্টের কারণ। যদি তাকে আমি পথে না দেখিতাম, যদি তাকে রাখিতে চন্দ্রনাথ না ফিরিতাম, তবে আহত হইতাম না, তাহলে বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইত না, তাহ'লে এমন করে রাজ্যও যাইত না। আমি নরাধম না হলে তার কথা আবার ভাবি।" হৃদয় হইতে বল সহকারে প্রমোদকিশোর এ চিন্তা দূরীভূত করিলেন, তখন আবার অজ্ঞাতসারে আর এক জনের চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল; সরজুর দুঃখমাখা মলিন মুখ তাঁহার নয়নে উদিত হইল; তিনি ভাবিলেন, "আমি কি নিষ্ঠুর; অনাথা বালিকাকে একটু আশ্রয় দিতে পারিলাম না, সে আমার এত করিল, আর আমি কিনা তাহাকে নিকট হইতে দূর করিয়া দিলাম। সে আমার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রনাথ এসেছিল কেন? সে আমার জন্য এত করে কেন? আমার সঙ্গে সঙ্গে আসে কেন? তার প্রাণ রক্ষা করে ছিলাম বলে? সে তো আমার কর্ত্তব্য কাজই। এবার দেখা হলে তাকে নিয়ে মার কাছে রেখে দিব; হয়তো তার খাবার কষ্ট হচ্চে, তার একটি পয়সাও নাই; তাতে সে সরলা বালিকা, যৌবনে পদার্পণ করিতেছে; সম্মুখে অসংখ্য বিপদ। তার প্রাণ রক্ষা করা আমার যেমন কর্ত্তব্য, তাকে পাপ পথ হ'তে রক্ষা করাও আমার তেমনি কর্ত্তব্য। এবার দেখা পেলে তাকে মার কাছে এনে রাখিব। সে উহার দেখা কোথায় পেলে! আবার তার ভাবনা! কিন্তু তার সন্ধান করা আমার কর্ত্তব্য ছিল।" তখন এই সকল চিন্তা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিয়া প্রমোদকিশোর কিরূপে স্বদেশ উদ্ধার হইতে পারে সেই চিন্তা করিতে লাগি-

লেন। তিনি প্রথম নিকটস্থ রাজাগণের নিকট যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন; এক্ষণে ভাবিলেন, "প্রথম কোথায় যাই, বারভূঞে শ্বশুর মহাশয়ের নিকট প্রথম যাইব, না নিকটে চন্দ্র-দ্বীপ সেই খানে যাইব?" যে কারণেই হউক, তিনি প্রথমে চন্দ্রদ্বীপ যাওয়াই স্থির করিলেন।

চারি দিবস পরে তিনি চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হইলেন; রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, রাজা তাঁহাদিগের দুর্দ্দশায় বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন, তৎপরে বলিলেন, "বৎস, যদি সমস্ত রাজাগণ একত্রিত হইয়া যবন দূরীকৃত করিতে প্রতিশ্রুত হন, তবে চন্দ্রদ্বীপ সে কাজে অপর হইতে বড় পশ্চাৎপদ হইবে না। যখন আসিয়াছ, দিনকত এখানে থাকিয়া যাও।"

"মহারাজ, এখন কি আমাদের আমোদ করিবার সময় আছে?"

"তবে অন্ততঃ এক দিন থাকিয়া যাও, এতে আমি আর তোমার কোন আপত্তি শুনিব না।"

তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া প্রমোদ কিশোর চন্দ্রদ্বীপে এক দিন বাস করিতে স্বীকৃত হইলেন। রাজার আজ্ঞায় তখন তিনি রাজকুমার সুমন্ত দেবের প্রাসাদে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুমন্তদেব।

সুসজ্জিত সুশোভিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে তোষামোদকারী কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজকুমার সুমন্তদেব আনন্দ উৎসবে নিমগ্ন। সুরার গন্ধে সমস্ত প্রকোষ্ঠ ভূষিত, সুরা পাত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত, দুইজন নর্তকী প্রায় অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় রাজকুমারের সম্মুখে নৃত্য ও গীতে নিযুক্ত। হায়, রাজকুমারে ও রাজকুমারে কত প্রভেদ; হায়, প্রমোদ কিশোর ও সুমন্তদেবে কত প্রভেদ!

দাস আসিয়া প্রমোদকিশোরের আগমন সম্বাদ প্রদান করিল; সুরায় বিঘূর্ণিত মস্তক সুমন্ত কহিলেন, "এখানে আসিতে বল।" একজন পারিষদ কহিল, "রাজকুমার এখানেই কি আসিবেন?"

"কেন নয়? এসব নাচ গাওনা তাঁরই জন্য।"

প্রমোদকিশোর প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহের পাপ দৃশ্যে ব্যথিত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন; এস্থানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বেশ তাঁহার পরিধান, তিনি যোগী বেশে ভ্রমণ করিতেছেন; যোগীদিগের উপযুক্ত স্থান সে প্রকোষ্ঠ নহে। কিন্তু সুমন্তদেব তাঁহার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; টলিতে টলিতে যাইয়া তাঁহার হাত ধরিলেন, প্রমোদকিশোর দ্বিরুক্তি না করিয়া আসিয়া বসিলেন। তখন রাজকুমারের ইঙ্গিতে নৃত্যগীত আরম্ভ হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুমন্তদেব চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া

প্রমোদকিশোরের কাণের নিকটে মুখ আনিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গে একটা গোপনীয় কথা আছে।" প্রমোদকিশোর ধীরে ধীরে কহিলেন, "বল।" রাজকুমার ফিরিয়া, নর্ত্তকীদ্বয় ও অন্যান্য সকলকে সেই গৃহ হইতে বিদায় হইতে আজ্ঞা করিলেন; সে রাত্রের মত তাহারা রক্ষা পাইল; তখন তাহারা সকলে যে যাহার বাড়ী প্রস্থান করিল। তাহারা সকলে চলিয়া গেলে প্রমোদকিশোর কহিলেন, "তোমার সঙ্গে আমারও একটা কথা আছে।"

"কি।"

"তুমি কি সম্প্রতি চন্দ্রনাথ গিয়াছিলে?"

"কোথা?"

"চন্দ্রনাথ।"

"চন্দ্রনাথ? ওঃ—ওঃ,—গিয়াছিলাম বইকি, সেই তো বল্‌চি।" এই বলিয়া সুমন্তদেব একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন, সে আসিলে তিনি বলিলেন, "তাকে একাকী এখানে পাঠাইয়া দেও।"

"মহারাজ, কাকে?"

"গাধা!" এই বলিয়া উত্থানশক্তি হীন রাজকুমার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না; ভৃত্য পলায়ন করিল। প্রমোদকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্দ্রনাথ গিয়ে দেখিলে কি?"

"একটী পরী;—এক বেটা সন্ন্যাসী আর একটা বিদেশী মেয়ে একটা বনের মধ্যদিয়া দুইজনে দুই ঘোড়ায় চড়ে যাচ্চে,—আহা, তেমন রূপ তুমি কখন দেখনি!"

"তোমরা তাদের সম্বাদ কেমন করে পেলে ?"

"তুমি নেহাত ছেলেমানুষ, নেহাত ছেলেমানুষ ? আমরা যে চটীতে ছিলাম, সেই চটীতে সেই সন্ন্যাসী সেই পরীকে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে এসেছিল ; সেই রাত্রি সেই চটীতে তারাও থাকিল, পরদিন সকালে সেখান থেকে রওনা হ'ল ; আমরাও পশ্চাৎ চলিলাম। হা, হা, হা!" প্রমোদকিশোরও হাসিলেন, সেই হাসিতে উৎসাহিত হইয়া সুমন্তদেব বলিলেন, "তার পর বনের মধ্যে সন্ন্যাসীর শেষ করে আমরা সেই অমূল্য রত্ন লাভ করিলাম, কেমন ? হা! হা! হা!" প্রমোদকিশোর নিকট হইতে সুরাপাত্র লইয়া সুরায় পূর্ণ করিয়া সুমন্তের মুখে ধরিলেন ; সুমন্ত পান করিয়া কহিলেন, "ভায়া সে একটা বাঘিনী ; তাকে কিছুতেই বশ কর্ত্তে পার্চ্ছিনে ; কত বশ হয়ে গেল, এটাকে কিছুতেই তো পারিনে। একবার তুমি চেষ্টা করে দেখ ;—তুমি, হা! হা! হা।" প্রমোদকিশোর আবার সুরা পাত্র পূর্ণ করিয়া সুমন্তকে প্রদান করিলেন ; রাজকুমার তাহাও পান করিলেন, বলিলেন, "বাবা প্রমোদ, তুমি বড় সুছেলে।" আবার সুরা পাত্র পূর্ণ হইল।

আবার সেই অগ্নি তুল্য সুরা কুমারের উদরস্থ হইল ; তখন "প্রিয়ে, এস এস।" এই বলিয়া রাজকুমার শয্যায় শায়িত হইলেন, অমনি তিনি গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন।

এই সময়ে সমস্ত অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া একটী রমণী ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রমোদ-কিশোর লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন। পাপিষ্ঠ নিদ্রা যাইতেছে ; বোধ হয় আপনি আমাকে চিনিতে

পারিয়াছেন, সুতরাং আমাকে অবিশ্বাসের কারণ নাই।" রমণী অগ্রসর হইলেন। দুই জনে তখন সেই প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া চলিলেন; কয়েকটা প্রকোষ্ঠের পর একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে কয়েকজন ভৃত্য রহিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিয়া প্রমোদকিশোর কহিলেন, "রাজকুমার নিদ্রিত হইয়াছেন; আমি শয়ন করিতে যাইতেছি।" তৎপরে পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিলেন, "ইনি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে থাকিবেন; তোমরা কেহ আমার সঙ্গে একটা আলো লইয়া আইস।" কেহ দ্বিরুক্তি করিল না; এক জন সঙ্গে সঙ্গে আলো লইয়া চলিল।

দ্বারে প্রহরী; ভৃত্য তাহাকে প্রমোদকিশোরের নাম বলিল, সে অভিবাদন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তৎপরে রমণীকে দেখিয়া কহিল, "রাজকুমার, কোন স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিবার অনুমতি আমার নাই।" ভৃত্য কহিল, "কুমার বাহাদুর অনুমতি দিয়াছেন।" এই বলিয়া সে প্রহরীর গা টিপিল: সে আর কোন কথা কহিল না।

প্রমোদকিশোর রমণীকে লইয়া নিজ নিভৃত প্রকোষ্ঠে আসিলেন; তথায় ভৃত্যকে বিদায় করিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, "সঙ্গে আসুন; এখনই পলাইতে হইবে।" দুই জনে নিঃশব্দে বহির্গত হইয়া আসিয়া একটা উদ্যানে আসিলেন, তৎপরে তথায় তাঁহারা বহুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিলেন, যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হইল, তখন তাঁহারা তথা হইতে বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিলেন; তৎপরে নানা প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া আসিয়া রাজপথে পড়িলেন। সমস্ত নগরী তখন নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছে।

তাঁহারা দুই জনে নিঃশব্দে দ্রুতপদে নগর উত্তীর্ণ হইলেন; দ্রুতপদে রাজ পথ ত্যাগ করিয়া অরণ্যের মধ্যস্থ ক্ষুদ্র পথে প্রবিষ্ট হইলেন। দুই জনে নীরবে সেই অন্ধকারে শ্বাপদকুল পরিবেষ্টিত অরণ্যের মধ্য দিয়া বহু কষ্টে চলিলেন। যাহারা শত্রু হস্ত হইতে পলায়ন করে, তাহারা মনুষ্যের নিকট হইতে হিংস্রক জন্তুগণের নিকট থাকিলে অধিক নিরাপদ মনে করিয়া থাকে।

এইরূপে নীরবে সমস্ত রাত্রি চলিয়া তাঁহারা অতি প্রত্যুষে এক নদীর তীরে আসিলেন, তথায় ধীবরদিগের কয়েকখানা ক্ষুদ্র নৌকা ছিল; প্রমোদকিশোর একখানা খুলিয়া লইয়া রমণীকে তাহাতে উঠাইয়া নৌকা খুলিয়া দিলেন। পর পারে যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, তখন ঊষা দেবী ধীরে ধীরে জগতে আসিতেছেন, চারিদিক ক্রমে আলোকিত হইয়া আসিয়াছে।

সেই স্থানে নৌকা বাঁধিয়া প্রমোদকিশোর তীরে উঠিলেন, রমণীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া রমণী কহিলেন, "রাজকুমার।" বাণবিদ্ধের ন্যায় চমকিত হইয়া প্রমোদকিশোর ফিরিলেন, তখন রমণী কহিলেন, "আমি ঊষা নই।" এই বলিয়া অবগুণ্ঠন অপসৃত করিয়া রমণী কহিল, "আমি সরজু।"

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী।

সুজলার জীবন কবিত্বময়; সংসারে মায়া নাই, তাঁহার নিকট সংসার কিছুই নয়, অথচ সংসার তাঁহার সকলই। সংসারের যখন যে কার্য্য সম্মুখে আসিতেছে সুজলা তাহাই করিতেছেন। ফুল যেমন আপন মনেই ফুটে, কেহ দেখুক আর নাই দেখুক, তেমনি সুজলা আপন মনেই গান করেন, বীণা বাজান, ঘুরিয়া বেড়ান, কেহ দেখুক আর নাই দেখুক।

সর্ব্বেশর ঠাকুর প্রমোদকিশোরকে লইয়া প্রস্থান করিলে সুজলা বহুক্ষণ ধরিয়া সরজুর অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন তিনি ভাবিলেন, সরজু নিশ্চয়ই প্রমোদকিশোরের সঙ্গে গিয়াছে। তখন তিনিও সেই দিকে চলিলেন। সুজলা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদোল্লিখিত ঘটনার পাঁচ দিবস পরে একদিন দুই প্রহরের সময় র্ণ পুরের নিকটস্থ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। কিয়দ্দূর আসিলে তিনি দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী সেই পথে যাইতেছেন। সুজলা দ্রুতপদে তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন; তিনি পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিলেন; সুজলা দেবানন্দস্বামীকে প্রণাম করিলেন, তিনি বলিলেন, "প্রমোদকিশোর গিয়াছে?"

"হাঁ।"

"স্ত্রীলোক হ'তেই এ ভারতবর্ষ গেল।"

"দেব, স্ত্রীলোক কি অপরাধ করিল?"

"অন্য দৃষ্টান্তের আবশ্যক নাই; এই মুর্খ রাজকুমারটা একটা স্ত্রীলোকের জন্য পাগল; তারই জন্য আহত, পীড়িত; এদিকে যবনেরা তাহার রাজ্য লইল।"

"যবনেরা কি এসেছে?"

"এসেছে; এখনও বিক্রমপুর যায় নাই, কিন্তু দুই এক দিনে যাবে।"

"উপায়?"

"উপায় কিছুই নাই—বিধির বিধান।"

"এ স্ত্রীলোক,—এ উষা—কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি?" সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন, বলিলেন, "রাজপুতের মেয়ে।"

"তা জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু।"

"এখনই তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে। এখন কোথায় যাইতেছ?"

"বিক্রমপুরের দিকে যাইব।"

"কেন? দেখিও সংসারের চক্রে বিঘুর্ণিত হইও না, মায়ায় মুগ্ধ হইও না, সাবধান।"

"দেব, এখনও কি দাসীকে অবিশ্বাস?"

"দেখ সংসার কিছুই নয়; তুমি আমি কিছুই নই, সকলই তিনি। তুমি মনে মনে স্থির করিয়াছ বিক্রমপুর যাইবে, কিন্তু আমি জানিতেছি, তোমার সেখানে যাওয়া হইবে না; তুমি অনত্র যাইবে।"

"আপনি সর্ব্বজ্ঞ আপনি কি না জানেন।"

"তবে যাও, আমি অদ্য কাশী চলিলাম।"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব ?"

"কর।"

"আপনি তাকে যে ব্রাহ্মণের কাছে রেখেছিলেন তাঁর নাম কি গদাধর ?"

"তাকে কে ?"

"সেই ?"

সন্ন্যাসী বহুক্ষণ সুজলার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "বিশ বৎসরের তপস্যা কি জলাঞ্জলী দিবার ইচ্ছা করিয়াছ ? যাহা দেবতাকে দিয়াছ তাহার প্রতি আবার দৃষ্টি কেন ? সাবধান, সাবধান।"

"আমি স্ত্রীলোক, সহস্র তপস্যার পর স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকই থাকে। তাহার কথা কখন কি আপনাকে বলিয়াছি ? এত দিন পরে সে আমার সম্মুখে আসিয়াছে ;—যাহার কথা আমি বলিতেছি, আমার মন বলিতেছে সে সেই ; সন্দেহ মিটা-বার জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। দাসীকে অবিশ্বাস কেন ? আবার কি সংসারে ফিরিব মনে করেন ? কার জন্য ফিরিব ; মেয়ের জন্য ? মেয়ে আমার কে ? মেয়ে মার কদিন ? আর সেতো দেবতার দ্রব্য।"

"সাবধান ; মায়ায় মুগ্ধ হইও না ; মায়া মানবের পরম শত্রু।"

"যাকে লইয়া আমার সংসার, তিনি সন্ন্যাসী,—সংসার-ত্যাগী ; আমি সংসারী হইব ইহাও কি কখন সম্ভব ?"

"তবে তার ভাবনা মনে স্থান দিওনা ; সে নেই মনে কর ; জীবন দেবতার কাজে উৎসর্গ কর।"

"আর তাকে চিনেও চিনিব না ; সে কষ্ট পাইবে দেখিব, সে পাপে মগ্ন হইবে দেখিব—?"

"কেন? সে আর অপরে প্রভেদ কি ; অন্যকেও যেমন কষ্ট হইতে রক্ষা করিবে, পাপ হইতে দূরে রাখিবে, তাহাকে যদি পাও, তাহাকেও ঠিক সেইরূপ করিবে। তোমার কাছে সে আর অপরে প্রভেদ কি? সাবধান, তোমার মনে আবার ভেদাভেদ আসিয়াছে।"

"দাসীকে ক্ষমা করুন, আপনি দেবতা, আমি স্ত্রীলোক।"

এই বলিয়া সুজলা কাঁদিয়া উঠিলেন, সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে তাহার দুই হস্ত দুই হস্তে ধরিলেন, তৎপরে হস্ত ত্যাগ করিয়া দুই হস্তে সুজলার মুখ তুলিলেন ; তুলিয়া সেই জলসিক্ত বদনের দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "অদ্য হইতে সপ্তাহ সমস্ত রাত্রি তপ করিবে, দেখিও ভুলিও না।"

সুজলা মুখ তুলিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী আর নাই। তখন তিনি সেই কাননের নিস্তব্ধতাকে আলোড়িত করিয়া সমস্ত প্রকৃতিকে অমৃত সাগরে ভাসাইয়া গান গাইতে গাইতে চলিলেন ; তিনি গাইতেছিলেন,—

"আমিতো লো কাননের পাখী সই,
কাননে কাননে ঘুরি, সদা সুখে রই ;
ফুলে ফুলে ফিরি, [illegible]
সখি, আমি [illegible]
আদরে আদর দিয়ে, হাসি [illegible],
হৃদয় মাঝারে প্রেমভরে, কত সুখী [illegible]।"

তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হর্ষপূরে আসিলেন, প্রথমে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের সন্ধানে ভবানীর মন্দিরে গেলেন, তথায় ঠাকুর নাই, তখন তিনি বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, সহসা পার্শ্ব হইতে কে আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল, সুজলা চমকিত হইয়া ফিরিলেন, দেখিলেন একটী রাজপুত যুবতী।

তিনি প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তৎপরে আনন্দিত হইলেন, তৎপরে হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "তুমি!"

রাজপুত বালাও হাসিলেন, বলিলেন, "এখানে তোমায় দেখিব কে ভাবিয়াছিল?"

"সন্ন্যাসিনীকে লোকে সর্ব্বত্রই দেখিবার প্রত্যাশা করে; কিন্তু যাহ'ক।"

"আমায় ক্ষমা কর।"

"তার আর ক্ষমা কি? আমায় বলিলে হইত; আমি সত্য সত্যই তোমার জন্য কেঁদেছি।"

"তা আমি জানি; তার জন্য আমার যে কষ্ট হয়েছে তা—।"

"যাক সে কথায়—এর পর সে কথা সব শুনিব। যতদূর জেনেছি তাতে তো বুঝিয়াছি যে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এখানে কোথা থেকে? আর প্রমোদকিশোরকে আহত করে বনের মধ্যেই বা কে রেখে গিয়াছিল; তার পর তুমিই বা কোথায় ছিলে?"

"চন্দ্রদ্বীপের রাজার ছেলে আমাদের বনের মধ্যে আক্রমণ করে; তার পর তিনি আহত হয়ে মুর্চ্ছিত হ'লে তারা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।"

"তারপর ?"

"তারপর একটী সন্ন্যাসিনী, একটী বালিকা, গিয়ে আমাকে মুক্ত করিয়াছিল ;—সে সব অনেক কথা, পরে বলিব। শুনিলাম রাজকুমার তোমাদের আশ্রয়ে ছিলেন।"

"কে বলিল ?"

"একটী ব্রাহ্মন, তিনি এই মন্দিরে তোমার অনুসন্ধান করিতেছিলেন ?"

"তিনি কোথায় গেলেন ?"

"তোমার সন্ধান না পেয়ে বিক্রমপুর গিয়াছেন।"

"তুমি এখানে কোথায় আছ ?"

"চন্দ্রদ্বীপে দাদার সঙ্গে আমার দেখা হয় ; তাঁর সঙ্গে বিক্রমপুর যাইতেছি। যবনেরা এসেছে বলে এখানে আছি ; দাদা সম্বাদ আনিতে গিয়াছেন। যদি যুদ্ধের সম্ভব না থাকে, তবে বিক্রমপুর যাব।"

"সে সন্ন্যাসিনী কোথায় ?"

"তুমি কি তাঁকে চিন ?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করিয়া চিনিলে ?"

"সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসিনীকে চিনিবে না ?"

"তাঁর সম্বাদ বলিতে পারি না, এখন তিনি কোথায় আছেন জানি না, তিনি কে তাও জানি না ; তবে তাঁর ভাব গতিকে এই বুঝিয়াছি যে কেহই তাঁর কিছু করিতে পারিবে না।"

সুজলা চিন্তিত হইলেন ; ঊষা কহিলেন, "এখন কোথায়

যাইবে? যদি বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে দুই দিন আমার সঙ্গে থাক; সব কথা বলিব; তোমার মত বন্ধু আমার কে?"

সুজলা ঘাড় নাড়িলেন, উষা কহিলেন, "কেন, কোথায় যাইবে?"

"চন্দ্রদ্বীপে।"

"কেন?"

"সেই সন্ন্যাসিনীর সন্ধান করিতে।"

"তিনি তো সেখানে নাই, তিনি কুমারের সঙ্গে গিয়াছেন।"

সুজলা কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "সেখানেই কোথায় আছেন, সন্ধান করিব।"

"তার পর বিক্রমপুর আসিবে?"

"বোধ হয় আসিব, কিন্তু সন্ন্যাসিনীর কোথায় যাওয়া, কোথায় না যাওয়া, তাহার কিছুই স্থির নাই।"

"তাঁর সঙ্গে যদি দেখা হয়, তবে বলিও, যে আমি তাঁকে কখন ভুলিব না, তিনি আমার ধর্ম্মরক্ষা, জীবন রক্ষা করেছেন; সেরূপ উপকারের প্রত্যুপকারের ইচ্ছা করাও পাপ; তবে যদি কখন কিছু তাঁর করিতে পারি জীবন সার্থক মনে করিব। যদি দেখা হয় বলিও।"

"বলিব।"

তৎপরে সুজলা একটু হাসিয়া কহিলেন, "তার জন্য কি করিতে পার?"

"যাহা আমার জীবন অপেক্ষা মূল্যবান তাহা যে রক্ষা করিয়াছে তাহার জন্য জীবন দিতে পারি।"

সন্ন্যাসিনী আবার হাসিলেন, বলিলেন, "জীবন সামান্য বিষয়, সকলেই দিতে পারে, সময়ে দেখা যাইবে।" সুজলার কথায় ভীতা হইয়া ঊষা বলিলেন, "তোমার কথা বুঝিতে পারি না, আমায় বুঝাইয়া বল।"

"বুঝিবার কিছুই নাই।"

এই বলিয়া সুজলা সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। ঊষা বহুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে তিনিও ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সরজুর ভালবাসা।

প্রমোদকিশোর সন্ন্যাসীর কুটীর হইতে প্রস্থান করিয়া কি করিয়াছেন তাহা আমরা বলিয়াছি, সন্ন্যাসিনী কি করিয়াছিলেন তাহাও বলিলাম; এক্ষণে সরজু কি করিয়াছিল তাহাই বলিব। কিন্তু অগ্রে সরজুর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত একটু বলা আবশ্যক হইতেছে।

সরজু বাল্যকাল হইতে পিতৃ মাতৃহীনা, পর কর্ত্তৃক পালিতা, অযত্নে বর্দ্ধিতা। কেহ কখন তাহাকে ভাল উপদেশ দেয় নাই। বাল্যকাল হইতেই সে যাহা ইচ্ছা তাহা করিত; বাল্যকাল হইতে সে পুরুষের ন্যায় কাপড় পরিত, বালকদিগের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত; ভয় বলিয়া যে জগতে একটা কিছু আছে, তাহা সে জানিত না। সে যে

বালিকা, সে যে স্ত্রীলোক, তাহা সে ভাল বুঝিত না;—অন্যান্য বালিকাদিগের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বালক ও তাহার বলের সহিত পারিত না।

যৌবনে পদার্পণ করিয়া তাহার চরিত্রের কোনই পরিবর্ত্তন হইল না; কেবল তাহার স্বাভাবিক চঞ্চলতা কতক হ্রাস হইল। এইরূপ সময়ে, যখন তাহার হৃদয়ের কোমল বৃত্তি সকল একে একে প্রস্ফুটিত হইতেছিল, যখন হৃদয়ে স্ত্রীভাব সকল ধীরে ধীরে আপনাদিগের রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, যখন হৃদয় বিকশিত হইয়া ভালবাসার দ্রব্য অনুসন্ধান করিতেছিল, সেই সময়ে, প্রমোদকিশোর তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। আজীবন তাহার ভালবাসার কেহ ছিল না, বাল্যকাল হইতে সে ভাল বাসার দ্রব্য কিছুই পায় নাই, কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে হৃদয় বৃত্তি সকল প্রস্ফুটিত হইয়া কাহাকে না কাহাকে ভাল বাসাইয়া দেয়। এরূপ অবস্থায় সরজু প্রমোদকিশোরের মধুর স্বভাবে, সুমিষ্ট আদর পূর্ণ কথায় ও দেবোপম রূপে মুগ্ধ হইল। প্রথমে বিপদ উদ্ধারকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, তৎপরে প্রমোদকিশোরের আদরে, দয়ায়, মিষ্ট কথায় তাহার মন মুগ্ধ হইল। প্রমোদকিশোরকে দেখিলে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠে, প্রমোদকিশোরের কথা শুনিলে তাহার হৃদয় কম্পিত হয়, প্রমোদকিশোর যখন তাহার হাত ধরিয়া আদর করিয়া তাহাকে কত কথা বলিতেন, তখন তাহার বাহ্যিক জ্ঞান শূন্য হইত; সে জগত ভুলিয়া যাইত।

প্রমোদকিশোর ইহার কিছুই জানিতেন না; কখন এ বিষয় ভাবিয়া দেখেন নাই। দরিদ্র অনাথিনী পিতৃমাতৃহীনা

সুন্দরী বালিকার উপর সহানুভূতি কাহার না হয়? তাহাই তিনি যে কয় দিন কামিক্ষায় ছিলেন, সেই কয় দিন অন্য কোন কাজ না থাকায়, প্রায়ই সরজুর সহিত থাকিতেন, তাহাকে আদর করিতেন, যত্ন করিতেন।

যখন প্রমোদকিশোর কামিক্ষা ত্যাগ করিলেন, তখন সহসা সরজুর সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল, সহসা সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। প্রমোদকিশোর যাইবার সময় তাহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি চন্দ্রনাথ চলিলেন। দুই দিন পরে সে, কেন জানে না, কাহাকে কিছু না বলিয়া চন্দ্রনাথ চলিল। তাহার বলিবারই বা কে ছিল!

সংসার জ্ঞান বিবর্জিতা বালিকা একাকিনী চলিল, অর্থ শূন্য, সহায় শূন্য, সে চলিল। কোথায় চন্দ্রনাথ? তথায় কোন পথে যাইতে হয়, সে তাহার কিছুই জানে না। অপর কেহ হইলে কখন এ দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইত না; কিন্তু সরজু সেরূপ বালিকা নহে। বালিকা বয়স হইতে সে হৃদয়ে যাহা হইয়াছে তাহাই করিয়াছে; অদ্যও না ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাই করিল।

পথে আসিয়া সে তখন তাহার ক্লেশ কতক বুঝিল; আহারের অভাব, শয়নের জন্য স্থানের অভাব, পথ না জানিয়া বিপথে যাইবার ভয়, এই সকল সে পথে আসিয়া বুঝিল। সে পরমাসুন্দরী, যৌবনে প্রস্ফুটিতা বালিকা; পথে পাপমতীদিগের পাপ দৃষ্টি আকর্ষিত করিল। তখন সরজু বুঝিল যে বন্য হিংস্রক জন্তু অপেক্ষা স্ত্রীজাতির শত্রু পুরুষ অধিক। কিন্তু সে অন্যের মত বালিকা নহে। তাহার হৃদয়ে

সিংহিনীর তেজ লুক্কাইত ভাবে প্রজ্জলিত ছিল। সে পথে তাহার হস্তস্থ রৌপ্য বালা বিক্রয় করিয়া এক শানিত ছুরিকা সংস্থান করিল। তখন তাহার হৃদয় সাহসে পূর্ণ হইল; সে জিজ্ঞাসা করিয়া চন্দ্রনাথের দিকে চলিল। তাহার ভাব দেখিয়া সকলে সভয়ে তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইত, কেহ কেহ ভাবিত,—সে উন্মত্ত।

হর্ষপুরে ভবানীর মন্দিরে প্রমোদকিশোর অপেক্ষা করিতে ছিলেন। সরজু তথায় আসিয়া তাহা জানিল। সে সেই মন্দিরের সোপানের এক পার্শ্বে বসিয়া থাকিল। প্রমোদ-কিশোর ভবানীর পূজা সমাপন কবিয়া বাহির হইয়া আসিতে ছিলেন, সহসা তাঁহাব দৃষ্টি সরজুর প্রতি পড়িল; তিনি সত্বব নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তুমি এখানে কোথা থেকে এসে?" সরজু ইহার কি উত্তর দিবে? তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রমোদকিশোর কহি-লেন,"তোমার কি অসুখ করেছে? এখানে কাব সঙ্গে এলে?" সরজু এবারও কোন উত্তর দিতে পারিল না; তখন প্রমোদ কিশোর আদব করিয়া তাহাকে তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন, তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাসস্থানে আনিলেন; তাহাকে আহার করাইলেন। তখন তিনি আবাব জিজ্ঞাসা করি-লেন, "সরজু, এখানে কি একলা এসেছ? কেন? কোথায় যাইতেছ?" সবজু তখন কম্পিত স্বরে কহিল, "আমাব কামিক্ষা আর ভাল লাগে না, তাই সেখান থেকে চলে এসেছি!"

"কোথায় যাবে? তুমি ছেলে মানুষ; সেখানে তোমার

পরিচিত অনেক লোক আছে, বিদেশে নূতন স্থানে গিয়ে যে বিপদে পড়িবে।”

“আমার আর বিপদ কি?”

“আমার একটা কথা রাখিবে?”

হায়! প্রমোদকিশোর যদি একবার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভাব বুঝিতেন। সরজু তাহার বিশাল চক্ষুদ্বয় প্রমোদকিশোরের মুখের উপর নিক্ষেপ করিল, তিনি তাহার দুই খানি হাত ধরিয়া বলিলেন, “বাড়ী যাও—তুমি ছেলে মানুষ, সংসারের কিছুই জান না, বিপদে পড়িবে। আমি টাকা দিতেছি, বিশ্বাসী লোক দিতেছি;—বাড়ী যাও। যদি কখন বিপদে পড়, কি কষ্টে পড়, আর কোথাও যাইও না, বিক্রমপুরে যাইও।”

সরজু কোন উত্তর দিল না, কোন উত্তর তাহার হৃদয়ে উদিত হইল না। তখন প্রমোদকিশোর সেইরূপ বন্দবস্ত করিলেন। সরজুকে কাশিমকায় রাখিয়া আসিবার জন্য একজন বিশ্বস্ত লোক ঠিক করিলেন, তৎপরে তাহাকে পাঁচটি মোহর দিয়া সেই লোকের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

তাহাকে বিদায় করিয়া প্রমোদকিশোর চন্দ্রনাথ যাত্রা করিলেন। সরজু কাশিমকায় ফিরিল না; সে কৌশলে ছল করিয়া সেই লোকের নিকট হইতে পলাইল। হর্ষপুরে চটির দ্বারে প্রমোদকিশোর দেখিলেন, সরজু বসিয়া আছে; তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, বলিলেন, “তুমি বাড়ী যাও নাই, আবার এখানে কোথা থেকে এলে?”

“আমি বাড়ী যাই নাই?”

“কেন? বাড়ী ভাল না লাগে তুমি বিক্রমপুর যাও।

আমি লোক দিয়া তোমাকে সেখানে পাঠাইতেছি; মা তোমাকে যত্নে রাখিবেন।"

সরজু কোন কথা কহিল না। প্রমোদকিশোর তাহাতে তাহার সম্মতি আছে ভাবিয়া সকল আয়োজন করিলেন, লোক দিয়া তিনি তাহাকে বিক্রমপুর পাঠাইয়া চন্দ্রনাথ চলিলেন।

হায়, সরজু কি আহারের, বসন ভূষণের কাঙ্গাল! সে বিক্রমপুর গেল না; আবার পলাইল।

চন্দ্রনাথে প্রমোদকিশোর দেখিলেন সম্মুখে সরজু। তিনি প্রথম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তৎপরে বিরক্ত হইলেন, একটু রাগতও হইলেন, বলিলেন, "সরজু, একি,—তুমি বিক্রমপুর যাও নাই?"

"বিক্রমপুর আমার ভাল লাগিবে না।"

"তবে কোথা যাইবে, কোন স্থান তোমার ভাল লাগিবে? তুমি কথা বলিলে শুন না, ভাল কথা গ্রাহ্য কর না।"

এপর্য্যন্ত সরজু প্রমোদকিশোরের মুখে কখন কঠোর কথা শুনে নাই, অদ্য তাহার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল; সেরূপ কষ্ট সে কখন পায় নাই; সে কাঁদিয়া উঠিল।

হায়! প্রমোদকিশোর তাহার হৃদয়-ভাব বুঝিলেন না; বলিলেন, "যখন তুমি কথা শুন না, তখন আর আমি তোমার কি করিব; যাহা ইচ্ছা কর।" এই বলিয়া প্রমোদকিশোর তথা হইতে চলিয়া গেলেন; দুইপদ যাইতে না যাইতে তাঁহার হৃদয়ে যে সন্দেহ এপর্য্যন্ত কখন উদিত হয় নাই, তাহাই হইল; তিনি ভাবিলেন, হয়তো সরজু তাঁহারই অনুসরণ করিতেছে, হয়তো সে তাঁহাকে ভাল বাসে। তিনি ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন,

তোমাকে আমি আমার ভগ্নীর ন্যায় ভাল বাসি, আমার কথা যদি শুন তোমাকে ভগ্নীর ন্যায় রাখিব, আর কথা না শুনিলে আমি কি করিব বল। সরজু—," এই বলিয়া আদর করিয়া প্রমোদকিশোর তাহার হাত ধরিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তখন সরজুর হৃদয়ের লুক্কাইত তেজ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে; সে সবলে প্রমোদকিশোরের হাত দূরে নিক্ষেপ করিয়া তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিল। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল পাঠক তাহা অবগত আছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সরজু ও উষা।

কুটীর হইতে যখন প্রমোদকিশোর সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের সহিত প্রস্থান করিলেন, তখন সরজু পূর্ব্বে যাহা করিয়াছিল এবারও তাহাই করিল, সে প্রমোদকিশোরকে অনুসরণ করিল।

সে যে ইচ্ছা করিয়া ইহা করিত তাহা নহে; ইচ্ছা তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব হারাইয়াছিল; ইচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। সে ইচ্ছা করিত প্রমোদকিশরকে ভুলিবে, তাহা পারিত না; সে ইচ্ছা করিত প্রমোদকিশোরের সঙ্গে থাকিবে না, যাইবে না, তাহা পারিত না। সে ভাবিত এইবার সুবিধা হইলেই প্রমোদকিশোরের বুকে ছুরিকা বসাইবে, সুবিধা আসিলে তাহা পারিত না। "তাহার অস্তিত্ব লোপ

পাইয়াছে ; কেবল এক মূর্ত্তি তথায় বিরাজিত, এক ভাব তথায় জাগ্রত। সেই জন্যই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরজু প্রমোদকিশোরের অনুসরণ করিল।

পূর্ব্বে তাহার হৃদয়ে প্রমোদকিশোরের কঠোর বাক্যে যে অগ্নি জ্বলিয়াছিল এক্ষণে তাঁহার মুখে উষা নাম শুনিয়া তাহা শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কেন হইয়াছে সে জানে না, কেন তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যায়, তাহার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ জ্বলিতে থাকে, কেন সে থাকিয়া থাকিয়া উন্মত্তের ন্যায় হয় তাহার সে কিছুই বুঝিতে পারে না।

সে হর্ষপুরে প্রমোদকিশোরের সঙ্গে আসিয়া তথা হইতে চন্দ্রনাথ প্রস্থান করিল। পথে রামীর মা বুড়ীর কুটীরে একদিন থাকিল। কেনারামের চটির কিছু উত্তরে রামীর মা থাকিত ; গ্রামের সকলেই তাহাকে দয়া করিত,বুড়ী প্রত্যহ সকলের বাড়ী যাইয়া, কাহার বাড়ী হইতে চাল, কাহারও বাড়ী হইতে ডাল, কোথাযও হইতে তরকারি, এইরূপে নানা দ্রব্য সংস্থান করিয়া আনিত। চন্দ্রনাথ যাইবার সময় সরজু এক দিন বুড়ীর কুটীরে বাস করে ; তাহাই তাহার সহিত তাহার পরিচয়। যাইবার সময় সরজু তাহাকে প্রমোকিশোরদত্ত মোহর কয়টী দিয়া গিয়াছিল।

এক্ষণে সরজু আসিলে বুড়ী বড় সন্তুষ্ট হইল, বলিল, "বাছা তোর জন্য আমি কেঁদে মরি ?"

"কেন বুড়ী ? তুমি আমার জন্য কাঁদ কেন ?"

"তোর যে মা নেই।"

সরজুর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,

ক্ষণেক পরে বুড়ী বলিল, সে কোথায় গেল?" সরজু বুঝিয়াও বুঝিল না বলিল, "কে?"

"সেই যে—আর বার যার কথা বলেছিলি, যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলি?"

"সে চলে গেছে।"

"কোথায়?"

"জানিনে?"

"তুই আর যাবিনে তো?"

"না"

"তুই তাকে ভাল বাসিস;—বুড়ীর কথা শুনিস, পুরুষমানুষকে কখন ভাল বাসিস নে!" সরজু কোন কথা কহিল না।

বুড়ীর কুটীর হইতে সরজু চন্দ্রনাথের দিকে চলিল। চন্দ্রনাথে প্রমোদকিশোরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, প্রমোদকিশোর নিশ্চয়ই উষার সন্ধানে চন্দ্রদ্বীপ যাইবেন, তাহাই সে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হইল। কিন্তু চন্দ্রদ্বীপে প্রমোদকিশোর যান নাই, তিনি স্বদেশে গিয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া সরজু জানিল যে প্রমোদকিশোর তথায় আসেন নাই। তখন সে উষার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সমস্ত দিবস অনাহারে অপরিচিত স্থানে সে ঘুরিল, কিন্তু উষার কোনই সন্ধান পাইল না। সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত হইয়া সে একটি মন্দিরের দ্বারে বসিল। সেই পথ দিয়া একটি সুন্দর অশ্বারোহী যুবক যাইতেছিলেন। তিনি সরজুর অলৌকিক রূপেই হউক, বা তাহার মলিন দুঃখিনী সন্ন্যাসিনী বেশ দেখিয়াই হউক, বা তাহার

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থা দেখিয়াই হউক, যে কারণেই হউক তিনি অশ্বকে দণ্ডায়মান করাইলেন; তৎপরে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া সরজুর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে ক্লান্ত দেখিতেছি, যদি দোষ মনে না করেন, তবে কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, যে আপনি এ দেশে নূতন এসেছেন, না এখানেই আপনার বাড়ী?" যুবকের মধুর সম্ভাষণে সরজু রাগ করিতে পারিল না, সলজ্জভাবে বলিল, "আমি আজ নূতন এদেশে এসেছি।"

"তবে কোথায় থাকিবেন?"

"তা ঠিক নাই, এই মন্দিরেই থাকিব।"

"যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমার বাটীতে থাকিলে অনুগৃহিত হইব।"

"আমি সন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসিনীর দেবমন্দিরে থাকাই কর্ত্তব্য, আমি এখানেই থাকিব।"

"আপনার কোন কার্য্যে আসিতে পারি?"

সরজু ঘাড় নাড়িল, যুবক কহিলেন, "আমি বারেন্দ্রের রাজকুমার,—আমার নাম সুশীলসুন্দর; এখানে রাজার "কমল কাননে" বাস করিতেছি। যদি কোন আবশ্যক হয়, আমাকে সম্বাদ দিবেন; দিলে অনুগৃহিত ও সুখী হইব।" সরজু আবার ঘাড় নাড়িল, তখন যুবক পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সরজু সাত দিবস অনুসন্ধানের পর উষার সম্বাদ পাইল; সে এই সাত দিবস এই মন্দিরে বাস করিল। সে দেখিল, বারেন্দ্রের রাজকুমার প্রত্যহই এই মন্দিরে পূজার্থে আইসেন, প্রত্যহই

তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু কোন কথা তাহার সহিত কহেন না। সে দেখিল তিনি প্রত্যহ বৈকালে সেই পথে অশ্বারোহণে যান, কখন কখন দুই তিন বারও সেই পথে গমনাগমন করেন। সরজু তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে না।

সরজু রাজকুমার সুমন্তদেবের একজন দাসীর সহিত পরিচিত হইল; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে ঊষার সন্ধান পাইল। সে এক দিন দাসীকে বলিল, "তাঁর সঙ্গে আমাকে একবার দেখা করিতে দেও; একবার কেবল দেখা করিব।" দাসী তাহার মলিন মুখ দেখিয়া দুঃখিত হইয়া সম্মত হইল, সে বলিল, "বড় শক্ত কথা; রাজকুমার জান্‌তে পারিলে আমাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইবেন।"

"তিনি জানিবেন কেন? তোমার সঙ্গে যাব, তোমার সঙ্গে চলে আস্‌ব।"

"তবে আজ এস, আজ যখন আমি তার খাবার নিয়ে যাব, তখন তুমি আমার সঙ্গে যেও।"

"আচ্ছা।"

সরজু মন্দিরে আসিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল, তৎপরে সে "কমল কানন" কোথায় একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই দিকে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুশীল সুন্দর।

কুমার সুশীল সুন্দর বৈকালে ভ্রমণের জন্য বেশ বিন্যাস করিয়া বহির্গত হইতেছিলেন,, এমন সময়ে একজন দাস আসিয়া সম্বাদ দিল, "এক জন সন্ন্যাসিনী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চায়।" কুমার চমকিত হইয়া ফিরিলেন।

"কে?"

"একজন সন্ন্যাসিনী।"

"সন্ন্যাসিনী?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আসিতে বল।"

দাসের সহিত সরজু গৃহে প্রবিষ্ট হইল; কুমার কহিলেন, "আপনি যে কখন আমার নিকট আসিবেন ভাবি নাই। কোন কার্য্য করিতে পারি?"

"আপনি সে দিন বলিয়াছিলেন, যে যদি কখন কোন আবশ্যক হয় আপনার নিকট আসিতে, তাই আসিয়াছি।"

"বলুন কি করিতে হইবে?"

"এই দেশের রাজপুত্র একজন স্ত্রীলোককে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।"

"কি। সুমন্ত ঐ রকম নরাধমই বটে। আমি এখনই তার কাছে যাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিতেছি। সে আমাকে ভয় করে।"

"এ বিষয় লইয়া গোলযোগ হয় আমার ইচ্ছা নয়, আমি

তাহাকে মুক্ত করিয়া দিব; আপনি বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া সে যেখানে যাইতে চায় সেই খানে তাহাকে রাখিয়া আসিবেন। এ উপকার করিবেন?"

"এ তো সামান্য কার্য্য; কিন্তু এরূপে আপনি হয়তো বিপদে পড়িতে পারেন। কেমন করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিবেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

"সে কথা আপনার শুনিয়া কাজ নাই; যদি আমি কোন বিপদে পড়ি, তখন যা হয় করিবেন। কিন্তু আমি কোন বিপদে পড়িব না।

"কখন কোথায় আমাকে যাইতে হইবে?"

"আজ রাত্রি এক প্রহরের পর রাজকুমার সুমন্তদেবের প্রাসাদের পশ্চাৎ দিকের দ্বারে আপনি দণ্ডায়মান থাকিবেন।"

"আচ্ছা, নিশ্চয়ই থাকিব।"

সরজু বহির্গত হইয়া চলিলেন, কুমার সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন, পরে বলিলেন, "যখন যে আবশ্যক হইবে আমাকে জানাইবেন।" সরজু কোন কথা কহিল না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কুমার অশ্বারোহণে বহির্গত হইলেন।

রাত্রি এক প্রহরের পর তিনি প্রাসাদের পশ্চাৎ দিকস্থ ক্ষুদ্র দ্বারের নিকট বৃক্ষান্তরালে লুক্কাইত থাকিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সেই স্থানে সরজু আসিল, সে তাঁহাকে দেখিল, কিন্তু কোন কথা না কহিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইল।

সরজু দাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিল, তৎপরে তাহার সহিত ঊষা যে প্রকোষ্ঠে বদ্ধ ছিলেন, সেই প্রকোষ্ঠে গেল। ঊষা দুই জন দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; দাসী কহিল,

"উনি খান, তুমি তোমার কথা সেরে নেও। খাওয়া হলে আমি থালা বাসন নিয়ে যাব।" দাসী চলিয়া যাইবা মাত্র সরজু কহিল, "শীঘ্র উঠ, আমার এ কাপড় তুমি পর। আমাকে তোমার কাপড় দেও, কথা না কয়ে দাসীর সঙ্গে চলে যাও, দ্বারে একজন লোক আছেন, তাঁকে অবিশ্বাসের কারণ নাই,' তাঁকে বলো কোথায় যাবে, তিনি সেই খানে তোমায় রেখে আস্‌বেন।" ঊষা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, সরজু ব্যস্ত হইল,—বলিল, "শীঘ্র,—শীঘ্র,—দেরি কর না।"

"কোথায় যাব ?"

"পলাও।"

"আমি পলাইলে তোমার কি হবে ?"

"সে কথায় তোমার কাজ কি ?"

"তোমাকে আমি চিনিনে, জানিনে; তোমাকে আমি বিপদে ফেলে পলাইব না।" সরজু ক্রুদ্ধ হইল, কটী হইতে ছুরিকা বাহির করিল, বলিল, "দেখ আমি তোমার বুকে এই ছুরি বসাইতে আসিয়াছিলাম, আমাকে রাগাইও না, পলাও।"

"আমি সেরূপ নই; তুমি কে আমি জানিনে, কেন তুমি আমার জন্য এত করিতেছ, না জানিলে আমি অনর্থক তোমাকে বিপদে ফেলে কখন পলাইব না।"

সরজু পিঞ্জরাবদ্ধা ব্যাঘ্রিনীর ন্যায় পদচারণ করিতে লাগিল, তৎপরে সহসা ফিরিয়া বলিল, "প্রমোদকিশোর পীড়িত, যদি দেখিতে চাও, তবে এখান থেকে পলাও।" বিদ্যুৎ বেগে ঊষা উঠিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন, বলিলেন, "এ উপকার কখন ভুলিব না।"

এই সময় দাসী আসিল; উষা তাহার সহিত অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া চলিয়া গেলেন। সরজু উষার বেশে তথায় বসিয়া রহিল; নিসন্ধিমনা দাসী কোনই সন্দেহ করিল না।

উষা বাহিরে আসিলে কুমার সুশীলসুন্দর তাঁহার নিকটে আসিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি!" উষাও চমকিত হইয়া প্রথম প্রায় বাকশক্তি হীন হইয়াছিলেন, কিন্তু সত্বর প্রকৃতস্থ হইয়া বলিলেন, "চল,—শীঘ্র এখান থেকে চল, পরে সকল বলিব।"

তখন দুইজনে দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কুমার সুশীলসুন্দর নিজ বাসস্থানে আসিয়া নিজ লোক জনকে বলিলেন, "এখনই প্রস্তুত হও, এখনই রওনা হইব।"

সেই রাত্রিতেই সুশীলসুন্দর উষাকে লইয়া চন্দ্রদ্বীপ ত্যাগ করিলেন।

পরদিবস প্রমোদকিশোর চন্দ্রদ্বীপে আসিলেন। পর দিবস রাত্রে তিনি সরজুকে মুক্ত করিয়া চন্দ্রদ্বীপ ত্যাগ করিয়া গেলেন; প্রাতে সুমন্তদেব প্রমোদকিশোরের সহিত উষার পলায়নের সম্বাদে ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইলেন; তৎক্ষণাৎ প্রমোদকিশোরের সন্ধানে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। তিনি জানিতেন না যে প্রমোদকিশোর উষাকে লইয়া যান নাই, উষা পূর্ব্বরাত্রে আর এক জনের সহিত পলাইয়াছেন।

উষাকে অন্যত্র রাখিয়া পর দিবস কুমার সুশীলসুন্দর চন্দ্রদ্বীপে ফিরিলেন; তিনি সরজুর সন্ধান করিয়া জানিলেন, যে প্রমোদকিশোরের সহিত গিয়াছেন; তখন তিনিও প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সরজু ও প্রমোদকিশোর।

যখন পশ্চাৎ হইতে সরজু কহিল, "আপনি ঠকিয়াছেন, আমি সরজু।" তখন প্রমোদকিশোর সত্য সত্যই চমকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন তিনি উষাকে উদ্ধার করিয়াছেন,—তাঁহার হৃদয় তখন উষাময়,—তিনি একবারও ভাবেন নাই যে পশ্চাতে যে রমণী আসিতেছে সে উষা ভিন্ন আর কেহ।—অ'র সে অপর কেহ নহে সে সরজু। সুতরাং সরজুর বাক্যে তিনি স্তম্ভিত হইলেন, কয়েক মুহূর্ত্ত কোনই কথা কহিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার মনে চিন্তা শক্তির উদ্দীপনা হইল, তখন তিনি ভাবিলেন, "উষা কে? তাকে তো দুই দিন মাত্র দেখিয়াছি।" তার পর ভাবিলেন, "আমি বড় নিষ্ঠুর, এ বালিকা আমার জন্য এত করে আমি ইহার কথা একবারও ভাবি না।" তাহার পর এতদিন যাহা তাঁহার হৃদয়ে কখন উদিত হয় নাই তাহাই হইল; তিনি ভাবিলেন, "উষার অপেক্ষা সরজু সুন্দর।" মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার মনে এই সকল চিন্তা উদিত হইল; তিনি কহিলেন, "সরজু, তুমি অন্যায় বল নাই, আমি ভাবিতেছিলাম যে আমি উষাকেই উদ্ধার করিয়াছি; কিন্তু আমি সে জন্য চন্দ্রদ্বীপে যাই নাই। ঘটনাক্রমে জানিলাম উষা বদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্ত করিবার সুবিধা হইল, বিশেষে গেলে সে আমার জন্যই বিপদে পড়িয়াছিল, তাহাই তাহাকে

উদ্ধার করা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু সরজু, তুমি এখানে কোথা হইতে আসিলে, তোমাকে সুমন্ত কিরূপে বন্দি করিল?"

"আমি উষাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছি।"

"তুমি! তুমি তাহাকে চিনিলে কিরূপে? আমি নিশ্চয় জানি তুমিই পুরুষ বেশে চন্দ্রনাথে উষার কথা আমাকে বলিয়াছিলে, সেখান থেকে তুমি চন্দ্রদ্বীপে কবে গেলে?"

"তখনই।"

"কেন?"

"উষাকে দেখিতে?"

"উষাকে দেখিতে! উষা তোমার কে?"

"উষা আমার কে?"

"তবে যে তাহাকে দেখিতে চন্দ্রদ্বীপে গিয়াছিলে, তবে যে আপনাকে বিপদে ফেলে তাহার পর তাহাকে মুক্ত করিলে?"

"ইচ্ছা হ'ল।"

"আমি তোমাকে বুঝিতে পারি না। কিন্তু আপনাকে ওরূপে বিপদে ফেলা উচিত হয় নাই। কেমন করিয়া উষাকে মুক্ত করিলে?"

এ প্রশ্নে যে সরজু কষ্ট পাইবে তাহা প্রমোদকিশোর ভাবেন নাই, কিন্তু উষা বড় কষ্ট পাইল; সে ভাবিল প্রমোদ কিশোর ছলে উষার সম্বাদ জানিতেছেন। তাহার মুখ রক্তিমভাব ধারণ করিল, সে ধীরে ধীরে উষার কথা তাঁহাকে বলিল। কিন্তু তখন প্রমোদ কিশোরের হৃদয় হইতে উষারূপ অন্তর্হিত হইতেছিল; প্রমোদকিশোর বুঝিয়াছিলেন যে সরজু

তাঁহারই জন্য উষাকে মুক্ত করিয়াছে; তখন প্রমোদ কিশোরের সরজুর হৃদয় বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। তখন তাঁহার মনে হইল, এরূপ ভালবাসার প্রতিদান না করা নিতান্ত পাষণ্ডের কার্য্য। সরজুর উপর তাঁহার আকর্ষণ কতক বৃদ্ধি হইল; তিনি মনে করিলেন তিনি সরজুকে ভাল বাসেন। উষার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তিনি বিদেশী, বিপদে পড়িয়াছিলেন, আমার কর্ত্তব্য কাজ আমি করিয়াছি। এক্ষণে তিনি যাঁহার হস্তে পতিত হইয়াছেন তিনি আমাপেক্ষা তাহার অধিক সাহায্য করিতে পারিবেন; তিনি নিশ্চয়ই তাহাকে লোক জন দিয়া জয়পুর পাঠাইয়া দিবেন।"

একথায় সরজু একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রমোদ কিশোরের মুখের দিকে চাহিল; প্রমোদ কিশোর কহিলেন, "তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, এস এই গাছ তলায় একটু বসি।"

দুই জনে বৃক্ষ নিম্নে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রমোদ কিশোর কহিলেন, "সরজু, তুমি কি আমার জন্য চন্দ্র দ্বীপে গিয়াছিলে? ভাবিয়া ছিলে আমি উষার জন্য নিশ্চয়ই সেখানে যাইব। আমি বুঝিয়াছি।" উষা কথা কহিল না; প্রমোদ কিশোর উষার হাত ধরিলেন, বলিলেন, "তুমি আমায় ভাল বাস! কেন আমায় এত ভাল বাস? তোমার ভাল বাসার উপযুক্ত কি আমি; তোমার অপরিসীম ভাল বাসার প্রতিদান করিতে কি কখনও আমি পারিব? সরজু উত্তর দিল না, বাত্যাতাড়িত বৃক্ষ পত্রের ন্যায় তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল; প্রমোদ কিশোর আদর করিয়া তাহার মুখ তুলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরজু, তুমি কি আমায় ভাল

বাস ? আমি বুঝিয়াছি, তবু একবারটী তোমার ঐ সুমিষ্ট স্বরে আমায় বল।”

সরজু নীরব। প্রমোদকিশোর কহিলেন, “বল, সরজু, একবারটী বল।”

সে মুখ তুলিল, কি বলিবে মনে করিল, কিন্তু পারিল না।

“সরজু!”

সরজু জগত সংসার ভুলিয়া গেল, তাহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল, প্রমোদ কিশোরের আদর পূর্ণ মধুর স্বরে সে আত্ম-বিস্মৃত হইল; সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে ছিল। প্রমোদ কিশোর তাহার অবস দেহ নিজ হৃদয়ে টানিয়া লইয়া সাদরে আলিঙ্গন করিয়া তাহার সেই রক্তিমরঞ্জিত ওষ্ঠে চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন,—অমনি সবলে প্রমোদ কিশোরকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সরজু তীর বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, উন্মাদিনীর ন্যায় কহিল, “রাজকুমার, আমি উষা নই, আমি উষা নই।”

প্রমোদ কিশোরের হৃদয়ে তখন সত্য সত্যই উষা ছিল না,—তিনি তাহাকে দুই দিন মাত্র দেখিয়াছেন, আর সরজুকে কত দিন দেখিতেছেন, আর সরজু তাঁহাকে এত ভাল বাসে; তিনি সত্য সত্যই তখন সরজুকে বড় ভাল বাসিয়াছি-লেন; তাঁহার হৃদয় হইতে উষা একেবারে অন্তর্হৃত হইয়াছিল। তিনি উঠিয়া বলিলেন, “সরজু, তুমি ভুল করিতেছ; উষা আমার কে? তাকে আমি দুই দিন মাত্র দেখিয়াছি; সে মভাবি দুশী, রাজপুত; বিবাহিতা কি কুমারী তাহাও আমি জানি বলিল। বিপদে পড়িয়াছিল, যাহা সকলের কর্ত্তব্য তাহাই, অন্তর্হৃত হইতে

আমি করিয়াছি; ইহাতে কি আমার অন্যায় হইয়াছে? সরজু, তুমি অন্যায় কেন ভুল ভাবিতেছ।”

সরজু কাঁদিয়া উঠিল। প্রমোদ কিশোর তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া নিকটে বসাইলেন, বলিলেন, “সরজু, সরজু, কাঁদ কেন? তুমি কাঁদিলে যে আমার কান্না পায়!” সরজু তাঁহার হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন সেই নির্জ্জন স্থানে বৃক্ষ নিম্নে যুবক যুবতী দুই জনেই আত্ম বিস্মৃত হইলেন; প্রমোদ কিশোর সেই ক্ষুদ্র বালিকার কর্ণে তখন কত ভালবাসার কথা কহিলেন, কত আশা, কত বাসনা, কত কি বলিলেন, তখন প্রমোদকিশোর, ঊষা, রাজ্য, পিতা মাতা সকলই বিস্মৃত হইয়াছেন, বালিকা সরজু ও তাঁহার সেই সকল কথা শুনিল, বিশ্বাস করিল,—সংসার সুখ দুঃখ জগত আত্ম সকলই বিস্মৃত হইল।

নানা কথা বলিয়া প্রমোদ কিশোর সরজুকে শান্ত্বনা করিলেন; তখন সে তাহার জল শিক্ত হাস্য বদন তুলিল; প্রমোদ কিশোর দুই হস্তে তাহার মুখ তুলিয়া আবার বলিলেন, “সরজু একবারটী বল, সেই সুমিষ্ট স্বরে বল; সরজ, তুমি আমায় ভাল বাস।” ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় সরজু,—হাস্যমুখী, সলজ্জ, সরজু প্রমোদ কিশোরের গলা জড়াইয়া তাঁহার ওষ্ঠে চুম্বন করিল। তখন প্রমোদ কিশোর তাহার ওষ্ঠে, কপোলে, শত সহস্র চুম্বন করিতে লাগিলেন। সংসার তাহাদিগের নিকট নাই।

সময় ও অবস্থায় পড়িয়া প্রমোদ কিশোর জীবনে একটী ভয়ানক ভুল করিলেন। সরজু যে জানিত প্রমোদ কিশোর তাহাকে ভাল বাসেন না তাহা তাহার ছিল ভাল। সহসা-

উদিত হৃদয়াবেগে পরিচালিত হইয়া প্রমোদ কিশোর সরজুকে নিজ ভালবাসা দেখাইলেন, প্রকাশ করিলেন, মুখে ব্যক্ত করিলেন, সরজু তাহাই বিশ্বাস করিল; সে সংসারের জানে কি, সে অপরের হৃদয়ের ভাব বুঝে কি?

প্রমোদ কিশোরের ভালবাসা যেরূপ সহসা নানা কারণে উদ্দিপিত হইয়াছিল এক্ষণে সেইরূপ নানা কারণে তাহাতে ক্রমে অপবিত্র ভাব রঞ্জিত হইল; অরণ্য পথ, নির্জ্জন বৃক্ষনিম্ন, পরমা সুন্দরী অবলা সরলা যুবতী হৃদয়ে,—তাঁহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল, তাঁহার জ্ঞান লোপ হইল। সরজু চমকিত হইয়া সত্বর তাঁহার হস্ত হইতে ধীরে ধীরে আপনাকে মুক্ত করিল। প্রমোদ কিশোর নিজ কার্য্যে লজ্জিত হইলেন, ঘোর পাপকার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ভাবিয়া দুঃখিত, ভীত, ও লজ্জিত হইলেন; উঠিয়া বলিলেন, "চল সরজু, চল, নিকটে কোন স্থানে যাইয়া আহারের আয়োজন করা যাক।" সরজু নীরবে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উষার সহিত সাক্ষাৎ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সরজু ও প্রমোদ কিশোর হর্ষপুরের নিকটে আসিলেন। সমস্ত পথ সরজু ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় কত কি বলিতে বলিতে আসিয়াছে; তাহার জীবনে এমন সুখের দিন আর হয় নাই; সে সে দিবস স্বর্গে অতিবাহিত করিয়াছে; কিন্তু প্রমোদকিশোর—সত্য কথা বলিতে তাহাই,

তিনি সেরূপ সুখে সে দিবস যাপন করেন নাই। তাঁহার মনে নানা চিন্তা উত্থিত হইয়াছে; তিনি আসিতে আসিতে ভাবিতে ছিলেন, "আমি কি সত্য সত্যই একে ভাল বাসি;—বোধ হয় বাসি, কিন্তু ভাল বাসিলেই বা কি? আমি কি এই অজ্ঞাত-কুল-শীলা সন্ন্যাসিনীকে বিবাহ করিতে পারি? আমি করিতে চাহিলেই বা পিতা দিবেন কেন? আমার অন্যায় হইয়াছে; একে এরূপ করা উচিত হয় নাই; কিন্তু কি করিব? আমার অপরাধ কি?" এই সকল প্রমোদ কিশোর ভাবিতে ছিলেন, তিনি তাহার পার্শ্বস্থ বালিকার হাস্য পূর্ণ বালসুলভ কথায় কিছুই শুনেন নাই। সহসা হৃদয়াবেগে যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা ফিরাইবার জন্য তিনি হযতো এখন জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারিতেন। কিন্তু হায! সংসারে এরূপ নিত্যই ঘটিয়া থাকে, শত চেষ্টা করিলেও যাহা একবার করিয়া ফেলা যায় তাহা আর কখনও ফিরাইয়া লওয়া যায় না।

হর্ষপুরের নিকট আসিয়া প্রমোদকিশোর কহিলেন, "সরোজ, তুমি এইখানে থাক। আমার তো এখন বাড়ী ঘর নাই, আমি পথেব ভিখারী, এখন আমায় সব রাজাদের কাছে যেতে হবে। তুমি এই থানে থাক, একটা বাড়ী ঠিক করিয়া টাকা দিয়া যাইতেছি; যতদিন না ফিরি তত দিন তোমায় এখানেই থাকিতে হইতেছে।"

"কেন, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব?"

"তা হ'লে কাজের ক্ষতি হ'বে, তুমি এখানেই থাক?"

"আমি তোমার কোন কাজের ক্ষতি করিব না।"

"তুমি সঙ্গে থাকিলে কাজের ক্ষতি হ'বে; দেখ আমার

রাজ্য গেছে, আমার বাপ মা না খেয়ে মরিতেছেন বলিলে হয়, এ সময় তোমার কি আমার কাজের ক্ষতি করা উচিত ?”

সরজু দুঃখিত হইল, হৃদয়ে কষ্ট পাইল, বলিল, “আমি এই খানেই থাকিব, তুমি কতদিনে ফিরিবে ?”

“যত শীঘ্র পারি ফিরিব।”

“সাত দিনের মধ্যে ?”

“এত শীঘ্র হ’বে না, তবে যত শীঘ্র পারি ফিরিব।”

“১৫ দিনে ?”

“ঠিক কত দিনে কিরূপে বলিব ?”

সরজু প্রমোদকিশোরের কথায় হৃদয়ে আবার কষ্ট পাইল, আর কোন কথা কহিল না।

প্রমোদকিশোর হর্ষপুরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে চিনিতেন; এক্ষণে তাঁহার আলয়ে সরজুকে রাখিয়া যাওয়া স্থির করিলেন। বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে টাকা দিয়া সরজুকে বিশেষ যত্ন করিতে বলিলেন; সরজু কোন কথা কহিল না, প্রমোদকিশোরও যাইবার সময় তাহাকে বিশেষ কিছু বলিয়া গেলেন না। সরজু হৃদয়ে দারুণ কষ্ট পাইল, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না; ব্রাহ্মণের আলয়ে রহিল; সে প্রমোদকিশোরের কার্য্যে কোন ক্রমে ব্যাঘাত দিবে না স্থির করিয়াছিল।

প্রমোদকিশোর তাহাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি তখনই বঙ্গদেশে যাত্রা করিবেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা তাঁহার ঘটিল না। যাইবার সময় ভবানীর পূজা করিয়া যাওয়া তিনি উচিত বিবেচনা করিলেন; সন্ধ্যার সময় তিনি ধীরে ধীরে সেই উদ্দেশে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন।

যখন তিনি মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তখন জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক হাসিতেছে ; মন্দিরের নিকট আর লোক নাই, যে দুই চারিজন আছে তাহারা একে একে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিতেছে। মন্দির হইতে যাইতে হইলে তাঁহার একটী সুন্দর পুষ্করণীর পার্শ্ব দিয়া যাইতে হয় ; প্রমোদ কিশোর দেখিলেন সেই পুষ্করণীর ঘাটে একটী রাজপুত রমণী বসিয়া আছেন, রাজপুত বেশ দেখিয়া প্রমোদকিশোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার নিকট দিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন, তিনি নিকটস্থ হইলে রমণী তাঁহার পদ শব্দে তাঁহার দিকে ফিরিলেন, প্রমোদকিশোর দেখিলেন সে উষা। রমণীও তাঁহাকে চিনিলেন, সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রমোদকিশোর নিকটে যাইয়া বলিলেন, "আপনাকে এখানে দেখিব ভাবি নাই, আবার যে কখন এ সৌভাগ্য হইবে তাহাও ভাবি নাই।"

"আপনার সৌভাগ্য কি, আমারই সৌভাগ্য।"

"পাষণ্ড সুমন্ত দেবের শিরশ্ছেদ না করিলে এ ক্রোধ যাইবে না। না জানি নরাধম আপনার উপর কত অত্যাচার করেছে।"

"অত্যাচার কিছুই করিতে পারে নাই ; কিন্তু করিত ; এমন সময় দেবতা যেন আমার মুক্তির জন্য এক সন্ন্যাসিনীকে পাঠাইয়া দিলেন।"

"সে সকল আমি শুনিয়াছি।"

"শুনিয়া ছিলাম সে সন্ন্যাসিনীকে নাকি আপনি মুক্ত করিয়াছিলেন ; তিনি এখন কোথায় ?"

"এই খানেই আছেন।"

"একবার আমার নিকট আনিবেন, আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।"

"তার আর আশ্চর্য্য কি? কালই আনিব?" হায় প্রমোদ কিশোর, তোমার রাজ্য উদ্ধার, পিতা মাতার ক্লেশ, সরজুর মলিন মুখ কোথায় রহিল?

"আপনার আহত অবস্থা দেখে এসেছিলাম, আপনার জন্য যে কত কষ্ট পেয়েছি তা ঈশ্বরই জানেন?"

"আমার কথা কি আপনার স্মরণ ছিল?"

"আমি ভুলিব? দাসীকে যে আপনি মনে রাখিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট।"

"এখানে কোথায় রহিয়াছেন?"

"বোধ হয় শুনিয়াছেন বারেন্দ্রের কুমার সুশীল সুন্দর আমাকে আশ্রয় দেন, তিনিই আমাকে চন্দ্রদ্বীপ হতে এখানে আনিয়াছেন, এখানেও তঁহারই আশ্রয়ে আছি।"

"তিনি এখানে আছেন?"

"না, তাঁর কি কাজে গিয়াছেন, কাল প্রাতে আসিবেন।"

"তিনি এখনও কেন আপনাকে জয়পুরে পাঠান নাই।"

"বোধ হয় সুবিধা করিতে পারেন নাই।"

"আচ্ছা, আমি কালই ইহার সুবিধা করিব।"

প্রমোদ কিশোরের সুশীল সুন্দরের উপর ঈর্ষার উদ্রেক হইয়াছে; প্রণয়; তোমাকে শত সহস্র বার প্রণাম করিতে ইচ্ছা যায়। তোমার অলৌকিক মায়া; এক মুহূর্ত্তে প্রমোদ কিশোর সরজুকে ভুলিয়া গেলেন, রাজ্য-উদ্ধার, পিতা মাতার

ক্লেশ বিস্মৃত হইলেন, আপন স্ত্রীর ভ্রাতা সুশীল সুন্দরের উপর ঈর্ষাপরায়ণ হইলেন। ধন্য তোমাকে!

ঊষা কহিলেন, "আমি ঐ বাড়ীতে বাস করিতেছি; কাল সন্ন্যাসিনীকে আনিবেন।"

"আনিব, কখন আনিব?"

"যখন ইচ্ছা, প্রাতে আসিবেন।"

"নিশ্চয় আসিব"।

ঊষা চলিয়া যাইবার উদ্যম করিলেন; প্রমোদ কিশোর সম্মুখে দাঁড়াইলেন,—ঊষা তাঁহার মুখ তুলিলেন। প্রমোদ কিশোর কহিলেন, "সেই ঘোড়ায় চড়ে শাল বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার কথা আপনার মনে পড়ে?"

"সে দিন কি কখন ভুলিব?"

"সে দিন বড় সুখের দিন, অন্ততঃ আমার পক্ষে।"

ঊষা কথা কহিলেন না, যদি প্রমোদ কিশোর দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে দেখিতেন ঊষা মৃদু মৃদু হাসিতে-ছিলেন। প্রমোদ কিশোর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয় উথলিত হইতেছে, তিনি বলিলেন, "ঊষা, সে দিন কি বলিয়াছিলে মনে পড়ে?"

"আপনার কি আমার সহিত একাকী এই নির্জ্জন স্থানে এরূপ কথা কওয়া উচিত?"

শত শত বৃশ্চিক তাঁহার হৃদয়ে দংশন করিল, তিনি বলি-লেন, "আমি উন্মত্ত, আমাকে ক্ষমা করিবেন।" ঊষা দুইপদ যাইয়া, ফিরিয়া বলিলেন, "কাল সকালে সন্ন্যাসিনীকে আনিতে ভুলিবেন না।" ঊষা চলিয়া গেলেন, প্রমোদ কিশোর হৃদয়ে

প্রজ্জলিত অগ্নি লইয়া সরজুর সন্ধানে বৃদ্ধের বাড়ী চলিলেন। তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর।

তাঁহার আহ্বানে বৃদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিল; প্রমোদ কিশোর তখন সরজুর নিকট মহা অপরাধ করিয়াছেন ভাবিয়া অনুতাপিত হইয়া তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গেলেন, কিন্তু হায়; সরজু নাই; সরজু পলাইয়াছে।

প্রমোদ কিশোরের হৃদয়ের সে রাত্রের যন্ত্রনা বর্ণনাতীত। একবার ঈর্ষা, একবার হত আশা, তন্মুহুর্ত্তেই সরজুর কথা, তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া তাঁহাকে প্রায় উন্মত্ত করিয়া তুলিল; তিনি সমস্ত রাত্রি নিদ্রা গেলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সরজুর পীড়া।

বৃদ্ধের আলয়ে আহারাদি করিয়া সরজু শয়ন করিতে পারিল না, তাহার হৃদয় ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিল। পূর্ব্বের ন্যায় প্রমোদ কিশোরের অনুশরণ করিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইল; সে অনেক প্রকারে হৃদয়কে বুঝাইতে লাগিল। তাহার কষ্ট হয়, হউক, তাঁহার তো ভাল হইবে, তাঁহার তো কাজের ক্ষতি হইবে না। সরজু প্রথমে প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া এক মনে ভাবিতেছিল, তৎপরে আর থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে নিশব্দে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহির হইল। বাহিরে চাঁদ হাসিতেছে, সেই হাসি দেখিয়া সমস্ত জগত হাসিতেছে। অস্থির হৃদয়ে সরজু ধীরে ধীরে ভবানীর মন্দিরের দিকে চলিল।

সম্মুখে পুষ্করিণী,—সে দেখিল দুইজন সেই পুষ্করিণীর তীরে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছে। সে নিকটস্থ হইল; সে চিনিল, একজন প্রমোদকিশোর, অপর ঊষা। সে শুনিল প্রমোদকিশোর বলিতেছেন, "ঊষা, সে দিনকার কথা মনে পড়ে।" সে আর শুনিতে পাইল না, আর অধিক শুনিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না, বিদ্যুৎ তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে ক্রীড়া করিয়া উঠিল, তাহার সর্ব্ব শরীর, কেশ হইতে পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল, সে নিমিষ মধ্যে কটী হইতে ছুরিকা বাহির করিল। দৃঢ়রূপে ছুরি হস্তে ধারণ করিয়া সে ঊষার হৃদয় লক্ষ করিয়া ছুটিতেছিল, কিন্তু তাহা ছুটিল না;—নিমিষ মধ্যে ছুরি কটীতে বদ্ধ করিয়া অরণ্যের দিকে তীর বেগে ছুটিল। তাহার দুই চক্ষু বৃহদায়তন হইয়াছে;—তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে; তাহার কেশ উন্মুক্ত হইয়া পৃষ্ঠে ও হৃদয়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে; তাহার হস্ত মুষ্টীবদ্ধ; একাকিনী সেই অরণ্য পথ দিয়া পাগলিনীর ন্যায় সে ছুটিয়াছে। শৃগাল প্রভৃতি নীশাচর শ্বাপদগণ ভয়ে তাহার পথ ছাড়িয়া দিতেছে।

সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও সে দাঁড়াইল না, রাত্রি তিন প্রহর অতীত হইলে সে রামীর মা বুড়ীর কুটীর দ্বারে আসিয়া সবলে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিল। তাহার পুনঃ পুনঃ আঘাতে বুড়ী সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, সরজুর ভাব দেখিয়া সে ভয়ে চীৎকার করিয়া গৃহে ভিতর পলাইল; সরজু টলিতে টলিতে গৃহে প্রবিষ্ট হইল; কিন্তু আর দাঁড়াইতে পারিল না, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলশা

হইল। তখন রামীর মা সাহস করিয়া নিকটে আসিল, সরজুকে দেখিবামাত্র চিনিল। বলিল, "বাছা, তুই মানুষ না কি ?"

এবিষয়ে সন্দেহ সত্ত্বেও বৃদ্ধা সরজুকে অযত্ন করিল না। একটা অর্দ্ধ ছিন্ন বালিস আনিয়া তাহার মস্তকে দিল, তাহার মুখে জল দিতে লাগিল, তাহাকে বাতাস দিল, কিন্তু সরজুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না। তখন সেও বাতাস দিতে দিতে সেই খানে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

পর দিবস প্রত্যুষে উঠিয়া বৃদ্ধা আশ্চর্য্যান্বিত হইল, ক্রমে তাহার পূর্ব্ব রাত্রের কথা স্মরণ হইল ; সে ধীরে ধীরে সরজুর কপালে হাত দিল, দেখিল তাহার দারুণ জ্বর ; শরীরে অগ্নি জ্বলিতেছে। তাহার হস্ত স্পর্শে সরজু চক্ষু উন্মীলিত করিল, বলিল, "বুক জ্বলে যায়, বুক জ্বলে যায়।" বৃদ্ধা সত্বর জল আনিয়া সরজুর মুখে ধরিল, সরজু বিকট হাস্য করিয়া বলিল, "দূর বুড়ী, বুক জ্বালা কি জলে যায় ?" তৎপরে গান ধরিল,

"কত কাল বল জ্বালাবে নাথ বিরহ অনলে।"

বৃদ্ধা ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। সে বড় হাঁটিতে পারিত না, তত্রাচ বহু কষ্টে একরূপ দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে তাহাদিগের গ্রামের বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী আসিল। তাহাকে সকল কথা বলিল, তিনি বৃদ্ধার সঙ্গে সরজুকে দেখিতে আসিলেন ; তখন সরজু জ্বরে অজ্ঞান। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "ভয়ানক বিকার উপস্থিত হইয়াছে ; বাঁচা একরূপ অসম্ভব ; তবে দেখ ঔষধি দেও ;—বাঁচা মরা ঈশ্বরের হাত।" বৃদ্ধা কবিরাজ মহাশয়ের হাতে

ধরিয়া তাঁহার হস্তে সরজু দত্ত একটী মোহর দিয়া বলিল, “দেখুন, একে আরাম করুন, আমি আপনাকে আর একটা মোহর দিব।”

কবিরাজ মহাশয় প্রথম সরজুর রূপ ও বেশ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে মোহর দেখিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, বলিলেন, “বুড়ী, এটী তোমার কে?”

“এটী আমার সব, ভাল কর তোমার পায়ে কেনা হইয়া থাকিব।”

কবিরাজ মহাশয় ভাবিলেন, “এ তো বুড়ীর কেউ নিশ্চয়ই নয়; বুড়ীর কেউ থাকিলে আমরা জানিতাম। তার পর এ রূপ, এ রাজার মেয়ে না হ’লে কখন হয় না, তারপর এই মোহর; বুড়ী মোহর পাবে কোথায়? নিশ্চয়ই এ কোন রাজার মেয়ে; কোন কারণে বুড়ীর এখানে এসে পড়েছেন। যা হ’ক এঁকে আরাম করিতে পারিলে আমার আর দুঃখ থাকিবে না।” সুতরাং বলা বাহুল্য কবিরাজ মহাশয় সরজুর চিকিৎসার যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সাত দিবস চিকিৎসায় সরজুর মৃত্যু ভয় দূর হইল, কিন্তু শঙ্কা তখনও দূরীভূত হয় নাই। এই সময় বৃদ্ধা পীড়িতা হইলেন; তখন পথ্য ও যত্ন অভাবে উভয়েরই বিশেষ কষ্ট আরম্ভ হইল। কবিরাজ মহাশয় দেখিলেন তাঁহার এত পরিশ্রম সমস্ত বৃথা হয়; তিনি নিজ হইতে অর্থ দিয়া একটী স্ত্রীলোককে সরজু ও বৃদ্ধার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের উপযুক্ত যত্নের অভাব হইতে লাগিল। তখন তিনি সরজুকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য

হইলেন। একদিন সরজু একটু ভাল আছে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এখানে অযত্নে কষ্ট হইতেছে, আপনার কোন আত্মীয়কে সম্বাদ দিলে ভাল হয়; যদি বলেন তো আমি সম্বাদ পাঠাইতে পারি।" সরজু একটু ভাবিল, তৎপরে বলিল, "আমার আত্মীয় কেহ নাই তো।"

"কেহ না কেহ আপনাকে যত্ন করিতে পারেন।"

"আছেন এক সন্ন্যাসিনী তিনি কোথায় আছেন জানি না।"

"তা হলে তাঁহার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব, আর কেহ নাই কি?"

সরজু অনেকক্ষণ ভাবিল, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল, "আর একজন আছেন; তিনি বারেন্দ্রের রাজকুমার, সুশীল সুন্দর। তাঁকে সম্বাদ দিলে তিনি সাহায্য করিলেও করিতে পারেন।"

"এ কাজ খুব সহজ, আমি জানি তিনি এখন হর্ষপুরে বাস করিতেছেন, অদ্যই তাঁহার নিকট লোক পাঠাইব। কি বলিয়া পাঠাইব?"

"বলিবেন, যে সন্ন্যাসিনী চন্দ্রদ্বীপে আপনার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল, সে আপনাকে একবার দেখিতে চায়।"

কবিরাজ মহাশয় তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেলেন। সরজু তাহার নিজের জন্য ব্যথিত হয় নাই, সে মৃত্যু কামনা করিতেছিল, কিন্তু সে বৃদ্ধার অযত্নে মৃত্যু দেখিতে পারে না, সুতরাং কাহারও সাহায্য গ্রহণ না করিলে নয়, কিন্তু তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিবার জগতে এমন কে আছে? প্রথমেই তাহার প্রমোদকিশোরের নাম হৃদয়ে উদিত হইল, সে চক্ষু মুদিল, সে নাম সে আর স্মরণ করিতে চায় না।

তৎপরে সন্ন্যাসিনীর কথা মনে পড়িল, কিন্তু সন্ন্যাসিনী কোথায়; তৎপরে অন্য আর কেহ নাই, কাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে! সহসা তাহার মনে কুমার সুশীলসুন্দরের কথা মনে পড়িল, সে কবিরাজ মহাশয়কে তাঁহার কথা বলিল; তিনি যে তাহার সাহায্য করিতে আসিবেন সে আশা, সে আশা মাত্র মনে করিল, কিন্তু তাঁহার আর কেহ নাই।"

প্রমোদকিশোরের নাম তাহার পীড়ার প্রকোপে স্মরণ ছিল না, কিন্তু যখন একবার স্মরণ হইল তখন আর তাহা হৃদয় হইতে যাইতে চাহে না। সরজু কত চেষ্টা করে সে নাম, সে চিন্তা ততই তাহার মনে আইসে; ক্রমে তাহার হৃদয় অস্থির হইল, সেই বিদ্যুৎ মস্তিষ্কে আবার সঞ্চারিত হইল, কবিরাজ মহাশয় দেখিলেন তাহার জ্বর ক্রমে আবার বাড়িতেছে; যে বিকার গিয়াছিল সেই বিকার আবার দেখা দিল; এবার কবিরাজ মহাশয় তাহার জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন।

বৃদ্ধার আলয়ে আসিবার ১৫ দিবস পরে একদিন সন্ধ্যার সময় সরজুর পীড়া অতিশয় বাড়িল, বিকারে সে নানা কথা কহিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া "আমার বুক জ্বলে যায়, আমার বুক জ্বলে যায়" বলিয়া সে যে ব্যাকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিতেছিল, তাহা শুনিয়া বনের পশুপক্ষীও ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল; ক্রমে সরজু নিস্তব্ধ ও অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে তাহার ক্রন্দন নীরব হইয়া আসিতেছিল।

এই সময়ে সেই স্থান অশ্বপদ শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া

উঠিল; কবিরাজমহাশয় সত্বর বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন; সেই কুটীর দ্বারে আসিয়া একজন অশ্বারোহী অশ্বকে দণ্ডায়মান করাইলেন; অশ্ব ঘর্ম্মাক্ত কলেবর,—তাহার সমস্ত অঙ্গ হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে ফেন পতিত হইতেছে। অশ্বারোহী অশ্বকে দণ্ডায়মান করাইয়া লম্ফ দিয়া অবতীর্ণ হইলেন; তিনিও নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত।

অশ্ব পদ শব্দে চমকিত হইয়া সরজু চিৎকার করিয়া বলিল, "কে এল, ঐ কে এল? তিনি—তিনি কি এলেন?" যুবক এ কথা শুনিলেন, বলিলেন, "বলুন, কুমার সুশীলসুন্দর এসেছেন।" কবিরাজ মহাশয় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাজকুমার, এখন আসা বৃথা।"

দুই জনে একত্রে কুটীরে প্রবেশ করিলেন; সরজু অজ্ঞান; অতি ধীরে ধীরে তাহার নিশ্বাস বহিতেছে।

চতুর্থ খণ্ড।

১ম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ।

প্রমোদকিশোরের হৃদয় দুই জনের মধ্যে দোলায়মান হইতেছিল। উষাকে না দেখিয়া সরজুর গভীর অপরিসীম ভাল বাসায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয় উষাকে বিস্মৃত হইতেছিল, তাঁহার হৃদয় সরজুতে আকৃষ্ট হইতেছিল। এমন সময়ে কুক্ষণে আবার উষা তাঁহার চক্ষে পতিত হইল; অমনি সেই নির্ব্বাপিত অগ্নি পুনরুদ্দীপ্ত হইল; সরজুকে তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে বিস্মৃত হইলেন।

কিন্তু উষার ব্যবহারে ও কথায় তাঁহার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হইল; তিনি হৃদয়ে আহত ও অপমানিত হইলেন; অমনি তাঁহার সরজুর কথা মনে পড়িল। সরলা বালিকাকে যে তিনি ভাল বাসিবেন বলিয়াছেন, তাহাকে যে তিনি আদর করিয়াছেন, চুম্বন করিয়াছেন; সে যে তাঁহাকে কত ভাল বাসে; উষা কে? উষা বিদেশী রাজপুত; উষা তাঁহাকে ভাল বাসে না, হয়তো তাঁহাকে ঘৃণা করে; এই সকল নানা চিন্তায় প্রমোদকিশোরের হৃদয় ব্যথিত হইল; তিনি উষার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সরজুর নিকট চলিলেন। মনে মনে জানিলেন তিনি তাহার নিকট গুরুতর অপরাধী; কিন্তু সরজু কোথায়? সে আর হর্ষপুরে নাই। প্রমোদকিশোর উন্মত্তের

ন্যায় সমস্ত রাত্রি তাহার সন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথায়ও তাহার সন্ধান পাইলেন না।

প্রাতে তাঁহার উষার নিকট যাইবার কথা ছিল; তাঁহার মন যাইবার জন্য ব্যাকুল হইল, কিন্তু গেলেন না, হৃদয়ের ইচ্ছা হৃদয়ে প্রসমিত করিলেন।

দুই প্রহর পর্য্যন্ত চারিদিকে তিনি সরজুর অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও সরজুকে পাইলেন না, কেহ তাহার কোন সম্বাদ দিতে পারিল না। তখন তিনি হর্ষপুর ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়া একবার উষার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

কিন্তু হায়, উষা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না; লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আজ হইতে ৭ দিবস পরে সাক্ষাৎ হইবে, কোন কারণে তিনি এখন রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন না।"

বুদ্ধিমতী উষা এত দিন পরে ভুল করিল; তিনি অদর্শনে ভালবাসা বাড়িবে ভাবিয়া ছিলেন,—তাহাই হইত; কিন্তু ঈর্ষা সে পথের কণ্টক হইল; তিনি জানিতেন না, কখন ভাবেনও নাই যে প্রমোদকিশোর সুশীল সুন্দরের উপর ঈর্ষাপরায়ণ হইয়াছেন। তিনি উষার কথায় ক্রোধে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় তথা হইতে ফিরিলেন; তৎক্ষণাৎ তিনি হর্ষপুর ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু ভালবাসা একবার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে কি কখনও সহজে যায়?

পথে তাঁহার হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল; প্রথম তিনি সরজুকে ভাল বাসিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার প্রতি

ভালবাসা দেখাইয়া আবার উষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন, দ্বিতীয় উষার জন্য রাজ্য উদ্ধারে অবহেলা করিয়াছেন, তৃতীয় পিতা মাতাকে একরূপ বিস্মৃত হইয়াছেন, তিনি ভাবিলেন, "আমার মত নরাধম কে? কেহ আমার বুকে ছুরি বসাইয়া দেয় না কেন? কোথায় আমি রাজাদের নিকট যাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিব, না আমি স্ত্রীলোকের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছি? এখন কোথায় যাই? পিতা মাতার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব; অনেক দিন তাঁহাদের কোন সম্বাদ পাই নাই, কিন্তু তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব? আমি কোন্ মুখ লইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব? আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে, একবার তাঁহাদের সম্বাদ না লইলে আমার মন স্থির হইতেছে না।" তিনি পিতা মাতার সন্ধানে চলিলেন। তিনি গোপনে তাহাদিগকে দেখিলেন;—দেখিলেন তাঁহারা সেই কুটীরে তাঁহার অপেক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না; আবার চলিলেন।

পথে এক দিন সহসা তাঁহার সুজলার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি সুজলাকে প্রথম চিনিতে পারেন নাই, সুজলা চিনিয়া ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার, আমি আপনার অনুসন্ধান করিতেছি।"

"আমি কি কোন কার্য্যে আসিতে পারি?"

"কোন কার্য্যের জন্য নয়, সরজু এখন কোথায়, আমি তাহার অনুসন্ধানে চন্দ্রদ্বীপে গিয়াছিলাম,—উষার নিকট গিয়া ছিলাম, সেখানেও শুনিলাম যে সে আপনার সঙ্গে গিয়াছে; সে এখন কোথায়?"

প্রমোদকিশোর তাহার বিষয় যাহা জানিতেন, সকল বলিলেন, শুনিয়া সুজলা চিন্তিত হইলেন, বলিলেন, "কোথায় গিয়াছে মনে করেন?"

"কিছুই বুঝিতে পারি না, অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, কোন সন্ধান পাই নাই।"

"রাজকুমার, তুমি তো কিছু কর নাই, সে কেন আবার পলাইল? তাহাকে কি আবার কঠোর কথা বলিয়াছ?"

প্রমোদকিশোরের হৃদয় তখন অনুতাপে দগ্ধ, তিনি সুজলাকে সরজু ও তাঁহার একত্র ভ্রমণের কথা সমস্ত বলিলেন, শুনিয়া সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "তবে সে যাইবে কেন? তুমি তো তার পর আর কোনরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ কর নাই?"

"দেবি, আমি কি পশু?"

সুজলা এ কথা শুনিয়াও শুনিলেন না, বলিলেন, "হর্ষপুরে ঊষা আছে, তাহার সঙ্গে তো তোমার সেদিন সাক্ষাৎ হয় নাই?"

প্রমোদকিশোর অস্বীকৃত হইতে পারিলেন না, ঊষার সহিত সাক্ষাতের কথা কহিলেন, শুনিয়া সুজলা কহিলেন, "বুঝিয়াছি। এখন কোথায় যাইতেছেন?"

"এখনও স্থির করিতে পারি নাই।"

"সাবধান থাকিবেন, সুমন্ত দেব মোগল সেনাপতির সহিত যোগ দিয়াছে, তাহারা আপনাকে বন্দি করিবার চেষ্টা করিতেছে, সাবধানে থাকিবেন। আর যদি আমার কথা শুনেন তবে শীঘ্র মণিপুরের দিকে যান, মণিপুরের রাজা মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলে উপকার হইতে পারে।"

"আমি এখনই সে দিকে চলিলাম।"

"সন্ন্যাসিনী দুইবার ঊষার নাম করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ঊষার কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুলিত হইল; কিন্তু তিনি সে ইচ্ছা হৃদয়ে দমন করিয়া বলিলেন, "দেবি! যদি সরজুর সহিত সাক্ষাৎ হয় বলিবেন, আমি তাকেই ভাল বাসি, সে ভিন্ন এ হৃদয়ে কেহ স্থান পাইবে না। তাহাকে বলিবেন, ঊষা আমার কে? আমার নিকট আর অর্থ নাই, আমি এখন পথের ভিখারী। তাহাকে পথে পথে ঘুরিতে বারণ করিবেন,—তাহাকে এই বনে আসিতে বলিবেন; আপনার নিকট গোপন কি, এই বনে আমার পিতা মাতা বাস করিতেছেন, তাহাকে বলিবেন সে যেন আসিয়া আমার পিতামাতার নিকট থাকে। যদি আমি যুদ্ধে বাঁচিয়া থাকি ফিরিয়া আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, যদি মরি, তার যাহা ইচ্ছা হয় করিবে। যদি তাহার অর্থের অভাব হয় তাহা হইলে——"

প্রমোদকিশোর তাহাকে কাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে বলিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না, কাহারও নাম তাঁহার মনে আসিল না, তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে সে যেন বারেন্দ্রে যায়,—সেখানে আমার নাম করিলে সে হয়তো সাহায্য পাইতে পারিবে।"

স্ত্রীর কথা প্রমোদকিশোরের প্রায়ই স্মরণ হইত না; এক্ষণে তাহার কথা স্মরণ হইবামাত্র অনুতাপ তাঁহার হৃদয়ে দংশন করিল; তিনি ভাবিলেন, "তিনি কি নরাধম।"

তাঁহার ভাব দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে ছিলেন, সকল শুনিয়া কহিলেন, "যদি তাহার সাক্ষাৎ পাই, আপনার কথা বলিব।"

"আমি একটা কথা বড় ভুলিয়া যাইতেছিলাম। একটী ব্রাহ্মণের সহিত আমার ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ হয়; পিতামাতার নিকট কাহাকেও রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক হওয়ায় আমি তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাদের নিকট রাখিয়াছি। তিনি আপনার অনুসন্ধান করিতেছিলেন, আমি আপনার সন্ধান করিয়া তাঁহাকে সম্বাদ দিব অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন কি?"

সুজলা মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, "করিব; তাঁকে আর দিন কতক অনুগ্রহ করিয়া থাকিতে বলিবেন।"

"বলিব।"

"তবে আশীর্ব্বাদ করুন, এখন বিদায় হই।"

"আশীর্ব্বাদ করি প্রতিপদে জয় হউক। তবে ইহাও বলি স্ত্রীলোকের চিন্তা অধিক করিলে আপনার দ্বারা স্বদেশ উদ্ধার হইবে না।"

প্রমোদকিশোর ভর্ৎসনায় লজ্জিত হইলেন, কোন কথা না কহিয়া চলিলেন, সুজলা কহিলেন, "রাজকুমার, খুব সাবধানে যাইবেন, নিকটেই শত্রু আছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর ও সুজলা।

সুজলা ধীরে ধীরে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের সন্ধানে চলিলেন। সুজলার পক্ষে সেই অরণ্যের মধ্যে রাজারাণীর বাসভূমি, কুটীর অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইল না। তিনি অন্তরালে থাকিয়া দেখিলেন, রাজা রাণী কুটীর সম্মুখে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, সর্ব্বেশ্বর তথায় নাই।

তিনি তথা হইতে একটু দূরে গেলেন, দেখিলেন এক ব্যক্তি কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে। তিনি গান ধরিলেন।

"দিওনা এমনে, বেদনা মরমে, কেন ভুলিলে ;"

সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের কাষ্ঠ আহরণ বন্ধ হইল ; তিনি কর্ণ উত্তোলিত করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

"কিবা দোষে দোষী আমি, তাই তুমি ত্যজিলে !"

তৎপরে বলিয়া উঠিলেন, "এ আর কেউ নয় ; এ গলা আর কার আছে ?" গান হইতেছিল,

"কত যাতনা হৃদয়ে, হের পদে শোণিত ঝরে,
কোথা গেলে কেন নাথো, ফেলিয়া জ্বালে ?"

"এ আমার সন্ন্যাসিনী," এই বলিয়া ঠাকুর লম্ফ দিয়া যে দিক হইতে সঙ্গীত ধ্বনি উঠিতে ছিল, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। সুজলা বৃক্ষান্তরালে লুক্কাইত হইয়া গাইলেন,

"দিওনা এমনে বেদনা মরমে, কেন ভুলিলে !"

ঠাকুর যত নিকটস্থ হয়েন তিনিও তত সরিয়া যান ;

ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়া সর্ব্বেশ্বর কহিলেন, "তোমার পায় ধরি,—দাঁড়াও।"

সুজলা হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, এখনও তুমি আমাকে ভুল নাই?"

"তোমায় ভুলিব! আমি দিনরাত তোমার ধ্যান করেছি।"

"ঠাকুর, সেই সময়টা যদি ঈশ্বরের নাম করিতে তবে পরকালের কাজ হইত। ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট করিতেছ।"

ঠাকুর সুজলার ভাব বুঝিতে পারিতেন না; এই তিনি সরলা বালিকা, এই হাবভাবযুক্তা যুবতী, আবার এই সঙ্গীতময়ী, রসিকা নাগরী, আবার এই গম্ভীরা সন্ন্যাসিনী, স্বর্গীয় তেজময়ী দেবী। তিনি সন্ন্যাসিনীর কথায় ভীত হইলেন, কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমার মন বুঝে না।"

সন্ন্যাসিনী গান ধরিলেন,

"দিওনা এমনে, বেদনা মরমে, কেন ভুলিলে!
কিবা দোষে দোষী আমি, তাই তুমি ত্যজিলে!
কত যে যাতনা হৃদয়ে, হের পদে শোণিত ঝরে।
কোথা গেলে কেন নাথো, ফেলিয়ে পলালে?"

ঠাকুর বলিলেন, "তুমি আমায় পাগল করিবে?"

"তোমার ভালর জন্যই বলি, পরকালের কথা ভাব না ভাব ইহকাল নষ্ট কর কেন?"

"কেন?"

"কেন? এই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে। কাজ কর্ম্ম করিলে যে সুখে থাকিতে পার।"

"সে আমার ইচ্ছা।"

"তা ইচ্ছা করিয়া যদি ইহকাল নষ্ট করিতে চাও কর; পরকাল নষ্ট কর কেন?"

"কেন?"

"আমি বিবাহিতা স্ত্রী,—জান তো শাস্ত্রে কি বলে।"

"তুমি যে সন্ন্যাসিনী।"

"আরে মূর্খ, সন্ন্যাসিনীর কি বিবাহ হ'তে নাই।"

"তবে তুমি কেন আমায় ফাঁকি দিলে, কেন বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে?"

"তোমারই ভালর জন্য তোমাকে আনিয়াছি।" ঠাকুরের ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল, তিনি কহিলেন, "তুমি রাক্ষসী, আমাকে তোমার চাকর করিবার জন্য কি আমাকে ভুলাইয়া সঙ্গে আনিয়া ছিলে? তোমার ধূর্ত্ততা আমি বুঝিয়াছি। নেড়া আর বেল তলায় যায় না।" এই বলিয়া ক্রোধে ঠাকুর চলিয়া যান, সুজলা যাইয়া তাঁহার হাত ধরিলেন; বলিলেন, "ঠাকুর, নিজের ইহকাল পরকাল আর সেই সঙ্গে আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতে যদি চাহ তবে আইস, সুজলার জলদ গম্ভীর স্বরে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তিনি ধীরে ধীরে সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। সুজলা বীণা বাজাইয়া ধীরে ধীরে গান আরম্ভ করিলেন। গান শেষ করিয়া সুজলা দেখিলেন সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর নিজ অবস অঙ্গ এক বৃক্ষে সংলগ্ন করিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছেন; তিনি বলিলেন, "আমি যত দিন না ফিরি তত দিন রাজা রাণীকে ত্যাগ করিয়া যাইও না।"

সুজলা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন ; ঠাকুর এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যে কারণেই হউক আজ তাঁহার হৃদয়ে সুজলার কথা কয়টী দৃঢ়রূপে গ্রথিত হইল। তিনি দিবা রাত্রি সুজলা সুজলা করিতেছেন ; এমন সময়ে যখন তিনি সুজলার সাক্ষাৎ পাই-বার প্রত্যাশা মুহূর্ত্তের জন্যও করেন নাই, সেই সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় সহসা সুজলা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। যে কথা কখনও ভাবেন নাই সেই কথা তিনি তাহাকে বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন ; ঠাকুরের মনে এক আলোড়ন উপস্থিত হইল।

তিনি সে দিবস কোন কার্য্য করিতে পারিলেন না ; তাঁহার হৃদয়ে পরকালের ভাবনা আসিয়াছে। তিনি ভাবিতে ভাবিতে ভীত ও ব্যাকুলিত হইলেন, তৎপরে ঘোর পাপ কার্য্য করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার হৃদয়ে অনুশোচনা আসিয়া দেখা দিল। পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন ভাবিয়া তিনি হৃদয়ে ব্যথা পাইলেন ও ভীত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে পাপ ভাররূপে উপলব্ধি হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়ের একান্ত আশা ও ইচ্ছা, সন্ন্যাসিনীর সহিত বিবাহ, আজ মরিচিকার ন্যায় তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তহৃত হইয়াছে ; সুজলা যে বিবাহিতা। তাঁহার হৃদয়ে যে স্থান ভাল-বাসা অধিকার করিয়াছিল এক্ষণে তথায় অনুশোচনা আসিয়া দেখা দিল ; তিনি সম্মুখে নরকের ভীষণ দৃশ্য দেখিতে লাগি-লেন, তিনি ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "আমি মহাপাপী আমার উপায় কি হবে ?"

"যিনি সকলের উপায় তাঁহার চরণে যাইয়া কাঁদিয়া পড়।"

চমকিত হইয়া সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর মুখ তুলিলেন, দেখিলেন সম্মুখে এক জটাজুট ধারী তেজময় সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান ; সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর তাঁহাকে চিনিলেন,—তিনি দেবানন্দস্বামী। সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের আজ অনেক কারণে ক্রন্দন হৃদয় ভেদ করিয়া আসিতেছিল; তিনি সন্ন্যাসীর দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন, বলিলেন, "আইস।"

দুই জন অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

সন্ধ্যা হয় ;—সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের সম্বাদ নাই। রাজারাণী তাঁহার জন্য ব্যাকুলিত হইলেন ; বৃক্ষপত্রের শব্দে চমকিত হইয়া রাণী ক্ষণে ক্ষণে বাহিরে আসিতেছিলেন ; কিন্তু সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর কই ? তাঁহাদের আশ্রয় এক্ষণে সর্ব্বেশ্বর, তাঁহার অদর্শনে তাঁহারা ক্রমেই অধিকতর ব্যাকুলিত হইতেছিলেন।

সন্ধ্যার পর সহসা ঠাকুর আসিয়া কুটিরে দেখা দিলেন। "কার্য্য গতিকে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে" বলিয়া তিনি আহারের আয়োজন করিতে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রমোদকিশোর ও ঊষা।

সন্ন্যাসিনী "নিকটে শত্রু আছে" বলায় প্রমোদকিশোর প্রকাশ্য পথ ত্যাগ করিয়া অতি সাবধানে মণিপুরের দিকে চলিলেন। মণিপুর যাইতে হইলে তাঁহাকে হর্ষপুর দিয়া যাইতে

হয়। যে দিন তিনি হর্ষপুর ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন সেই দিন হইতে ঠিক ১৫ দিবস পরে তিনি আবার হর্ষপুর আসিলেন। এখনও ঊষা সেখানে আছে কি না জানিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে ইচ্ছা তিনি হৃদয়ে দমন করিলেন; তৎপরে সবজুর সন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহার কোনও সন্ধান পাইলেন না।

নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেছিলেন না; নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তিনি প্রকাশ্য স্থান দিয়া যাইতে ছিলেন না; কিন্তু তত্রাচ অনেকে তাঁহার দিকে চাহিতেছিল। ভবানীর মন্দিরের নিকট আসিলে এক জন পশ্চাত হইতে তাঁহাকে বলিল, "দাঁড়ান।" প্রমোদকিশোর দেখিলেন একটী স্ত্রীলোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি আবশ্যক?

"ঐ বাড়ীতে আমার কর্ত্রী থাকেন, তিনি আপনার নিকট আমাকে পাঠাইলেন।"

"কেন?"

"আপনি একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।"

"তোমার কর্ত্রী কে?"

"তিনি বলিয়া দিলেন, বলিও ঊষা।"

যে অগ্নি প্রমোদকিশোরের হৃদয়ে ধীরে ধীরে নিবিতেছিল সহসা তাহা আবার জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, "তবে কি ঊষা আমার কথা ভাবে? না না, আর তার কথা ভাবিব না।" স্ত্রীলোক কহিল, "আসুন।" প্রমোদকিশোর ভাবিলেন, "আমার কি যাওয়া উচিত; গেলে ক্ষতি কি?

না গেলে নিতান্ত অভদ্রের কার্য্য হইবে।” তিনি বলিলেন, “চল।”

দ্বারে ঊষা তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন; তিনি আসিবা-মাত্র ঊষা কহিলেন, “ভাবিয়াছিলাম সাত দিবস পরে আপনার সাক্ষাৎ পাইব। কিন্তু সে আশায় বঞ্চিত হইয়া ছিলাম; বোধ হয় কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন?”

প্রমোদকিশোর এ কথায় উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন “আপনি এখনও এখানে কেন?”

“কুমার সুশীলসুন্দর সেই পর্য্যন্ত আসেন নাই; কাল এখানে আসিয়াছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়াই আবার কি বিশেষ কাজে গিয়াছেন; আজ আসিবার কথা আছে।”

প্রমোদকিশোর ভাবিলেন “তবে আমি অন্যায় ইহাকে অবিশ্বাস করিয়াছিলাম, সুশীল ইহার নিকট কিছুই নয়।” আর একটী তাঁহার জিজ্ঞাসা করিবার আছে, সেটীর সন্তোষজনক উত্তর পাইলেই তিনি—হায় সরজু তুমি কোথায়?

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার সঙ্গে সে দিন সাক্ষাৎ করিলেন না কেন?” উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে উত্তরের প্রত্যাশায় প্রমোদকিশোর ঊষার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঊষা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এই সময়ে সবলে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া যোদ্ধৃবেশে এক যুবক সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি ব্যস্তে ঊষার নিকট গিয়া বলিলেন “সর্ব্বনাশ, এখনি—” ঊষা তাঁহাকে কি বলিল, তিনি ফিরিয়া প্রমোদকিশোরকে সম্ভাষণ করিলেন—বলিলেন, “প্রমোদকিশোর, মোগলেরা এই

গ্রামের নিকট আসিয়াছে, তোমাকে বন্দি করিবার চেষ্টায় আছে; বাহিরে আমার ঘোড়া আছে, অবিলম্বে পলাও।" তৎপরে তিনি উষার হাত ধরিয়া তাঁহাকে গৃহের এক পার্শ্বে লইয়া গেলেন; তখন দুই জনে তথায় কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

প্রমোদকিশোর ঈর্ষায় উন্মত্ত প্রায় হইলেন। "তবে সুশীলই উহার সকল, আমি কেহ নই; তবে আমার সহিত কেবল প্রতারণা।" এই ভাবিয়া প্রমোদকিশোর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সেই স্থানে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

পরামর্শ শেষ করিয়া উষা ও সুশীলসুন্দর সত্বর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতেছিলেন, দেখিলেন প্রমোদকিশোর যান নাই। সুশীলসুন্দর কহিলেন, "প্রমোদ, তুমি কি পাগল হইয়াছ? এখনও যাও নাই, প্রাণে কি মায়া নাই; নিজের জন্য না থাকে, তুমি কি ভুলে গেছ যে তোমার পিতা মাতা স্ত্রী আছেন।" প্রমোদকিশোরের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। উষা কহিলেন, "রাজকুমার যান যান; রাজকুমার যান" তিনি উত্তর দেন না দেখিয়া সুশীল সুন্দর উষার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে সবলে টানিয়া লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন

বাহিরে শিবিকা প্রস্তুত, তাঁহার লোক জন অশ্বারোহণ করিয়াছে, তিনি উষাকে পাল্কিতে তুলিয়া দিয়া নিজে অশ্বারোহণ করিলেন। তখন সকলে দ্রুতগতি গ্রামের বাহির হইয়া গেলেন।

গ্রামের বাহিরে আসিলে উষা শিবিকা দাঁড় করাইলেন, তাহা দেখিয়া সুশীলসুন্দর নিকটে আসিলেন, বলিলেন,

"দাঁড়াইলে কেন? বিলম্ব করিলে সকলে মরিব।" ঊষা কাতর স্বরে কহিলেন, "তিনি নিশ্চয় সেই খানেই আছেন; তুমি যাও, তাঁকে রক্ষা কর। আমার কাছে অঙ্গীকার কর, তাঁকে রক্ষা করিবে, নতুবা আমি যাইব না, যাইতে পারি না।" সুশীল সুন্দর পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তিকে কি বলিয়া অশ্বের মুখ ফিরাইলেন, বলিলেন, "তোমরা যাও, আমি প্রমোদকিশোরের নিকট চলিলাম।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুশীলসুন্দর ও প্রমোদকিশোর।

সুশীলসুন্দর যাইতেছিলেন, ফিরিয়া এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটা অশ্ব লইয়া সেটাকে চালাইয়া লইয়া চলিলেন। বাড়ীর অদূরে অশ্ব দুইটী এক বৃক্ষ শাখায় বন্ধন করিয়া তিনি যে বাড়ীতে ঊষা ছিলেন সেই দিকে চলিলেন। তখন গ্রামে এক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে, চারি দিকে লোক পলাই-তেছে।

তিনি আসিয়া দেখিলেন সম্মুখে প্রমোদকিশোর। সুশীল-সুন্দর ডাকিলেন "প্রমোদকিশোর।" তিনি চমকিত হইয়া তাঁহার দিকে ফিরিলেন; নিমিষ মধ্যে অসি উন্মুক্ত করিয়া কহিলেন, "প্রাণ রক্ষা কর।" সুশীলসুন্দর হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কেন, কুমার বাহাদুর?"

"উপহাস নয়; যদি যুদ্ধ করিতে ভীত হও, তাহা হইলে কাপুরুষকে যেরূপ করা উচিত সেই রূপ করিব।"

"এত অনুগ্রহ কেন? যুদ্ধের সাধ হইয়া থাকে এখনি মিটিবে। যোগসেরা আসিতেছে, যুদ্ধের ইচ্ছা হইয়া থাকে যাও, তাহাদের সহিত যাইয়া যুদ্ধ কর. তাহাতে পৌরুষ আছে। কুটুম্বের সহিত যুদ্ধে লাভ কি?'

"কাপুরুষ, তুই যুদ্ধ করিতে ভয় পাইতেছিস," এই বলিয়া প্রমোদ কিশোর অসি উত্তোলন করিলেন; সুশীল সুন্দর সত্বর তাঁহার হাত ধরিলেন। তিনি প্রমোদকিশোরের ভাব দেখিয়া সত্য সত্যই ভীত হইলেন; সহসা তাঁহার এরূপ হইল কেন? তিনি তাহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, "তোমার হইয়াছে কি? রাজ্য তো সকলেরই যায়, আবার হয়। তার জন্য তোমার মত লোক এরূপ অধীর হয়, এ বড় লজ্জার কথা।"

"শুন, কুমার সুশীলসুন্দর, হয় আমি মরিব না হয় তুমি মরিবে. উহা দুই জনের হইতে পারে না।"

সুশীলসুন্দর উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন! "ও, এই জন্য রাগ, এই জন্য এই ভাব।"

"নরাধম, আমার মুখের উপর তুই হাসিতে সাহস করিস? সুশীলসুন্দর প্রমোদকিশোরের হাত আবার ধরিলেন, বলিলেন? তুমি ঘোর মূর্খ। কেবল মূর্খ নও, তুমি নরাধম, পাষণ্ড। আমি তোমার কে তোমার কি জ্ঞান আছে?"

"তুমি যেই হও, তোমাকে আমি আজ হত্যা করিব।"

"সেই জন্যই তুমি আরও নরাধম। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে আমি তোমার পরিণীতা পত্নীর সহোদর? তোমার কি লজ্জা হয় না? আমার সহিত একটা স্ত্রীলোক লইয়া

কলহ করিতে তোমার কি এক বিন্দু লজ্জা হয় না? কেবল তাহাই নয়, রাজ্য হারাইয়াছ, বৃদ্ধ পিতা মাতাকে অনাহারে নিক্ষেপ করিয়াছ; একবারও সে সকল কথা ভাব না,—ইচ্ছা করিয়া সেই সকল মহৎ কার্য্যে অবহেলা করিতেছ,—ইচ্ছা করিয়া বিপদে পড়িতেছ, তোমার মত নরাধম কে? তারপর, আরও বলিব কি? সবজুকে কি বলিয়াছ মনে পড়ে? তোমার সঙ্গে কথা কহাও পাপ।"

প্রমোদ কিশোর সুশীল সুন্দর কর্তৃক ভৎর্সিত হইয়া কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; সুশীল রাগিয়াছিলেন, বলিলেন, "তোমার মত মূর্খের ব্যবহারে হাসি পায় ভিন্ন আর কিছু হয় না, তবে দুঃখও হয়। তোমার যদি জানিলে সুখ হয় তবে শুন উষা তোমাকেই ভাল বাসে।"

"তবে সে তোমার সহিত ওরূপ ব্যবহার করে কেন?"

"সে আমার আত্মীয়,—পরম আত্মীয়।"

"সে তোমার কে?" তোমার মিথ্যা কথা। সে রাজপুত।

"তুমি ভয়ানক মূর্খ, সে আমার—।"

এই সময়ে নিকটে ঘোর রোলে 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি উঠিল। সুশীল সুন্দর চমকিত হইয়া অসি উন্মুক্ত করিলেন, বলিলেন, "তোমারই জন্য এ বিপদ ঘটিল। বড় যুদ্ধের সাধ, এখন সে সাধ মিটাও। আইস পশুর ন্যায় এই স্থানে হত হইয়া আবশ্যক নাই। যদি মরিতে হয়, আইস, যুদ্ধ করিয়া মরি।"

দুইজনে অসি হস্তে বাহিরে আসিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া যবনগণ গগন বিদীর্ণ করিয়া 'আল্লা হো আকবর' শব্দ

করিল। সুশীল সুন্দর ও প্রমোদ কিশোর উভয়ের কেহই যুদ্ধ করিতে পারিলেন না; অসংখ্য যবন সেনা আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহারা বন্দি হইলেন।

তখন তাঁহাদের দুই জনকে দুই অশ্বে তুলিয়া তাঁহাদের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে লইয়া চলিল।

পথে একজন সন্ন্যাসিনী দাঁড়াইয়া দেখিতে ছিলেন; তিনি নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কাহাকে বন্দি করিয়া আনিতেছে?" সে কহিল, "বিক্রমপুরের রাজার ছেলে।"

সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কারাগারে।

মোগলগণ কুমার প্রমোদ কিশোর ও কুমার সুশীলসুন্দরকে সেনাপতি আবদুল হুসেন আলির সম্মুখে আনিল। তিনি উভয়কে বসিতে অনুরোধ করিলেন; আকবরের সেনাপতিগণ কোন শত্রুর উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার বা অভদ্রতাচরণ করিতে পারিতেন না; বাদসাহের এবিষয়ে বিশেষ আজ্ঞা ছিল। সেনাপতি আবদুল হুসেন কহিলেন, "আপনাদিগকে বন্দি করিলাম বলিয়া আমি দুঃখিত হইতেছি; কিন্তু কি করিব?" সুশীল সুন্দর কহিলেন, "আমি বারেন্দ্রের অধিপতি মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র; বারেন্দ্রের অধিপতি আকবর বাদসাহ

তাঁহাকে অনেক দিন প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তিনি পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য রাজা টোডারমল্লকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, এ কথা কি আপনি অবগত নহেন?"

'কে না রাজা নরেন্দ্র নারায়ণের নাম শুনিয়াছে? কোন্ মোগল না জানে যে তিনি বঙ্গ দেশে মোগলদিগের পরম বন্ধু? আপনি আমাদিগের অতিথি; কিন্তু রাজকুমার, আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনি রাজদ্রোহীর সহিত ধৃত হইয়াছেন, মোগলদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন; রাজা টোডারমল্লের অনুমতি ব্যতীত আমি আপনাকে ছাড়িতে পারি না।'

"তোমাদের যাহা অভিরুচি হয় কর। আমি ভীত নই।"

'রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্রকে ভীত বলে এমন সাহস কাহার? আপনি নাম মাত্র আমাদের বন্দি থাকিবেন। যত দিন না সেনাপতির নিকট হইতে অনুমতি আসে তত দিন কেবল আপনাকে আটক রাখিব, আপনার কোন অযত্ন হইবে না।"

"বন্দির আবার যত্ন অযত্ন কি। তোমরা কুমার প্রমোদ কিশোরকে কি করিতে চাহ। উহাঁকেও তোমরা যেরূপ রাখিবে আমাকেও সেই রূপ রাখ। তোমরা কি জান না উনি আমার ভগিপতি।"

প্রমোদ কিশোর এতক্ষণ নীরব ছিলেন, হৃদয়ের নানা ভাবে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল, এক্ষণে গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমাকে কি করিতে চাহ?" সেনাপতি সেই রূপ কোমলস্বরে কহিলেন, "রাজকুমার, আকবর বাদসাহ তাঁহার সকল প্রজাকে সমান ভাবে দেখেন;

তাঁহার নিকট শত্রু মিত্র নাই। আমাদের উপর তাঁহার বিশেষ আজ্ঞা আছে যে তাঁহার সকল শত্রুর সহিতই সদ্ব্যবহার করিতে।”

“তোমরা আমাকে কি করিতে চাহ?”

“আপনাকে কারাগারে থাকিতে হইবে,—অন্ততঃ যত দিন না সেনাপতির অনুমতি আইসে।

“উত্তম।”

“আপনার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, নতুবা কখনও আমি এ কার্য্য করিতাম না।”

ক্রোধে প্রমোদ কিশোরের সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে ছিল, কহিলেন, “কে প্রমাণ দিয়াছে?”

“চন্দ্র দ্বীপের রাজকুমার সুমন্তদেব আমাদের সম্বাদ দিয়াছেন। তিনি বলেন আপনি বাদসাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তিনি আমাদের শিবিরে আছেন।”

“সে নরাধমের শিরশ্ছেদ করিলে তবে এ হৃদয় জ্বালা জুড়াইবে; আর সেই সঙ্গে তোমার শিরশ্ছেদ করাও উচিত?”

“বৃথা রাগ প্রকাশ করিতেছেন, সমস্ত ভারতবর্ষ আকবর বাদসাহকে প্রভু বলিয়া মানিয়াছে; বঙ্গ দেশের কি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত? তাঁহার অধীনতা স্বীকার করুণ, আপনার যেরূপ রাজ্য ছিল এখনও ঠিক সেইরূপ থাকিবে; অধিকন্তু যদি ইচ্ছা করেন তবে আকবর বাদসাহ আনন্দের সহিত আপনাকে তাঁহার এক জন সেনাপতি করিবেন। আপনাকে যেরূপ দেখিতেছি তাহা হইলে আপনি এক দিন মহারাজ মান সিংহ বা রাজা টোডারমল্লের ন্যায়ও হইতে পারেন।”

"কোন কারাগারে আমাদিগকে, আমাকে, রাখিবে শীঘ্র পাঠাইয়া দেও, বৃথা বিলম্বে আবশ্যক নাই।"

সেনাপতি আবদুল হুসেন প্রহরী দিয়া তাঁহাদিগের দুই জনকে ঢাকার কারাগারে প্রেরণ করিলেন। এদিকে অন্যান্য অনুমতির জন্য রাজা টোডারমল্লের নিকট লোক প্রেরিত হইল।

ঢাকায় তাঁহারা আসিলে তথাকার সুবাদার কুমার সুশীল সুন্দরকে কেবল "নজর বন্দি" রাখিতে চাহিলেন; কিন্তু প্রমোদ কিশোর কারাগারে থাকিবেন, আর তিনি থাকিবেন না,— এরূপ স্বার্থপর লোক সুশীলসুন্দর ছিলেন না। তিনি কারাগার ভিন্ন অন্যত্র থাকিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন সুবাদার তাঁহাদিগের দুই জনকেই কারাগারে প্রেরণ করিলেন।

সুশীলসুন্দর সমস্ত কথা লিখিয়া পিতাকে পত্র লিখিলেন। প্রমোদকিশোরের অনুরোধে তিনি পিতার নিকট প্রমোদকিশোরের পিতা মাতার কথাও লিখিয়া দিলেন; তাঁহারা সেখানে যেরূপে বাস করিতেছেন তাহাও লিখিলেন। পত্র লইয়া এক ব্যক্তি বারব্রে গমন করিল।

এখন যেরূপ ডাকের বন্দোবস্ত হইয়াছে তখন সেরূপ ছিল না। সেনাপতি টোডারমল্ল তখন মুঙ্গেরের দুর্গে বাস করিতেছিলেন; তথা হইতে সম্বাদ লইয়া লোকের প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দুই মাস কাটিয়া গেল। রাজা লিখিয়াছিলেন, "কুমার সুশীলসুন্দর বাদসাহের পরম বন্ধু, অনতিবিলম্বে তাঁহাকে মুক্ত করিবে এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। যত দিন না বিক্রমপুর সুশাসিত হয় তত দিন

প্রমোদকিশোরকে কারাগারে রাখিতে হইবে। তবে যদি তিনি তাঁহার পিতার সহিত একত্রে আমার নিকট আসিয়া বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করেন ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ না করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হয়েন, তবে তাঁহাদিগকে লোক জন দিয়া সযত্নে এখানে পাঠাইবে।"

সেনাপতি পত্র ঢাকায় পাঠাইলেন, সুবাদার, সুশীলসুন্দর ও প্রমোদকিশোরকে সেনাপতির অনুজ্ঞা জানাইলেন। প্রমোদকিশোর কহিলেন, "জীবন থাকিতে স্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা ত্যাগ করিব না।" সুশীল অনেক বুঝাইলেন কিন্তু প্রমোদকিশোর বুঝিলেন না। সুতরাং সুশীলসুন্দর মুক্ত হইলেন, প্রমোদকিশোর পুনরায় কারাগারে প্রেরিত হইলেন।

ঢাকা ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সুশীলসুন্দর প্রমোদকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন; বলিলেন, "আমি অদ্যই দেশে যাইতেছি; পিতার নিকট হইতে পত্র লইয়া রাজা টোডারমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

"কেন?"

"তোমার মুক্তির জন্য।"

প্রমোদকিশোর কথা কহিলেন না। সুশীল কহিলেন "আর কিছু বলিবার আছে?—তবে আমি যাই।"

সুশীলসুন্দরের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে প্রমোদকিশোরের হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশন করিল, কিন্তু উপায় নাই, তিনি বলিলেন, "আমার পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবে?"

"করিব।"

"তাঁহারা কিরূপ আছেন আমাকে সম্বাদ দিতে পারিবে ?"

"তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই তোমার এখানে সম্বাদ পাঠাইব।"

"যদি তাঁহাদের কোন অভাব, কোন কষ্ট হয় তবে—" জলে প্রমোদকিশোরের চক্ষু পূর্ণ হইয়া আসিল;—সুশীলসুন্দর কহিলেন, "সে কথা কি আমাকে তোমায় বলিতে হইবে ?" প্রমোদকিশোর কোন উত্তর দিলেন না, সুশীল কহিলেন, "তবে এখন আমি যাই ?"

"আর একটা অনুগ্রহ করিবে ?"

"প্রমোদকিশোর! আমার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ তাহা কি তুমি ভুলিয়া যাইতেছ ?"

"সরজুর নাম করিয়াছিলে, সরজুর কথা তুমি বোধ হয় জান, তাহার অনুসন্ধান করিবে ?"

"করিব।"

"যদি তার সাক্ষাৎ পাও, তাকে আনিয়া আমার পিতা-মাতার নিকট রাখিও।

"আচ্ছা;—আর কোন কথা আছে।"

"না।"

"ঊষার কথা কিছু বলিলে না ?"

আহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া প্রমোদকিশোর কহিলেন, "ঊষা আমার কে ?"

"তা হইলে সরজুই বা তোমার কে ?"

প্রমোদকিশোর বসিয়াছিলেন, লম্ফ দিয়া উঠিলেন, বলি

লেন "সে কথায় তোমার প্রয়োজন কি? তোমাকে আমার কোন কাজ করিতে হইবে না; তুমি আমার সম্মুখ হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও।"

সুশীলসুন্দর মৃদু হাস্য করিয়া চলিয়া গেলেন; প্রমোদকিশোর সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার কারাগৃহে বসিয়া পড়িলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাবন্দ্রাধিপতি।

প্রায় চারি মাস পরে কুমার সুশীলসুন্দর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বহু দিবস পরে আদরের বস্তু নিকটে আসিলে রাজা প্রজা সকলের গৃহই সমান ভাব ধারণ করে।

জননী নিকটে আসিয়া সন্তানকে আহার করাইতে বসিলেন। কিন্তু সুশীল সুন্দরের আহারে অভিলাষ ছিল না; তাঁহার হৃদয় চিন্তায় পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি সরজুকে লোক জন দিয়া নিজ নৌকায় বাটী পাঠাইয়াছিলেন, সরজু বাড়ী আসে নাই, সে নৌকা, সে লোক জনের কোনই সম্বাদ নাই। তিনি ঊষাকেও বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন, ঊষাও বাড়ী আসেন নাই, তাঁহার সঙ্গের লোক জনেরও কোন সম্বাদ নাই। বাটী আসিয়া প্রথমেই তিনি এ সম্বাদ পাইয়াছিলেন। তৎপরে বহু দিবস পরে মাতাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে এ সকল চিন্তা কতক ভুলিয়াছিল, কিন্তু আহারে বসিয়া তিনি আহার করিতে পারিলেন না। চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইল।

তাঁহার মাতাও তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া বোধ হইতেছিল, কিন্তু পারিতেছিলেন না; সুশীলসুন্দরও কোন কথা কহিতেছেন না। অবশেষে রাণী কহিলেন; "তোর পত্র পেয়ে রাজা, টোড়ারমল্লকে পত্র লিখিয়া ছিলেন।"

"তাহা বুঝিয়াছিলাম; না হ'লে হয়তো আরও কতদিন থাকিতে হইত।"

"প্রমোদকিশোর কোথায়?"

"সেইখানে সেই কারাগারে।"

"সে কেন মোগলদের অধীনতা স্বীকার করুক না? আমরা সকলেই করিয়াছি।"

"মা, আমরা সব কি ভাল কাজ করিয়াছি, স্বদেশকে ত্যাগ করিয়া কি আমাদের গৌরব বাড়িয়াছে? এর জন্য প্রমোদ-কিশোরকে দোষ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।"

"যখন উপায় নাই তখন বৃথা অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

"হলেও সে কি করিবে; বৃদ্ধ রাজা না শুনিলে সে কি করিবে?"

"বাছার না জানি কত কষ্ট হচ্চে?"

"মা, আমি বৃদ্ধ রাজা রাণীকে এখানে আনিবার জন্য বাবাকে পত্র লিখিয়াছিলাম; তাহাদের আনা হয় নাই কেন?"

"তাহাদের জন্য লোক গিয়াছিল; তাহারা যেখানে ছিলেন লিখিয়াছিলে সেখানে তাঁরা নাই।

"সেখানে নাই, তাও কি কখন হ'তে পারে। লোকেরা সেখানে যায় নাই।"

"তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে। তাহারা তাঁহাদের অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিল।"

সুশীলসুন্দর আরও চিন্তিত হইলেন। রাণী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার কোন সম্বাদ পেয়েছিলে?"

"পেয়েছি।"

"বেঁচে আছে তো?"

"সুষমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।"

"এঁ্যা, সে ভাল আছে তো?"

"ভালই আছে।"

রাণী কথা কহিলেন না, সুশীলসুন্দর কহিলেন, "মা তোমরা তাহার উপর বৃথা রাগ করিয়াছ;—সে তার স্বামীর অনুসন্ধানে গিয়াছিল।"

"এঁ্যা।"

"স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন আর কে আছে? সে স্বামীর কাছে গিয়াছিল।"

"তবে সে বিক্রমপুর গিয়াছে?"

"বিক্রমপুরে প্রমোদকিশোর ছিল না।"

"তবে?"

"যেখানে ছিল সেইখানে গিয়াছিল।"

"তার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

"এখন সে কোথায় রয়েছে ?"

"তা বলিতে পারি না ; তারই সন্ধানে আমি আজই আবার রওনা হইব।"

"সে কি ? রাজা এখানে নাই।"

"সে ভালই হইয়াছে। সেবার তিনি যদি জানিতেন যে আমি সুসমার সন্ধানে যাইতেছি, তাহা হইলে কি কখন আমাকে যাইতে দিতেন ? যখন বলিলাম যে আমার শরীর অসুস্থ, দিন কতক নৌকায় বেড়াইয়া আসিব, তখন তিনি অনুমতি দিলেন।"

"সুশীল, তোকে আমার ছেড়ে দিতে মন চায় না।"

"মা, সুসমা, আমার বোন।"

রাণীর চক্ষে জল আসিল, তিনি বলিলেন "সে বলিয়া গেল না কেন ? তা হলে রাজা এত রাগ করিতেন না ?"

"তা হলে তিনি কি তাকে প্রমোদকিশোরের সন্ধানে যাইতে দিতেন ?"

"তার না জানি কত কষ্ট হয়েছে ?"

"বড় কষ্ট হয় নাই, কেবল মধ্যে একবার হয়েছিল। সে বরাবর সেই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে ছিল, তারপর প্রমোদের সঙ্গে

ছিল, তারপর আমার সঙ্গে ছিল। মা, তোমরা কি বলে সুরমাকে সন্দেহ করিয়াছিলে?”

মায়ের নিকট সন্তান সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই সমান। এই সময়ে দাস আসিয়া সম্বাদ দিল রাজা আসিয়াছেন, তিনি মৃগয়া গিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

সুশীলসুন্দর সত্বর আহার শেষ করিয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি পিতাকে প্রণাম করিলেন। রাজা কহিলেন, “এই তোমার নৌকা বেড়ান! এক পা চলিবে, আর একটা কাণ্ড করিবে; এখনও তোমার একাকী বেড়াইবার বয়স হয় নাই।”

“আমার,—

“তুমি এখনও শিশু।”

এ কথার উত্তর নাই; রাজা চলিলেন, সুশীলসুন্দর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সহসা রাজা ফিরিয়া বলিলেন, “সে পাগলটার সঙ্গে মিশিয়াছিলে কেন?”

“পাগল কে?’

“পাগল কে? তোমার ভগীপতি, আমার জামাই।”

“প্রমোদকিশোর পাগল হয়েন নাই।”

“হয়েন নাই! বহু কাল আছেন; তিনি, তাঁহার পিতা, উভয়েই পাগল।

উভয়ে রাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন; রাজা এক পর্য্যাঙ্কে বসিয়া বলিলেন, "একে খেতে দিয়াছ?"

সুশীলসুন্দর কহিলেন, "পিতা, আমার আজই আবার যাইতে হইবে।" রাজা শয়ন করিয়া ছিলেন, বেগে উঠিয়া বসিলেন, তৎপরে সুশীলসুন্দরের দিকে চাহিয়া রহিলেন; সুশীলসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না; রাণী কহিলেন, "সুশীল প্রমোদের পিতা মাতাকে আনিতে যাইতে চায়।"

"তারা নেই—তারা সেখানে নেই, অনেক অনুসন্ধান করা হয়েছে।"

"পিতঃ, আমি অবশ্যই তাঁহাদের সন্ধান পাইব। আমি প্রমোদকিশোরের নিকট অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি।"

"সে সতন্ত্র কথা। না বুঝে অঙ্গীকার কর কেন? তুমি নিতান্ত বালক।"

"এখন কি সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা উচিত?"

"অঙ্গীকার পালন করিতে হইবে অবশ্য।"

"তবে অনুমতি করুন, আমি অদ্যই বিদায় হই।"

"অঙ্গীকার অবশ্য পালন করিতে হবে; সে কথা আগে বল নাই কেন?"

সুশীলসুন্দর মনে মনে হাসিলেন, তাঁহার নিকট তাঁহার পিতার চরিত্র অবিদিত ছিল না। সেই দিবসই আবার

নৌকা প্রস্তত হইল, সুশীলসুন্দর প্রত্যূষে নৌকায় উঠিলেন, রাজা নৌকা পর্য্যন্ত আসিলেন; বিদায় কালে বলিলেন, "সাবধানে থাকিও, তুমি শিশু, সংসারের এখন কিছুই বুঝ না।"

সুশীলসুন্দর প্রথমে রাজা রাণীর সন্ধানে আসিলেন, সত্য সত্যই তথায় তাঁহারা নাই। সমস্ত অরণ্য অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও তাঁহারা নাই; তৎপরে দুর্গপুরে আসিলেন, তৎপরে রামীর মা বুড়ীর কুটীরে গেলেন, কিন্তু রাজা রাণী বা ঊষা, কিম্বা সবজুর কোনই সন্ধান পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আঘাত।

ঊষা কিয়ৎদূর আসিয়া আবার শিবিকা দণ্ডায়মান্ করাইলেন; তাহা দেখিয়া একজন নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "দেবি বিলম্বে বিপদ ঘটিতে পারে।"

"তাঁরা না আসিলে আমি যাইব না, এখানে অপেক্ষা কর।"

"এখানে মুসলমানেরা শীঘ্রই আসিবে, নিতান্ত না যান, চলুন নিকটে একটা নদী আছে, ঐ নদীর পর পারে যাইয়া অপেক্ষা করি।"

ঊষা অগত্যা সম্মত হইলেন; তখন আবার সকলে দ্রুত গতি চলিলেন। প্রায় এক দণ্ড পরে তাঁহারা নদী পাইলেন; নিকট হইতে নৌকা সংস্থান করিয়া সকলে পর পারে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই নদী দিয়া এক খানি সুন্দর বজরা বাহিয়া যায়, তাহা দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি আসিয়া ঊষাকে কহিল, "কুমার বাহাদুরের বজরা যাইতেছে, আজ্ঞা হয় তো ডাকি?"

"কোথায় যায়?"

"বজরা বারেন্দ্রে যাইবার আজ্ঞা আছে?"

"কেন? কে আজ্ঞা দিল?"

"রাজকুমার কাল এক পীড়িত বালিকাকে বজরায় আনিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একজন কবিরাজ আছেন। বজরা সহিত বালিকাকে বারেন্দ্রে লইয়া যাইবার অনুমতি তিনি কাল দিয়াছিলেন।"

"বজরা এখানে লাগাইতে বল।"

বজরার মাজিকে ডাকা হইল; তাহারা কে ডাকিতেছে জানিয়া অনতিবিলম্বে বজরা আনিয়া কুলে বাঁধিল। উষা পাল্কী হইতে উঠিয়া বজরায় আসিলেন; ক্ষীণা শীর্ণা সরজুকে দেখিয়া তাঁহার তাহাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না; তখন সরজু শঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত, তখন ও তাহার জ্ঞান নাই। উষা পূর্ব্বোক্ত সেই ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বজরা বারেন্দ্রে যাইবার আবশ্যক নাই; ইনি আমি দুই জনেই এই বজরায় এখানে থাকিয়া তাঁহাদের অপেক্ষা করিব' তোমরা কেহ তাঁহাদের সংবাদ আনিতে যাও।" সে ব্যক্তি "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল। তখন উষা সরজুর শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন, কবিরাজ মহাশয়কে বলিলেন, "যদি ইহাকে বাঁচাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট করিব। কবিরাজ মহাশয় তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ছিলেন, তাঁহাকে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

নৌকায় রামিরমাও ছিল; তাহার জ্বর এক্ষণে নাই, সে ক্রমে সবল হইতেছে।

বৈকালে লোক আসিয়া সম্বাদ দিল যে উভয় রাজকুমারই বন্দী হইয়াছেন। উষা চিন্তিত হইলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

"তবে কি আমরা বারেন্দ্রে যাইব?"

"না।"

অনেক কারণে ঊষা বারেন্দ্রে যাইতে চাহেন না।

"তবে আমাদিগের উপর কি আজ্ঞা হয়?"

"এখানেই থাক।"

বজরা সেই খানেই থাকিল।

সরজু ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল; ক্রমে তাহার জ্বর ত্যাগ হইল; ক্রমে তাহার ক্ষীণ শরীরে বলের সঞ্চার হইতে লাগিল; ক্রমে সে উঠিয়া বসিতে পারিল। এক মাস যাইতে না যাইতে সে দুই এক পদ চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিল। ঊষা তাহাকে নিজ ভগ্নীর অপেক্ষাও যত্ন করিতেছেন, তাহার সেবায় তাঁহার আহার নিদ্রা নাই।

সরজু ভাল হইতেছে সত্য কিন্তু কবিরাজ মহাশয় তাহার ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইতে লাগিলেন; তিনি দেখিলেন তাহার পীড়া আরোগ্য হইতেছে, অথচ হইতেছে না; তাহার শরীরের ব্যাধি গিয়াছে সত্য, কিন্তু মানসিক ব্যাধি যায় নাই, বরং তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে। কত ঔষধ দিতেছেন, কিন্তু তাহার "বুকজ্বালা" সারিতেছে না।

হায়, এসংসারে শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসক কত শত প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ের ব্যাধির চিকিৎসক কি সহজে মিলে!

সরজু ঊষাকে প্রথম চিনিতে পারে নাই; পীড়ায় তাহার স্মরণ শক্তি প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছিল; বিশেষতঃ সে ঊষাকে মুহুর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিল মাত্র। যখন সে উঠিয়া বসিতে পারিল, তখন সে একদিন তাহার জন্য যিনি এত যত্ন করি-

তেছেন তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহাব নাম "উষা।"

পীড়ায় সে তাহার গতজীবন একরূপ বিস্মৃত হইয়াছিল। এই "উষা" কথায় তাহা ধীবে ধীরে তাহার হৃদয়ে ক্রমে পুনর্জাগরিত হইতে আরম্ভ হইল। নৌকাগবাক্ষে বসিয়া সে কপোলে হস্তস্থাপন করিয়া ভাবিত। ক্রমে তাহার শরীর যত সুস্থ হইতে আরম্ভ হইল, তত তাহার মনে একে একে পূর্ব্ব ঘটনা সকল উদিত হইতে লাগিল; ক্রমে তাহার মন অস্থির ও চঞ্চল হইতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় তাহার পীড়া, কি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সে নৌকায় বসিয়া ভাবিতেছে, তাহাব পার্শ্বে বসিয়া উষা তাহার ঔষধি প্রস্তুত করিতেছেন,এমন সময়ে সে সহসা জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি উষা?"উষা চমকিত হইয়া মুখ তুলিলেন, বলিলেন, "তুমি আমায় চিনিতে পারিতেছ না? সেই তুমি আমাকে চন্দ্রদ্বীপে মুক্ত করেছিলে!—ওকি! —একি?—কবিরাজ মহাশয়!"

চিৎকার করিয়া সরজু মূর্চ্ছিত হইয়াছে। দুই এক মুহূর্ত্ত পরেই সরজু সবলে হস্তপদ চারিদিকে নিক্ষেপিত করিতে আরম্ভ করিল; তৎপরে হৃদয় বিদারক ক্রন্দন আরম্ভ করিল। তাহার বুক জ্বলে যায়, বুক জলে যায়, শব্দে কেহ চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিল না। চারি পাঁচজনে তাহাকে ধরিয়া রাখাও কঠিন হইল।

উষা চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি পীড়া?"

"ভাল বুঝিতে পারিতেছি না, বোধ হয় কোনরূপ বায়ুরোগ হইবে।"

অর্দ্ধ ঘটিকা পরে সরজু সুস্থ হইল। উষা আর সে কথা তাহার সম্মুখে তুলিলেন না। পূর্ব্বাপেক্ষা যত্ন আরও অধিকতর করিতে লাগিলেন। কিন্তু সরজুর পীড়া ক্রমেই বাড়িতে আরম্ভ হইল, তাহার চক্ষু এক্ষণে সর্ব্বদাই রক্তিম, তাহার মস্তিষ্ক হইতে সর্ব্বদাই একরূপ অগ্নি নির্গত হইতেছে; সে আর কাহারও সহিত কথা কয় না, ডাকিলে উত্তর দেয় না, সর্ব্বদাই যেন কি ভাবিতেছে।

দেখিয়া শুনিয়া কবিরাজ মহাশয় একদিন উষাকে গোপনে কহিলেন, "ইহাঁর উন্মত্ততার লক্ষণ দেখিতেছি, বোধ হয় উন্মত্ত হইবেন; যদি বা এত করিয়া বাঁচাইলাম, কিন্তু সে সকল বৃথা হইল।" শুনিয়া উষা কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "এর এমন হ'ল কেন?"

"বোধ হয় কোন মানসিক কষ্ট পাইয়াছেন।"

উষা কোন কথা কহিলেন না; সরজুর নিকট তিনি কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ, তাহার পর এই কয়দিনে তিনি সরজুকে বড় ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু হায়, তাহার সকল বাসনা বৃথা হইল।

ক্রমে সরজুর পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হইল, সে আর রাত্রে নিদ্রা যায় না, সে আর ভাবে না; সর্ব্বদাই এক দৃষ্টে একদিকে চাহিয়া থাকে। উষা তাহার জন্য কাঁদেন। এমন কে আছে যে না কাঁদিয়া থাকিতে পারে? সে এমন কি মহাপাপ করিয়াছে যে তাহার প্রতি এই দণ্ড, তাহার এই কষ্ট। তাঁহার বিধান তিনিই বুঝেন, ক্ষুদ্র মানবে বুঝিবে কি?

একদিন নিশীথ রাত্রে নৌকাস্থ লোকজন উষার চিৎ-কারে চমকিত হইয়া উঠিল, তাহারা সত্বর নৌকার ভিতর আসিল; আলো জ্বালা হইল। উষা রক্তে প্লাবিতা; তাঁহার বাম হস্তে কে আঘাত করিয়াছে। কবিরাজ মহাশয় সত্বর ঔষধি দিয়া তাঁহার হাত বাঁধিয়া দিলেন, বলিলেন, "সৌভাগ্য যে আপনার হাত বুকের উপর ছিল, না হলে ছুরি বুকে বসিলে ভয়ানক হইত।"

সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল কে আঘাত করিল। উষা তাহা জানেন না; তাঁহার হাতে আঘাত লাগায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, তৎপরে দস্যু আসিয়াছে ভাবিয়া তিনি চিৎকার করিয়া উঠেন; কিন্তু দস্যুর চিহ্ন নাই। কেবল সরজু নৌকায় নাই; সকলেই জানিত সে পাগল হইয়াছে, সে অনায়াসেই এ কার্য্য করিতে পারে; তখন সকলেই নিশ্চয় জানিল যে সরজুই এ কাজ করিয়াছে; সৌভাগ্যের বিষয় যে উষা বিশেষ গুরুতর আহত হন নাই।

সকলে আলো লইয়া সরজুর সন্ধান আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাকে পাইল না; পরদিবস তাহার অনুসন্ধান হইল, কিন্তু সরজুর কোন চিহ্নই কোথায় নাই; তখন উষা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আমায় মেরেছিল, মেরেছিল, সে গেল কেন? হয়ত সে জলে ডুবিয়াছে।" সকলে তাহাই সম্ভব মনে করিল।

পরদিবস উষা রাণীর মাকে সরজুর পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি জানে। তৎপরে তাহার মনে কোন প্রকার কষ্ট হইবার কারণ সে কিছু জানে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন; সে বলিল, "বাছা ভাল বেসে মরিল।"

"ভাল বেসে!"

"হ্যাঁ"

"কাকে ভাল বাসিত!"

"এক রাজার ছেলেকে!"

"রাজার ছেলে!"

"হ্যাঁ!"

"কোন দেশের রাজার ছেলে!"

"তা জানিনে?"

"তার নাম কি?"

"দেখি, একবার আমায় বলেছিল, এই যে সেই!"

"কি!"

"প্রমোদ না কি বলেছিল।"

"প্রমোদ!"

"হ্যাঁ, ঐ রকমই কি একটা নাম।"

উষা আর কোন কথা কহিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উন্মাদিনী।

যেমন হরিণী শিকারী নিক্ষিপ্ত বাণে আহত হইয়া কাননে ছুটিয়া বেড়ায়; যেমন উৎফুল্ল হৃদয়কপোত উড়িতে উড়িতে গুলিতে আহত হইয়া আকাশে লুটিয়া বেড়ায়, যেরূপ অগ্নিতে

দগ্ধ হইলে মানব জ্ঞান শূন্য হইয়া ধাবিত হয়, ঠিক সেইরূপ সেই রাত্রে অরণ্যের মধ্যে সরজু ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার কেশ উন্মুক্ত হইয়া পৃষ্ঠে লুটাইতেছে, তাহার অঞ্চল পশ্চাদ্ভাগে ভূমিতে লুটাইতেছে, অন্ধকারে তাহার চক্ষুদ্বয় নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে।

ঊষার বক্ষে ছুরিকা বসাইয়া সে তীরবেগে নৌকা হইতে পলাইল; যে দিকে হইল ছুটিল; তাহার শারীরিক ইন্দ্রিয়গণ লোপ পাইয়াছে, তাহার হৃদয়ের বৃত্তি সকল অন্তর্হিত হইয়াছে।

প্রভাত হইল। সেই কাননের বৃক্ষপত্র সুবর্ণে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য পূর্ব্ব গগণে ধীরে ধীরে উঠিলেন, ডালে ডালে পাখী ডাকিয়া উঠিল। সরজু এক বৃক্ষ নিয়ে বসিল।

কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে হাসিয়া উঠিল; তাহার হাসির বিকট শব্দে পক্ষীগণ ভীত হইয়া নীরব হইল, সে দাঁড়াইয়া উঠিল; তাহার দক্ষীণ হস্তে রক্তে রঞ্জিত ছুরিকা সূর্য্য কিরণে ঝকিল। সে হাসিয়া বলিল, "ঊষা না, ঊষাই তো, ও নাম কি আমি মরিলে ভুলিব। এ রক্ত কার? বটে বটে, গদাধর, পয়সা চাও, পয়সার ভাবনা কি। ঐ যাত্রী আস্‌চে। কামাক্ষা দেবী তোমার মঙ্গল করুন। প্রমোদ কিশোর, আমি সঙ্গে যাব, তোমায় ছেড়ে কি আমি থাক্‌তে পারি,? ওরে বুড়ি,—দাঁড়া, দাঁড়া। সন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসিনী, তুমি সন্ন্যাসিনী, তুমি আমার ভালবাসার বুঝিবে কি? ও বুড়ী এ জ্বালা কি জলে যায়; দূর পাগল, বুকের জ্বালা কি জল খেলে যায়?" সরজু কাঁদিয়া উঠিল। "আমার বুক জলে যায়, বুক জলে যায়" এই বলিয়া দুই হস্তে বুক চাপিয়া ধরিয়া সে ছুটিল।

সে এক গ্রামে প্রবেশ করিল; পাগল দেখিলে কে না চিনিতে পারে ? দুষ্ট বালকেরা তাহার পশ্চাতে লাগিল; তাহার হস্তে ছুরি ;—কেহ নিকটে আসিতে সাহস করে না; কিন্তু দূর হইতে কেহ তাহার গায় ঢিল ছুড়িয়া মারে, কেহ মাটি ছুড়িয়া মারে, সে এক একবার তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হয়; আবার ফিরিয়া ছুটিতে আরম্ভ করে। সরজু সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেল, আর এক গ্রামে আসিল; তখন সে গাইতেছিল,

"প্রাণনাথ অধিনী মরে প্রাণে;
যাবে যাও, একটু দাঁড়াও,
ফেলে যেওনা এমনে!"

সে গ্রামের লোকেরা তাহার ছুরি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, গ্রামের পর গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া সরজু চলিল; সে কোথায় যাইতেছে তাহার স্থির নাই; সে পাগল তাহার ভাবনা কে ভাবে? কে না কত গ্রামে এরূপ পাগল বা পাগলী দেখিয়াছেন? কিন্তু কয়জন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন বা তাহার উন্মত্ততার কারণ জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন? সরজুরও তাহাই হইল। সে কে তাহার অনুসন্ধান কেহই করিল না।

সে কখন হা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠে; কখন বা বুক জ্বলে যায়, বুক জ্বলে জায়, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে, কখন বলে "বল, বল, বল, তুমি আমায় ভাল বাস।" আবার বলে, —"উষা আমায় ক্ষমা কর, আমি যে পাগল ভাই।" 'বাবা,

ইনি আমায় ৫ টা মোহর দিলেন।” “মলাম, মলাম।” আবার কাঁদিয়া উঠিয়া হয়তো “বুক জ্বলে যায়, বুক জ্বলে যায়” বলিয়া তথা হইতে ছুটিয়া পলায়। আবার হয়তো এক স্থানে বসিয়া গায়,

“কত দিন বলো নাথ কাঁদাইবে আর এমনে,
কাঁদাইয়া সুখ পাও, কর তব যা চায় প্রাণে!
আমি কাঁদি ক্ষতি নাই, কিবা আছে নারী জীবনে!
কাঁদা বই; জ্বালা বই; অবিরত, জানিতো মনে।”

তৎপরে হাসিয়া উঠে, তৎপরে “বুক জ্বলে যায়, বুক জ্বলে যায়” বলিয়া কাঁদিয়া উঠে।

এই রূপে এক মাস কাটিয়া গেল। তখন তাহার মত্ততা কতক শান্ত ভাব ধারণ করিল; এখন আর সে হাসে না, কাঁদে না, গান গায় না, বকে না, সে কেবলই ভাবে। এখন তাহার হৃদয় এক বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়াছে; সে ভাবে, “আমাকে অপমান! আমার সঙ্গে প্রতারণা! তোমাকে চিরকাল ভাল বাসিব, খুব ভাল বাসিব, এই বুঝি ভাল বাসা! বটে। বাস উষাকে ভাল বাস, উষা কি আর আছে—এই তার রক্ত! কেমন! হয়েছেতো! আমার বুঝি কষ্ট হয় না! আমার বুঝি বুক জ্বলে যায় না! কে তোমার ভাল বাসা চেয়ে ছিল? বুক জ্বলে যায়;—কই এজ্বালাতো জুড়ায় না,—উষার রক্তে তো জুড়ায় না; জুড়াবে কেন? উষা আমার কে? সেইতো সব। হুঃ হুঃ হুঃ—আমি কেউ নই—তবে কেন বলেছিলে খুব ভাল বাস্‌বো;—প্রতারণা। ছেলে মানুষ পেয়ে প্র·তারণা! উঃ—উঃ উঃ উঃ উঃ—জ্বলে গেল, জ্বলে গেল—জ্বলে

যায়—বুক জ্বলেযায়—এজ্বালা জুড়াব, তারই রক্তে জুড়াব।”

এ ভয়ানক উন্মত্ততা, পাগলিনীর হৃদয় এক্ষণে প্রমোদ কিশোরের রক্তের জন্য ব্যাকুল; সে প্রোমদ কিশোরকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়; কিন্ত তিনি কোথায়, তাহা তাহার স্মরণ হয় না।

সহসা হর্ষ পুরের কথা তাহার মনে পড়িল; সে হর্ষ-পুরে চলিল। জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া চলিল; তাহার ভাব দেখিয়া ভয়ে সকলেই তাহাকে পথ বলিয়া দিত

হর্ষপুরে আসিয়া সে প্রমোদ কিশোরের সংবাদ পাইল; তখন সে ঢাকায় চলিল। যখন হৃদয় কোন এক বিষয়ে একাগ্র হয় তখন এইরূপই বাঁধা বিপত্তি মানে না।

সরজু পথে যে কষ্ট পাইয়াছিল তাহা আমরা বর্ণনা করিব না; কারণ অনেকের পক্ষে সে কষ্ট অসহনীয় কষ্ট হইলেও তাহার পক্ষে নহে। পাগলের আবার কষ্ট কি? সেকি কষ্ট বোধ করিতে পারে?

সরজুর অন্য কোন জ্ঞান ছিল না; সে সর্ব্ব বিষয়ে উন্মত্ত, কিন্ত প্রমোদ কিশোরের বিষয়ে সে ঠিক উন্মত্ত নয়। যেরূপ শাবক হারাইয়া ব্যাঘ্রিনী তাহার শাবক হন্তারকের জন্য উন্মত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় প্রমোদ কিশোরের জন্য ঠিক সেও সেই-রূপ ঘুরিতেছে।

ঢাকায় আসিয়া সে কারাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাত করিল, বলিল, “আমাকে জেলে দেও।” কারাধ্যক্ষ একজন রাজপুত। তিনি তাহাকে দেখিয়া পাগল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; বলিলেন “কেন?”

"আমি থাকিব আমার ইচ্ছা।"

"তোমার ইচ্ছা হইলে কি কারাগারে যাওয়া যায়?"

"তবে এক কাজ কর।"

"কি?"

"তোমাদের এই কারাগারে প্রমোদ কিশোর আছেন?"

কারাধ্যক্ষ পাগলকে দূরীভূত করিবারই উপায় অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এক্ষণে প্রমোদ কিশোরের নাম তাহার মুখে শুনিয়া বলিলেন "আছেন, কেন?"

"আমাকে একবার তাঁহার নিকট যাইতে দেও।"

"কেন?"

"তাহাকে হত্যা করিব; দেখিতেছ না, এই ছুরি রহিয়াছে।"

কারাধ্যক্ষ অবাক হইয়া পাগলিণীর দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "তোমার দ্বারা আমার একটা কাজ হইতে পারে দেখিতেছি; তুমি সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।"

পাগলিনী ধীর পদক্ষেপে তথা হইতে চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রাণদণ্ড।

কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রমোদ কিশোরের হৃদয় অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিল। ঈর্ষ্যায় উন্মত্ত হইয়া তিনি যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার জন্য লজ্জিত হইতে লাগিলেন। ঊষা তাঁহার কে?

কারাগারে বন্দীর চিন্তাই সহচর; দিবা রাত্রি নানা চিন্তা মনে উদিত হইয়া কারাগারে বন্দীকে উন্মত্ত করিয়া তুলে। কত জন কারাগারের নির্জনতা সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে। প্রমোদ কিশোরও ভাবিলেন তিনি উন্মত্ত হইবেন।

একটা অপরিচিত স্ত্রীলোকের জন্য তিনি রাজ্য হারাইয়াছেন, পিতামাতা স্ত্রীকে অবহেলা করিয়াছেন, আপনার পরিণীতা ভার্য্যার ভ্রাতার সহিত দ্বন্দ্ব করিয়াছেন, আপনাকে অনর্থক বিপদে ফেলিয়া অবশেষে কারাগারে আসিয়াছেন। যে ক্ষুদ্র বালিকা তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসে, যে তাঁহার জন্য দেশে দেশে ঘুরিতেছে, যাহাকে ভাল বাসিবেন ঈশ্বর সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে এখন কোথায়! তাহার ভাবনা তিনি একবারও ভাবেন নাই, তাহাকে তিনি ফিরিয়াও দেখেন নাই, হয়তো সে এখন অনাহারে কষ্ট পাইতেছে, হয়তো সে এখন কোথায় কোন বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে; তাঁহার মত নরাধম কে! তাঁহার ঊষার উপর মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হইল। তিনি নিজ অপকার্য্যের জন্য কত দিন কারাগারে বসিয়া কাঁদিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় শীতল হয় কই!

ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, চারিদিকে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর, উপরে ক্ষুদ্র একটি গবাক্ষ মাত্র আছে, সেই গবাক্ষ দিয়া আলো আসিয়া সেই গৃহ যৎকিঞ্চিৎ আলোকিত করে। আকাশ দেখিবার যো নাই, রৌদ্র পাইবার প্রত্যাশা নাই, বাহিরের কলোরব শুনিবার উপায় নাই, মনুষ্য মুখ দেখিবার আশা নাই, কাহারও সহিত

কথা কহিয়া যে হৃদয় শীতল করিবেন এমন উপায় নাই। কেবল কারাধ্যক্ষ দিনের মধ্যে একবার করিয়া আইসে, কদর্য্য চাউলের অন্ন ও কর্দ্দমাক্ত জল তাঁহার জন্য রাখিয়া সে চলিয়া যায়; একটী কথাও কহে না। হায়, প্রমোদকিশোর সে অবস্থায়, একবার আকাশ দেখিবার জন্য, রৌদ্র পাইবার জন্য, কাহারও সহিত কথা কহিবার জন্য, তাঁহার রাজ্য দান করিতেও পারিতেন!

তিনি প্রথম প্রথম সেই ক্ষুদ্র গৃহে পদচারণ করিয়া বেড়াইতেন, তৎপরে সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন, তৎপরে সেই শুষ্ক দুর্ব্বাদলের উপর ছিন্ন কম্বল বিস্তৃত করিয়া দিনরাতি শয়ন করিয়াই থাকিতেন। তিনি কি ভাবিতেন, সে ভাবনার শেষ ছিল না! তিনি থাকিয়া থাকিয়া চমকিত হইয়া উঠিতেন, তিনি যেন দেখিতেন সরজু দাঁড়াইয়া আছে; তাহার সেই মলিন মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত, তিনি ছুটিয়া তাহার নয়নাশ্রু মুছিয়া দিতে যাইতেন; অমনই প্রস্তরে মস্তক আহত হইত। তিনি বসিয়া পড়িয়া বলিতেন, "সরজু, সরজু, আমায় ক্ষমা কর।" তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বাস হইয়াছিল যে তিনি তাহাকে কষ্ট দিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার এ কষ্ট, এ যন্ত্রণা।

এই রূপে দুই মাস কাটিয়া গেল। সুশীল সুন্দর বিদায় হইলেন; তখন তাঁহার হৃদয় এক বিষয়ে কতক শান্তি উপভোগ করিতে আরম্ভ করিল; তিনি ভাবিলেন, "পিতামাতা আর কষ্ট পাইবেন না; সুশীল সুন্দর তাঁহাদের যত্ন করিবে।" ক্রমে পিতামাতার চিন্তা তাঁহার হৃদয় হইতে গেল, তিনি সে

বিষয়ে কতক নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে রাজ্যের চিন্তা ও তাঁহার মন হইতে অন্তর্হিত হইল; "যদি কখন মুক্ত হই, রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা করিব," এই ভাবিয়া তিনি সে চিন্তা হৃদয় হইতে দূর করিলেন; তখন তাঁহার হৃদয়ে কেবল এক চিন্তা থাকিল, সে চিন্তা সরজুর চিন্তা।

ভালবাসা দেখিলেই জন্মে,—কিন্তু অনেক সময়ে সে ভাল বাসা স্থায়ী হয় না। কিন্তু যে ভাল বাসা নানা ঝটিকা উত্তীর্ণ হইয়া হৃদয়ে স্থির হইয়া বইসে সে ভাল বাসা আর যায় না। প্রমোদ কিশোরেরও ঠিক তাহাই হইল; তিনি উষাকে ভাল বাসিয়াছিলেন, সরজুকেও ভাল বাসেন ভাবিতেন; নানা কারণে উষার প্রতি তাঁহার ক্রোধ জন্মিল, ক্রোধ হইতে ঘৃণা আসিল; উষার প্রতি ভাল বাসা তাঁহার হৃদয়ে আর স্থান পাইল না; তৎপরিবর্ত্তে সরজুর ভাল বাসা সেই স্থান অধিকার করিল। সে ভাল বাসার সীমা নাই, পরিমাণ নাই, প্রমোদ কিশোর তাহার ভাল বাসার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিলেন না; তাঁহার হৃদয়ও সেই ভাল বাসা হইতে ভাল বাসা শিখিল; তখন তাঁহার হৃদয় ক্রমে সরজুময় হইয়া পড়িল। সেই কারাগারে সরজুর চিন্তাই তাঁহার সুখের চিন্তা, যখন তাহার বিষয় ভাবিতেন তখনই যেন তাঁহার দগ্ধ হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ হইত। তিনি ক্রমে সরজুকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কখনও তিনি ভাবিতেন, তিনি রাজা হইয়াছেন, সরজু তাঁহার রাণী হইয়াছে; তিনি আদর করিয়া সরজুর হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া সিংহাসনে বসিতেছেন। আবার কখন ভাবিতেন, তিনি অরণ্যে ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতেছেন; সেই স্থানে সেই পর্ণ কুটীরে বসিয়া

সবজু তাঁহাব জন্য আহারীয় প্রস্তুত কবিতেছে, তিনি এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। এইরূপ কত কি ভাবিতেন, কত কি মনে গড়িতেন, ও কত কি ভাঙ্গিতেন।

এইরূপে আবও এক মাস কাটিয়া গেল; এই সময়ে কুক্ষণে সুবাদাব তাঁহাকে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া কাবাগৃহেব মধ্যে ভ্রমণ কবিতে অনুমতি দিলেন। বোধ হয় তাঁহার আকার দেখিয়া এ অনুমতি প্রদত্ত হইযাছিল। এক্ষণে তাঁহার শরীরে আর সে বল নাই, শ্মশ্রু বৃহৎ হইয়াছে, কেশ জটা পাকাইযা পৃষ্ঠে পড়িয়াছে, শরীর ক্ষীণ হইয়া গিযাছে। তাঁহাকে দেখিলে সহজে চিনিতে পাবা যায় না।

বাহিরে আসিয়া তাঁহার আর এক ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইল। সে তাঁহার নিকট পলাযনের প্রস্তাব কবিল, তিনি সম্মত হইলেন। সে ব্যক্তি পলায়নের উপায উদ্ভাবন কবিতে লাগিল; অবশেষে এক দিন পলায়ন স্থির হইল, তিনি বাহির হইলেন। কিন্তু হায়, তাঁহারা উভয়েই ধৃত হইলেন। প্রমোদকিশোর বাহিবে বেড়াইবাব জন্য যে অনুমতি পাইয়াছিলেন তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন। তিনি পুনরায় সেই ক্ষুদ্র গৃহে দিবা রাতি অতিবাহিত কবিতে লাগিলেন।

তাঁহার পলায়নেব সম্বাদ রাজা টোডারমল্লকে প্রেরিত হইল; তখন তিনি রাজমহলে বাস কবিতেছিলেন; প্রায দশ দিবস পরে তাঁহার অনুমতি আসিল। রাজা টোডাবমল্ল কর্তব্য কার্য্য করিতে কোন বিষয়েই সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি লিখিয়াছিলেন, "রাজ্য এখনও শাসিত হয় নাই, প্রজারা এখনও প্রমোদকিশোরের আশা করিতেছে, এরূপ অবস্থায় তাঁহাব

কারাগার হইতে পলায়ন রাজ্যের পক্ষে বিপদজনক হইবে; তিনি এক বার পলায়নের উদ্যম করিয়াছিলেন, আবার ও করিতে পারেন; এরূপ অবস্থায় তাঁহার প্রাণ দণ্ড করাই কর্ত্তব্য। তবে এই কার্য্য প্রকাশ্যে করিলে রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে, অনেকে তাঁহাকে ভাল বাসে। কারাগারের মধ্যে অতি গোপনে তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিবে, যেন দুই-এক জন ব্যতীত, আর কেহ জানিতে না পায়।"

সুবাদার কারাধ্যক্ষকে ডাকিয়া পত্র দেখাইলেন, বলিলেন, "অতি গোপনে কার্য্য-সাধন করিতে হইবে; তোমার কোন বিশেষ বিশ্বাসী লোক দিয়া কার্য্য শেষ কর।" কারাধ্যক্ষ চিন্তিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। প্রথম তাঁহার একার্য্য নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া বোধ হইল; দ্বিতীয়তঃ তিনি প্রমোদ কিশোরকে হত্যা করিতে সম্মত নন; তৃতীয়, তাঁহার এমন বিশ্বাসী লোক কোথায়? না করিলেও নয়, রাজার আজ্ঞা!

এই বিষয় যখন তিনি ভাবিতেছিলেন সেই সময়ে সবজু আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি ভাবিলেন, "এ পাগল দেখিতেছি, প্রমোদ কিশোরের উপর কোন কারণে মর্ম্মান্তিক রাগও আছে। এর দ্বারা কাজ শেষ করিতে পারিলে কেহ জানিতে পারিবে না; যদি এ কাহাকেও বলে তবে পাগলের কথা কে বিশ্বাস করিবে? আমার কাজ হওয়া নিয়ে কথা; যাকে দিয়েই হউক না। অন্ততঃ চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? পাগলী না পারে নাই পারিবে তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না; পরে অন্য চেষ্টা দেখা যাইবে।'

নবম পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

সন্ধ্যা হয়; প্রকোষ্ঠ ক্রমে অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে; প্রমোদ কিশোর গবাক্ষের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া আছেন। এমন সময়ে দ্বার উন্মোচনের শব্দ হইল; প্রমোদ কিশোর চমকিত হইয়া ফিরিলেন; দেখিলেন একটী আলো হস্তে তিনটী লোক তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল; তিনি তাহাদের এক জনকে চিনিলেন, সে কারাধ্যক্ষ।

তিনি উঠিলেন না, এক দৃষ্টে তাহাদিগের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কারাধ্যক্ষ নিকটে আসিয়া কহিল; "রাজকুমার আমাকে ক্ষমা করুন, আমি ভৃত্য মাত্র।"

"কি হইয়াছে, বল।"

"রাজা টোডারমল্ল আপনার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন।"

প্রমোদ কিশোর মরিতে প্রস্তুত ছিলেন না, মরিবার ইচ্ছাও করেন না; সরজুকে এক বার না দেখিয়া তিনি মরিতে পারেন না; তাঁহার স্বর কম্পিত হইল, তিনি কহিলেন, "কেন?"

"আপনি পলায়নের উদ্যম করায় এ অনুমতি আসিয়াছে।"

"আমাকে কি করিতে বল?"

"রাজকুমার, প্রস্তুত হউন।"

"চল।"

"আমাকে ক্ষমা করিবেন;—এখানেই।"

প্রমোদ কিশোর চক্ষু মুদিলেন, বলিলেন, "যা হয় কর।"

তখন দুই ব্যক্তি তাঁহার হস্ত পদ কঠিণ রজ্জুতে বদ্ধ করিল; তৎপরে এক খানা বৃহৎ কাষ্ঠ আনিয়া তাহার উপর তাঁহাকে বাঁধিল। তিনি আকাশের দিকে মুখ করিয়া শয়ন করিয়া থাকিলেন; তাঁহার আর নড়িবার সাধ্য নাই।

তখন কারাধ্যক্ষ কহিলেন; "রাজকুমার,—আপনি, ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করুন;—পরে লোক আসিবে।"

"কেন বৃথা কষ্ট দেও, কষ্টতো যথেষ্ট পাইয়াছি। আর বিলম্ব করিও না, এখনি কার্য্য শেষ কর।"

তাহারা কোন উত্তর দিল না; দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। প্রমোদকিশোর প্রতি মুহুর্ত্তেই তাঁহার হন্তারকের পদ শব্দ শুনিবার প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই আসিল না।

নানা চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল; ক্রমে তাঁহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল. তিনি চক্ষু মুদিলেন।

চক্ষু মুদিয়া তিনি যেন স্বপ্ন দেখিলেন; দেখিলেন যেন তাঁহার ফুলসজ্জা; ফুলের পর্য্যাঙ্কে, ফুলের সজ্জায়, সরজু ফুল ভূষায় সজ্জিত হইয়া শয়ন করিয়া আছে; তিনি যাইয়া তাহার হাত ধরিয়াছেন, সরজু বলিতেছে, "এখন আমরা সুখে থাকিব; আরতো আমায় ফেলে যাবে না?"

সহসা তাঁহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল; তিনি নয়ন উন্মিলিত করিয়া দেখিলেন,—সম্মুখে সরজু। প্রদীপালোকে তাহার হস্তস্থ ছুরিকা ঝকিতেছে। প্রমোদ কিশোর প্রথমে স্বপ্ন ভাবিলেন;—কিন্তু পরে জানিলেন সে স্বপ্ন নহে; সত্য সত্যই সরজু তাঁহার

সম্মুখে। তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না; তিনি বুঝিলেন, সরজু তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে; তাহার আকৃতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল।

উন্মাদিনী ছুরিকা হস্তে দণ্ডায়মান, এক দৃষ্টে প্রমোদ কিশোরের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার নয়নে পলক নাই।

প্রমোদ কিশোর কহিলেন, " তুমি!"

সরজু কথা কহিল না; তাহার জীবন আছে কি না বলিয়া বোধ হয় না।

তিনি কহিলেন "সরজু তুমি! সে ভালই হইয়াছে; যদি মরিতে হয়, তোমার হাতে মরাই ভাল; তোমার ঐ ছুরি এ হৃদয়ে বসাই ভাল; কারণ তাহা হইলে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে।"

সরজু কথা কহিল না।

"আর বিলম্ব কর কেন? এই তো হৃদয় প্রস্তুত। এস, সরজু এস, আমায় বাঁচাও।"

সরজু নীরব।

"আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই, আর মরিতে অনিচ্ছুক নই; তোমাকে আর এক বার দেখিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইয়াছে।" সরজু তত্রাচ কোন কথা কহিল না।

"তোমার কাছে আমি শত দোষে দোষী; যে দণ্ডবিধান করিয়াছ তাহারই উপযুক্ত আমি; আমার আর বিলম্ব সহে না।"

প্রমোদকিশোর তখন বুঝিলেন যে সরজু তাঁহার একটী কথাও শুনিতেছে না; তাহার শুনিবার ক্ষমতা নাই; তিনি তখন বুঝিলেন, সরজু উন্মত্ত হইয়াছে। তখন তাঁহার হৃদয়ে শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিল; তিনি বালকের ন্যায়

কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "হায় হায়, আমি কি করিয়াছি!"

সরজু লম্ফ দিল, এক লম্ফে প্রমোদ কিশোরের পার্শ্বে আসিয়া বসিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে, তাহার শানিত ছুরিকার সাহায্যে প্রমোদ কিশোর মুক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

"শীঘ্র এস," এই বলিয়া সে চলিল; প্রমোদকিশোর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

প্রকোষ্ঠ দ্বারে উন্মুক্ত অসি হস্তে একজন মোগল সেনা পদাচরণ করিতেছে; সিংহিনীর ন্যায় লম্ফ দিয়া সরজু তাহার গলা ধরিল; প্রমোদকিশোর তাহারই উষ্ণিষ বস্ত্রে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মুখ বাঁধিলেন, সে একটী শব্দও করিতে পারিল না। তখন নীরবে তাহার হস্তপদ বাঁধিয়া তাহাকে সেই খানে রাখিয়া প্রমোদকিশোর পাগলিণীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বাহিরের দ্বারে আর এক জন প্রহরী; সে অসি উত্তোলন করিল; ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রমোদ কিশোর তাহাকে আক্রমণ করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন, তখন সরজু হরিণীর ন্যায় ছুটিল; প্রমোদকিশোর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

যখন তিনি আসিয়া সরজুকে ধরিলেন, তখন সে ভূতলশায়ী হইয়াছে, সে মূর্চ্ছিত হইয়াছে। প্রমোদকিশোর ব্যাকুলভাবে ডাকিলেন, "সরজু সরজু!" কে উত্তর দিবে?

বিপদ হইতে উদ্ধারের সময় শরীরে বল না থাকিলেও বল আইসে, বুদ্ধি না থাকিলেও বুদ্ধি আইসে।

প্রমোদকিশোর সরজুর ক্ষীণ দেহ ক্রোড়ে লইয়া ছুটিলেন।

কিয়ংদূর আসিয়া তিনি পশ্চাতে অশ্বপদ শব্দ শুনিলেন;

তখন তিনি জ্ঞান শূন্য হইয়া ছুটিলেন ;—কণ্টকে পদ ছিন্ন হইয়া রক্ত পড়িতেছে ;—ঘর্ম্মে শরীর জলে প্লাবিত হইয়াছে।

সম্মুখে নদী ;—পশ্চাতে অশ্বপদ শব্দ। প্রমোদ কিশোর অনন্যোপায় হইয়া নদীতে ঝম্প প্রদান করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এক জন অশ্বারোহী সেই স্থানে আসিয়া অশ্বকে দণ্ডায়মান করাইলেন। তিনি এক দৃষ্টে নদী বক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু নদীতে কোন পদার্থই দেখিতে পাইলেন না। অশ্বারোহী,—কুমার সুশীল সুন্দর।

পঞ্চম খণ্ড।

——:০:——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসিনী ও ঊষা।

সরজু নৌকা হইতে অন্তর্হিত হইলে ঊষা সত্য সত্যই হৃদয়ে বড় কষ্ট পাইলেন। তাহার অপমৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন; তিনি সরজুকে ভগ্নীর ন্যায় ভাল-বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার যাইবার স্থান নাই, তাহাই তিনি নৌকায় সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন, সুশীল সুন্দর ও প্রমোদ কিশোর মুক্ত হইয়া তথায় নিশ্চয়ই আসিবেন; এইরূপে এক মাস কাটিয়া গেল; তিনি সরজুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকায় তাঁহার মনে অন্য চিন্তা অধিক আসিতে পারে নাই; এখন সরজু নাই, এখন তাঁহার হৃদয়ে সুশীলসুন্দর ও প্রমোদকিশোরের চিন্তা আসিল। এখন তিনি ভাবিলেন তিনি কি করিবেন, আর কত দিন তথায় থাকিবেন? না থাকিলেই বা যাইবেন কোথা? তাঁহাদিগের কেমন করিয়া চলিতেছে, কে তাঁহাদের আহারীয় সংস্থান করি-তেছে, কোথা হইতে অর্থ আসিতেছে? এ সকল চিন্তা তাঁহার মনে কখন উদিত হয় নাই; বড়লোকের কন্যার কবে কোথায় এচিন্তা আইসে?

সরজুর প্রস্থানের পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গেলে একদিন তিনি নৌকা গবাক্ষে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। সহসা সঙ্গীত ধ্বনী তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল: তিনি চমকিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। দূর হইতে সমস্ত কানন মধুরতাময় করিয়া সমীরণ প্রবাহে সঙ্গীত ধীরে ধীরে আসিতেছে। ক্রমে সঙ্গীত ধ্বনি নিকট হইতেছে, ক্রমে আরও নিকটস্থ হইল; কে সেই দিকে গাইতে গাইতে আসিতেছে,

"কি খেলা গো খেল, বুঝিনাত ভাল,
মনে মনে ভাবি তাই;
আমি কি তোমারো জিনিস খেলারো
আর কেহ তব নাই।
খেলিবে খেলনা, বারণ করি না,
মনে রেখ মারা যাই;
যত ডাকি তোমা, তত ক্লেশ, শ্যামা
ভব ধামে দেখি পাই।"

ঊষা বলিয়া উঠিলেন, "এ সন্ন্যাসিনী।" তৎপরে তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঐখান্ দিয়া একজন সন্ন্যাসিনী যাইতেছেন, ডাকিয়া আন।"

সন্ন্যাসিনী আসিলেন, তিনি ঊষাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি! তোমাকে এখানে দেখিবার আশা করি নাই; আমি শুনিয়াছিলাম তুমি দেশে গিয়াছ।"

"না, দেশে যাই নাই।"

"এখানে কত দিন?"

"সেই পর্য্যন্ত।"

"কেন দেশে গেলে না?"

"কোথায় যাইব? একলা গেলে কি বাড়িতে স্থান পাইব?"

"এ কার নৌকা? সুশীল সুন্দরের?"

"হঁ্যা।"

"এখনও কি এখানে থাকিবে?"

"যতদিন না তাঁরা ফিরেন; তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, তাঁহারা বন্দি হইয়াছেন।"

"হঁ্যা, আমি তখন সেখানে ছিলাম।"

"কোথায়?"

"হর্ষপুরে।"

"প্রায় দুমাস হইতে এখানে রহিয়াছি; তাঁহারা কোথায় জান?"

"ঢাকায়,—বোধ হয় শীঘ্রই সুশীলসুন্দর মুক্ত হইবেন; তিনি বাদসাহের শত্রু নন; তবে প্রমোদকিশোরের কথা বলিতে পারি না। বোধ হয় বৃদ্ধ রাজা যদি বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করেন, তবে মুক্ত হইতে পারেন।"

"তাঁরা কোথায়? প্রমোদকিশোর সে কথা আমাকে এক দিনও বলেন নাই?"

"সুশীল সুন্দরও কি জানেন না?"

"না।"

"আমি জানি।"

"কোথায় তাঁরা আছেন?"

"বিক্রমপুরের পরপারে যে বন আছে সেই বনের মধ্যে এক কুটীরে।"

"কুটীরে।"

"কুটীরে নয় তো কোথায় থাকিবেন, বড় কষ্টে আছেন।

"তাঁদের সঙ্গে কে আছে?"

"এক গরিব ব্রাহ্মণ।"

"তুমি এ সকল সংবাদ কেমন করিয়া জানিলে?"

"আমি সন্ন্যাসিনী; সকল স্থানেই যাই, সেখানেও গিয়াছিলাম।"

"বিক্রমপুরের পর পারের বন? আমি আজই সেই দিকে যাইব। তাঁহাদের কষ্ট হইতেছে, আমি তাহা জানিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিব? তাহা কখন হইতে পারে না। আমি এখনই তাঁহাদের নিকট যাইবার জন্য রওনা হইব।"

"তুমি গেলে যদি মুসলমানেরা জানিতে পায়? বৃদ্ধ রাজা কারাগারে গেলে আর বাঁচিবেন না।"

"আমি খুব গোপনে যাইব; না হয় একলা যাইব।"

"একলা যাইয়া আবার কি বিপদে পড়িবে? এক বারে কি শিক্ষা হয় নাই?"

"ঐ নৌকা নিকটে রাখিয়া একলা যাইব।"

"যদি নিতান্ত যাইতে চাহ, তবে বিক্রমপুরের পথে যাইও না। একটু আগে গিয়া একটা খাল আছে, সেই খাল সেই বনের মধ্যে গিয়াছে।"

"বনের সেই পথেই যাইব।"

"আমার মতে তোমার এখানে থাকাই ভাল।"

"তাঁহারা কষ্ট পাইবেন, আর আমি তাহা জানিয়া এই খানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিব!"

" সেখানে গিয়া কি বলিবে ?"

উষা চিন্তিত হইলেন, বলিলেন, " তুমি বলিয়াছিলে স্বামীর জন্য স্ত্রীলোক সব করিতে পারে; কিন্তু এবার আর তাঁহাদিগের নিকট প্রতারণা করিব না।"

" বিশ্বাস করিবেন ?"

উষা আবার চিন্তিত হইলেন; তৎপরে বলিলেন, " তোমায় অনর্থক আর কষ্ট দিব না স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হয় কই ? তুমি আমার সঙ্গে চল; আমাকে তাঁহাদের নিকট রাখিয়া আইস।" সন্ন্যাসিনী একটু ভাবিয়া বলিলেন,

"তোমার জন্য আমি ইহাও করিব।"

উষা নিজ লোকজনকে নৌকা খুলিয়া দিতে বলিলেন; নৌকা চলিল।

সন্ন্যাসিনী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সন্ন্যাসিনীর আর কোন সম্বাদ পাইয়াছিলে ?"

"কে ? সরজু ?"

"সরজু! তুমি নাম জানিলে কিরূপে ?"

তখন উষা সরজুর বৃত্তান্ত সমস্ত সন্ন্যাসিনীকে বলিলেন; তিনি নীরবে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "জলে ডুবিয়া মরিয়াছে! তার আশ্চর্য্য কি ?"

সহসা তাঁহার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল; তাহা দেখিয়া উষা জিজ্ঞাসা করিলেন, " সরজু তোমার কেহ হয় ?"

"না।"—সন্ন্যাসিনী গান ধরিলেন,—

"যাই যাই, ফিরে চাই, বাঁধা আছি চরণে,"

"ছি! ওরা বল্‌বে কি ?"

"যাই যাই, ফিরে চাই, বাঁধা আছি চরণে,
যাও যাও, লয়ে যাও, যেওনা গো এমনে।"

"তুমিই যথার্থ সুখী।"

"কেন, গান গাই বলে।"

"সত্যই তো।"

"তবে আবার গাই।"

"সহজে কি ভুলা যায় কত আশা জীবনে,
মায়া ডোরে বাঁধা আছি, ছাড়ি বল কেমনে?"

তখন সঙ্গীতের তালে তালে নৌকা নাচিতে নাচিতে চলিল। চারি দিন পরে নৌকা লাগান হইল। চারিদিকে গভীর বন, কোন দিকে জন মানবের চিহ্ন নাই।

উষা ও সন্ন্যাসিনী নৌকা হইতে নামিলেন, তাঁহারা বামীর মাকে সঙ্গে লইলেন। যাইবার সময় উষা বলিয়া গেলেন, "তোমরা এই খানে থাক; আমি যত দিন না ফিরি, কোথায়ও যাইও না।"

"দেবি, আমরা ভৃত্য; আপনার অনুমতির উপর কোন কথা বলিতে পারি না; কিন্তু রাজকুমার না আমাদিগের উপর রাগ করেন।"

"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা রাণী।

অরণ্য মধ্যে ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবল পরাক্রান্ত বিক্রমপুরের রাজা রাণী ভিখারি ভিখারিণীর ন্যায় বাস করিতেছেন। যাঁহাদের গৃহে একদিন কুকুরে আহার করিয়া অন্ন শেষ করিতে পারে নাই আজ তাঁহারা অনাহারী; যে দিন অন্ন জুটে তাহাও উদরপুরিয়া নহে। সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া ফল মূল সংস্থান করেন, কখন কখন তিনি তাহাই দূরস্থ হাটে বিক্রয় করিয়া চাউল লবণ ইত্যাদি লইয়া আইসেন। রাণী ভয়ে তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় করিতে সাহস করেন না; পাছে তাহাতে কেহ সন্ধান পাইয়া মোগলদিগকে সম্বাদ দেয়।

আহারের কষ্ট রাজা কখন পান না; তিনি এ বিষয় কখন ভাবেনও না; তাঁহার চিত্ত অন্য বিষয়ে নিযুক্ত; উদরের চিন্তায় তাঁহার মন অবনত হয় না। রাণী তাঁহাকে এ চিন্তার সুযোগও দেন না। কে বলিবে ইনি এক দিন বিক্রমপুরের রাণী ছিলেন?

এক মাস কাটিয়া গেল, প্রমোদকিশোর যাইবার সময় যে কয়টী মোহর দিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে এক মাসের মধ্যে বড় কষ্ট হইল না।

আর এক মাস কাটিয়া গেল; তখনও তত কষ্ট হয় নাই; সেই মোহরেই চলিল; তৎপরে আর চলে না, আর কপর্দ্দকও নাই।

প্রমোদকিশোর এক মাসের মধ্যে ফিরিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু দুই মাস কাটিয়া গেল, তত্রাচ প্রমোদকিশোর

ফিরিলেন না। তখন রাণী তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; কত আশঙ্কা মনে উদিত হইতে লাগিল, কিন্তু পাছে স্বামীর মনে কোন রূপ ক্লেশ হয়, এই জন্য রাজাকে কোন কথা বলিতেন না, রাজার সম্মুখে কখনও বিষণ্ণ মুখ দেখাইতেন না।

এক দিন বৈকালে রাজা রাণী কুটীরের সম্মুখে বসিয়া আছেন; রাণী কতকগুলি বন-ফল কাটিতেছেন, সম্মুখস্থ বৃক্ষে একটী পাখী বসিয়া ডাকিতেছিল, রাজা তাহাই দেখিতেছিলেন। সহসা তিনি কহিলেন, "প্রমোদ আজ কত দিন হ'ল গেছে?"

"আজ দুই মাস কুড়ী দিন।"

"তাকে মোগলেরা ধরিয়াছে, না হ'লে সে আসিত।" রাণীর মনেও শত সহস্র বার এ আশঙ্কা উদিত হইয়াছে, তিনি কোন কথা কহিলেন না। রাজা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমাদের এই গরিব ব্রাহ্মণকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। আজ ওঁকে যেতে বল।"

"আমি অনেক বার বলেছি; তিনি বলেন মারিলেও যাব না।"

"পাগল। পুরস্কারের প্রত্যাশা করে। ভাবিয়াছে আমি রাজা হ'লে ওর আর ভাবনা থাকিবে না। আমিও আর রাজা হইয়াছি!"

"তোমাকে বুঝাই আমার সাধ্য কি! তবে আশা ছাড়িব কেন?"

"আশা! আশা আর নাই। রাণী, আমাদের আহার জোটে কোথা থেকে? আমি জানি আমাদের আর এক কপর্দকও নাই।"

"যিনি সকলকে আহার দিতেছেন তিনি আমাদেরও দিতেছেন।"

"ঠিক বলেছ।—ও কি!

"কিছু নয়।"

"কিছু নয়! হাত কাটিলে? হা, বিধাতঃ।"

"ও কিছু নয়, লাগেনি।"

"কিছু নয়। তবে আর কিছু কি! বিক্রমপুরের রাণীর এ অপেক্ষা আর দুর্দ্দশা অধিক কি হবে; আমি পাষণ্ড যে তোমার কষ্টে আমার এ হৃদয় বিদীর্ণ হয় না।"

"স্বামীর সহিত থাকিলে স্ত্রীলোকের আবার দুঃখ কি?"

"এখনই রাজ্য পেতে পারি,—কিন্তু যে মাথা কখন পাঠানদের নিকট নোয়াই নাই, সে মাথা কি অবশেষে মোগলদিগের পদানত করিব? রাণি, সে বড় কষ্ট, সে রাজ্য পেলে সুখ হবে না; তাতে এ হৃদয় সর্ব্বদা জল্‌বে।"

"তেমন রাজ্যে আমাদের কাজ নাই।"

"তোমার কষ্ট আমার সহ্য হয় না, তুমি রাজার মেয়ে, রাজ মহিষী, তোমার কি—?"

"কেন, আবার সেই কথা; আমাদের রাজ্যে কাজ নাই। আমি এখন যেমন সুখে আছি, কখন তেমন ছিলাম না।"

"প্রমোদকিশোরকে হত্যা করিয়াছে।"

"... অমঙ্গলের কথা কও?"

"তারা তাকে বন্দি না করিলে সে এতদিন ফিরিয়া আসিত। তাকে নিশ্চয়ই বন্দী করিয়াছে, তুমি তাকে চিন না, সে কখন মোগল দিগের নিকট মাথা অবনত করিবে না।—রাণি, আমার মন বল্‌চে, সে আর নাই।"

রাণীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল; রাজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া

বলিলেন, "কি বলিব, এখন আর এ দেহে সে বল নাই, নতুবা কি মোগল কখন বিক্রমপুর আসিতে পারিত?"

এই সময় সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর তথায় আসিয়া রাণীকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "একটু এদিকে আসিবেন?" রাজা বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর, তোমাকে আমি একটা কথা বলিতে চাই; তুমি কেন আমাদের সঙ্গে কষ্ট পাও? আপনার বাড়ী যাও।"

"সে কথা আপনাকে অনেক বার বলিয়াছি। রাজকুমার আমাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি না আসিলে আমি যাইতে পারি না। আপনারা তাড়াইয়া দেন, এ কুটীরে আর থাকিব না, ঐ গাছ তলায় থাকিব।"

"রাণীকে কি আবশ্যক?"

"একটা কথা আছে।"

"এইখানেই বল।"

রাণীও বলিলেন, "এইখানে বল। তখন ঠাকুর নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে বলিলেন, "দুইটী স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ করিতে চায়।"

"স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ করিতে চায়! কে তারা?"

"তারা এখানে থাকিতে চায়।"

"কেন?"

"তাহা তাহারা রাণীকে বলিবে বলিতেছে।"

"গুপ্ত চর, মোগলের গুপ্ত চর। তুমি তাদের চিন?"

"আমি তাদের চিনি না, কিন্তু তাদের যিনি সঙ্গে করে এনেছেন, তাঁকে চিনি।"

"তিনি কে?"

"এক জন সন্ন্যাসিনী।"

"সন্ন্যাসিনী!"

"তাঁকে আমি বিশেষ চিনি, তাঁকে অবিশ্বাসের কারণ নাই।"

"রাণীর তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক বিবেচনা কর?"

"সাক্ষাৎ করিলে বোধ হয় কোন ক্ষতি নাই!"

তখন রাণী ঠাকুরের সহিত প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বেশ্বরের পরীক্ষা।

মানব চরিত্রের যদি কখন পরিবর্ত্তন ঘটে, তবে সে সহসাই ঘটিয়া থাকে; এইরূপে রত্নাকর দস্যু, কবিকুলতিলক মহর্ষি বাল্মিকী হইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসিনীর কথায় সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের হৃদয়েও সেইরূপ পরিবর্ত্তন ক্রমে সম্পাদিত হইয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধি ছিল না, তিনি সর্ব্বতোভাবে মূর্খ ছিলেন, কিন্তু তিনি সন্ন্যাসিনীকে ভাল বাসিতেন। সে ভাল বাসার বিকাশ যত কেন হাস্য জনক হউক না, তত্রাচ তিনি তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন; মনে মনে ভাবিয়াছিলেন সন্ন্যাসিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। কিন্তু যখন সন্ন্যাসিনী বলিলেন, তিনি বিবাহিতা, তাঁহার সঙ্গে

তাহার বিবাহ হইতে পারে না? তখন সহসা ঠাকুরের হৃদয়-নির্ম্মিত সোনার অট্টালিকা মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তাঁহার হৃদয় শূন্য হইয়া পড়িল। ক্রমে তথায় পাপের চিন্তা ও পরকালের ভয় আসিল; তিনি ভাবিলেন, বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি মহাপাপ করিয়াছেন; তাঁহার পরকাল নষ্ট হইয়াছে; তখন ঠাকুর কাঁদিয়া উঠিলেন।

এই সময়ে সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে শিক্ষা দিলেন; কিন্তু সে ভালবাসা এক দিন হয় না। দেবানন্দ স্বামী তাঁহাকে যাহা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন তিনি যত্নে তাহাই করিতে লাগিলেন।

এক দিন তিনি সন্ধ্যার প্রাক্কালে অরণ্যের এক নির্জ্জন প্রদেশে এক বৃক্ষ তলে বসিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, এমন সময় কে আসিয়া তাঁহার চোক টিপিয়া ধরিল; তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন, "কে?"

উত্তর নাই। তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে সাহস করে কে? আর এ অরণ্যেই বা কে আসিল? তিনি বলিলেন, "তুমি যেই হও, চোক ছাড়িয়া দেও; আমার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া অন্যায় কাজ করিয়াছ।"

"হা! হা! হা!"

"সন্ন্যাসিনী!"

সন্ন্যাসিনী ঠাকুরের চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠাকুর ভাল আছ তো?"

মুহূর্ত্ত মধ্যে ঠাকুর আত্ম বিস্মৃত হইলেন; সন্ন্যাসিনীর সেই

রসময় ভাব, সেই বালিকা ভাব; সেবারে তাঁহাকে তিনি দেবী-ভাবে দিখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এবার এভাবে দেখিয়া সে সকল কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে বিস্মৃত হইলেন; ভালবাসা কি সহজে যায়? তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে আবার দেখিব ভাবি নাই?"

"আমার কথা কি মনে ছিল; আমাকে কি সেইরূপ ভাবিতে?"

ঠাকুর মিথ্যা কথা বলিলেন, "তুমি আমার হৃদয়ের চাঁদ; সকল সময়েই সেই খানে আছ?"

"হা! হা! হা! তবে কে বলে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর মূর্খ; ঠাকুর বনে থেকে থেকে তুমি যে কবি হয়ে দাঁড়াইলে দেখিতেছি।"

ঠাকুর সন্ন্যাসিনীর হাত ধরিতে গেলেন, সন্ন্যাসিনী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া উঠিলেন; ঠাকুর কাতর স্বরে বলিলেন, "সেবার আমাকে ভয় দিয়াছিলে কেন? তোমার সে ভাবে আমার প্রাণ কেঁপে উঠে!"

"হা! হা! হা! আমার কি ঠাকুর দুটা ভাব আছে? তবে ঠাকুর, কেমন আছ তাই আগে বল?"

"আছি এই বনে যেমন থাকা সম্ভব!"

"তবে এখান থেকে যাও না কেন?"

"তুমি যে থাকৃতে বলে গিয়েছিলে?"

"তবে তুমি আমায় ভালবাস?"

"এত দিনেও কি বুঝিলে না, তবে আর কবে বুঝিবে?"

"বুঝিয়াছি; এখন একটা কথা আছে?"

"কি!"

"দুইটী স্ত্রীলোক রাজা রাণীর নিকট থাকিতে চায়?"

"স্ত্রীলোক! কে তারা?"

"আমার আত্মীয়; কোন বিশেষ কারণে তাদের এখানে রেখে যাইতেছি।"

"তোমার আজ্ঞা কবে আমি পালন করি নাই?"

"তুমি পালন করিলেতো হইবে.না; রাজা রাণীকে সম্মত করিতে হইবে। এক বার রাণীকে এদিকে ডাকিয়া আনিতে পার! রাজার সম্মুখে সকল কথা বলিতে আমার ইচ্ছা নাই। এরা থাকিলে তোমার অনেক সাহায্য হইবে, এরা অনেক কাজ করিতে পারিবে।"

"তবে আমার আর এখানে থাকার আবশ্যক কি? আমাকে তোমার সঙ্গে যাইতে দেও।"

"তোমার আরও দিনকত থাকিতে হইবে।"

ঠাকুর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তবে রাণীকে ডাকিয়া আনিব?"

"হ্যাঁ, শীঘ্র যাও, আমি এখানে আছি।"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

"কর না, এত লৌকতার আবশ্যক কি?"

"রাজকুমারের সম্বাদ কিছু রাখ?"

"যদি গোপন রাখ তবে বলি।"

"তুমি গোপন রাখিতে বলিতেছ, আর আমি প্রকাশ করিব?"

"তিনি মোগলদের বন্দী, ঢাকার কারাগারে আছেন।"

"এঁ্যা!"

"রাজা রাণীকে বলিও না; তিনি শীঘ্রই মুক্ত হইয়া আসিবেন। এখন যাও।"

ঠাকুর ধীরে ধীরে কুটীরের দিকে চলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাণী ও ঠাকুর আসিলেন। তখন সন্ন্যাসিনীর বালিকা ভাব নাই; রাণী সম্মুখে দেবীমূর্ত্তী দেখিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে দুইজনে এক পার্শ্বে বসিয়া বহুক্ষণ কথোপকথন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা ঊষা যেখানে ছিলেন সেই দিকে গেলেন।

ঊষা আসিয়া রাণীকে প্রণাম করিলেন।

রাণী কহিলেন, "সকল শুনিয়াছি! তোমার মত মেয়ে সংসারে হয় না। প্রমোদ যতদিন না আসে তোমাকে দেখে মন অনেক স্থির থাকিবে।" ঊষা কোন কথা কহিলেন না। রাণী কহিলেন, "সন্ন্যাসিনী যেরূপ পরামর্শ দিলেন, সেই রূপই কার্য্য করিব।"

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "আমি এখন যাই, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।" ঊষা তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমাকে ভুলিও না।"

"এ পর্য্যন্ত কি ভুলিয়াছি?"

রাণী, ঊষা, রাসীরমা চলিয়া গেলেন। তখন সন্ন্যাসিনীও চলিয়া যান। ঠাকুর গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কবে আসিবে, কবে আমাকে সঙ্গে লইবে?"

"ছি! সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর, এই বুঝি তোমার ধ্যান?"

সম্মুখে দেবীমূর্ত্তী দেখিয়া ঠাকুর চমকিত হইলেন। সত্য সত্যই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় বসিয়া পড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরের শিক্ষা।

সুজলা কিয়ৎ দূর অসিয়া দেখিলেন, সম্মুখে দেবানন্দ স্বামী। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আপনার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিয়াছি।"

"উত্তম করিয়াছ; লোকটায় পদার্থ আছে, এই জন্য আমি উহাকে দেবতাব কাজে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছা করি।"

"আপনি যে উহাকে দয়া করিতেছেন, ইহাতে আমার কার্য্য অনেক শেষ হইল।"

"তুমি উহাকে সঙ্গে আনিয়া ভালই করিয়াছিলে। এ সংসারে যত জনকে দেবতার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারা যায় ততই ভাল। উষাকে ছাড়িও না; উহাতেও পদার্থ আছে।"

"চেষ্টার ক্রটী হইবে না।"

"কন্যাব সন্ধান পাইলে?"

"তাহার সন্ধান তো বিশেষ আব কবি নাই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সে কোথায় আছে। বলিবেন কি?"

"তুমি কি আবার সংসারী হইবাব ইচ্ছা কর?"

"আবার সেই কথা! কার জন্য সংসাবী হইব? যদি তাকে পাই তাহাকেও দেবতাব কার্য্যে নিযুক্ত কবিব।"

সন্ন্যাসী হাসিলেন।

"কেন? সে কি সে পথেব উপযুক্ত নয়?"

"নয় কি কবিয়া বলিব, চেষ্টা কবিয়া দেখ।"

"তাহাকে কোথায় পাইব?"

"ঘুরিতে ঘুবিতে পাইবে। সাবধান,—যেন নিজপথ ভুলিয়া সকল নষ্ট করিও না।"

"আপনার আশীর্ব্বাদে দাসী সে বিপদ হইতে অনেক কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে।"

"এখন কোথায় যাইবে মনস্থ করিয়াছ?"

"কিছুই স্থির নাই?"

"বুঝিলাম আমি তোমার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিলাম। যাও।"

"আপনি কাশী যাইতেছেন না?"

"না।"

"আবার সাক্ষাৎ পাইব?"

"প্রয়োজন হইলে পাইবে।"

তখন দুইজন দুই দিকে চলিয়া গেলেন।

আর হতভাগ্য সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর! তাঁহার হৃদয়ের তৎকালের ভাব আমরা বর্ণনা করিব না। ধর্ত্তের প্রতারণায় বিমুগ্ধ হইয়া আবার যে তিনি পাপে মগ্ন হ য়াছেন! আবার তাঁহার প্রতি মন; তিনি যে বিবাহিতা? কি র্ব্বনাশ! সন্ন্যাসী কি বলিবেন? তিনি যে তাহাকে ঈশ্বরের ধ্যান করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন!

ঠাকুর ভাবিলেন, "আমি নরাধম; আবার তাহার প্রতি মন! সে আমাকে প্রতারণা করিয়াছে। না না, তিনি স্বর্গীয় দেবী, তিনি আমার পরীক্ষা করিতেছিলেন। আমি কি মূর্খ! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্য কি! যাহাকে পাইব না তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা কেন! সে যে বিবাহিতা, তাঁহার প্রতি মন হইলে যে ক! কি ভয়ানক, এই চোকই আমার সর্ব্বনাশের মূল; চক্ষু যদি সেরূপ না দেখে তবে মন কখন বিচলিত হয় না;

না না না, এ চোক আর রাখিবনা; আজই এ চোক নষ্ট করিব; অন্ধ হইলে আমার ক্ষতি কি! চোক কিসের জন্য; কিন্তু কেবল চোকেই বা কি; এ কান। এই কানে, সে গান শুনিলে যে আমার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, আমার জ্ঞান থাকেনা! চোক কান দুই নষ্ট করিব।" বলিয়া সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর লম্ফ দিয়া উঠিলেন। অমনি কে তাঁহার হস্ত ধরিল; ঠাকুর চমকিত হইয়া দেখিলেন, দেবানন্দস্বামী। তাঁহাকে দেখিয়া সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। স্বামী কহিলেন, "বৎস, কি হইয়াছে?"

"আমি মহা পাপী, আবার মহা পাপ করিয়াছি।"

"একদিনে দুই দিনে কাহারই মন সংজম হয় না।"

"এ চোক, এ কান নষ্ট করিব।"

"কেন?"

"উহারাই সর্ব্বনাশের মূল।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "বৎস, চোক কি দেখে, বা কান কি শুনে? মনই সকল। যদি মন না দেখে তবে চোক কি কখন দেখিতে পায়, বা কান কি কখন শুনিতে পায়? চোক কান নষ্ট করিলে বিধাতার কার্য্যে হস্ত দেওয়া হয়; তাহাতে পাপ; সে কার্য্য করিতে নাই। মনকে সমিত কর, মন আয়ত্যাগী। হইলে, তখন চোক কান আর অন্য পদার্থ দেখিবে না।"

"গুরুদেব, আমায় কি করিতে হইবে বলুন?"

"ধ্যান কর।"

"আমাকে সঙ্গে নিন।"

"তুমি বিধাতার কার্য্যে নিযুক্ত আছ, এই রাজারাণীর তুমি গ্রহণ করিয়াছ, যতদিন ইহঁাদের ভার অপর কেহ

না করেন, ততদিন এ কার্য্য তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য, আর কর্ত্তব্য কার্য্য মাত্রেই বিধাতার কার্য্য।"

ঠাকুর কোন কথা কহিলেন না। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "এবার সে আসিলে তাহাকে নিকটে দাঁড়াইতে দিও না। আসিলে দূর করিয়া দিও।"

"তাঁহাকে যে আমি বুঝিতে পারি না।"

"স্বয়ং কৈলাসেশ্বর স্ত্রীলোককে বুঝিতে পারেন নাই, তুমি আমি বুঝিব সাধ্য কি?"

"তা হলে কি করিব?"

"স্ত্রীলোককে নমস্কার করিয়া দূরে থাকিও।"

"গুরুদেব, এবার হতে আমি তাহাই করিব?"

"আমি এখন বিদায় হই।"

"আবার কবে সাক্ষাৎ পাইব?"

"ঠিক বলিতে পারি না।"

"সাক্ষাৎ আর পাইব তো?"

"যদি প্রকৃত ইচ্ছা থাকে তবে অবশ্য পাইবে।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। চিন্তিত মনে সর্ব্বেশ্বর কুটীরে আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজা ও উষা।

সুজলার প্রস্থানের পর এক সপ্তাহ অতিত হইয়াছে। উষা সেই ক্ষুদ্র কুটীরকে নূতন ভাবে শোভিত করিয়াছেন। রাজা রাণীর আর কোনই কষ্ট নাই; উষা রাণীকে আর একটি কাজও

করিতে দেন না; রাজা তাঁহার সেবা ও যত্নে সকল কষ্ট প্রায় বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি কখন কখন সেই কুটীরেই উষার সহিত জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করেন।

এখন তাঁহাদের কোন অভাব নাই। উষা মধ্যে মধ্যে রাজা, রাণীর অজ্ঞাতসারে রামীরমাকে লইয়া নৌকায় যান এবং তথা হইতে সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য লইয়া আইসেন। যে সময় নিজে যাইতে পারেন না, সে সময়ে রামীরমা যায়। বলিতে গেলে তাঁহারা একরূপ সুখেই কালযাপন করিতেছিলেন।

এক দিন রাজা উষাকে বলিলেন, "আমি কাশী যাব; উষা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

"আপনি আজ্ঞা করিলেই যাইব।"

"তোমাকে আমি অবশ্যই নিয়ে যাব, কিন্তু তা হলে তোমার বাড়ী যাওয়া হবে না। উষা, তোমার কি বিবাহ হয়েছে?"

উষা ঘাড় নাড়িয়া "হ্যাঁ" বলিল; রাজা দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "তবে কেমন করে যাবে?"

"আমি আপনার সঙ্গেই যাব।"

রাজা আর কোন কথা কহিলেন না, এই সময় রামীরমা আসিয়া উষাকে ডাকিল, উষা ধীরে ধীরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

উষা বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন, একটী বৃক্ষ পার্শ্বে সুজলা দাঁড়াইয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। উষা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন সন্ধান পাইলে?"

"সুশীলসুন্দর মুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু প্রমোদকিশোর এখনও কারাগারে আছেন; বোধ হয় শীঘ্র মুক্ত হইবেন। কিন্তু

তাহা বলিবার জন্য আমি আজ তোমার কাছে আসি নাই।"

"তবে কি?"

"তোমাদের এ স্থান এখনই ত্যাগ করিতে হইতেছে। মোগলেরা জানিতে পারিয়াছে, সুমন্তদেব মোগল সেনা লইয়া এই বনে প্রবেশ করিয়াছে, আর বিলম্ব করিলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে।"

"সে আমাদের এত শত্রুতা করে কেন?"

"বোধ হয় তোমার জন্য,—আর বোধ হয় বিক্রমপুর রাজ্য পাইবার প্রত্যাশায়।"

"তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

"এখনই রাজা রাণীকে নিয়ে নৌকা করে পালাও;—অন্য কোন স্থানে যাওয়া অপেক্ষা আমার মতে বারেন্দ্রের কোন স্থানে যাওয়াই ভাল; তা হলে অনেকটা নিরাপদ হইবে।"

"তাই হবে! তুমি কি করিবে?"

"আমি এখানে থাকিব, তারা এলে তাদের পথ ভুলাইয়া দিব, নতুবা তারা তোমাদের সন্ধান পাইবে।"

"তোমার উপকার কি করিয়া সুধিব?"

"যাও, বৃথা বিলম্ব করিও না।"

উষা প্রায় ছুটিয়া কুটীরে আসিলেন, তখন আর বৃথা বাক্য ব্যয়ের সময় নাই; বলিলেন, "সর্ব্বনাশ উপস্থিত, মোগলেরা আপনাদের সন্ধানে এই বনে আসিয়াছে।"

রাজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কে বলিল?"

"সম্বাদ পাইয়াছি, এখনই এখান থেকে না পলাইলে বন্দী হইতে হইবে; উঠুন।"

"আর পলাইতে ইচ্ছা নাই।"

রাণী ব্যাকুল স্বরে কহিলেন, "চল,। ইচ্ছা করিয়া বিপদে পড়িয়া লাভ কি ?"

"ঊষা, চল, তোমার সঙ্গে যাইতে আমার সন্দেহ নাই।"

তখন সত্বর তাঁহারা সকলে সেই কুটীর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুজলা ও সুমন্তদেব।

"সুন্দরি, দাঁড়াও।"

সুজলা কুটীর সম্মুখে পদচারণ করিতেছিলেন, পশ্চাৎ হইতে সম্ভাষিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন. দেখিলেন একজন যোদ্ধা—তিনি কুমার সুমন্তদেব।

সুমন্তদেব নিকটে আসিয়া বলিলেন, "সুন্দরি!" সুজলা হা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; সুমন্তদেব অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "সুন্দরি,—আমি তোমার দাসানুদাস।"

"নূতন কথা কিছুই নয়। আমি যে সুন্দরী তাহা আমায় অসংখ্য লোক বলেছে।"

"আমি তোমায় বড় সুখে রাখিব।"

"পারিবে?"

"তোমার সুখের জন্য আমি জীবন দিব?"

"তবে লোকে তোমায় কাপুরুষ বলে কেন?"

"সেকি?"

"যে এত শীঘ্র জীবন দিতে পারে সে কখন কাপুরুষ নয়।"

"সুন্দরি, আমি তোমার কাছে সপথ করে বলিতেছি, আমি তোমায় সুখে রাখিব।"

"আমার সুখ কিসে হবে জান?"

"তা যাতেই হউক তাহাই করিব।"

"প্রত্যহ তোমার গালে চুন কালি দিয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজ পথে ঘুরাইতে পারিলে আমার সুখ হয়।"

"তুমি আমাকে চিননা, ভাবিয়াছ সহজে আমার হাত হতে যাবে, তা হবেনা।"

"কি বল্লে?"

সুমন্ত দেব সুজলাকে ধরিতে লম্ফ দিলেন, বিদ্যুৎ বেগে সুজলা সরিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। সুমন্তদেব যত তাঁহাকে ধরিতে যান, তিনি তত হাসিতে হাসিতে সরিয়া যান। ক্রমে সুমন্তদেব উন্মত্ত প্রায় হইলেন, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন; তখন হাসিতে হাসিতে সুজলা গান ধরিলেন; মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় সুমন্তদেব দণ্ডায়মান রহিলেন। সুজলা গাইলেন,

"আমি কি লো মান জানি না?
এবার এলে থাকবো মানে
শুনেও কথা শুনিব না।
পাই কই সই নিঠুরে?"

গান সহসা বন্ধ করিয়া সুজলা কহিলেন, "রাজকুমার, কেমন শুনিলেন?"

"এমন কখন শুনি নাই? গাও, গাও।"

সুজলা গাইলেন,

"পাই কই সই নিঠুরে,
ডেকে ডেকে বেড়াই দূরে;

অল্প কত ডাকবো লো সই,
শুনেও সে যে শুনেনা।"

গান শেষ হইলে সুজলা কহিলেন, 'রাজকুমার, তুমি পাষণ্ড।"

"কেন সুন্দরি ? কেন দাসের প্রতি রাগ কর ?"

"কি কাজে এখানে এসেছ মনে পড়ে ?"

"তারা কোথায় গেল ?"

"আমি তাদের সম্বাদ দিয়াছিলাম।"

"তুমি !"

"হঁ্যা, তারা এতক্ষণ অনেক দূর গিয়াছে ?"

"কোন দিকে গিয়াছে ?"

"বঙ্গদেশের দিকে।"

"এস আমার সঙ্গে।"

"কেন বল দেখি ?"

"তুমি ভাল কথার মানুষ নও দেখিতেছি।"

এই বলিয়া লম্ফ দিয়া সুমন্তদেব সুজলার হাত ধরিলেন। তিনি সবলে হাত মুক্ত করিয়া বলিলেন, "তোমরা কি ভাব যে যত জোর তোমরাই এক চেটিয়া করিয়াছ ?"

"হার মানিলাম।"

"হা! হা! হা!"

"ভাল কথা তুমি শুনিবে না ?"

"কে কবে শুনিয়াছে ?"

"তোমায় বুঝিতে পারি না।"

"হা! হা! হা! এ পর্য্যন্ত কেহ পারিল না।"

"দেখ সুন্দরি, তোমায় আমি ছাড়িব না। সহজে না হয় বল প্রয়োগ করিব।"

"দেখিলে তো তোমার চেয়ে আমার বল বেশী।"

"আমি একলা নই।"

"হা! হা! হা!"

সুমন্তদেব তুরি ধ্বনি করিলেন, অমনি প্রায় ৫০ জন মোগল অশ্বারোহী তথায় উপস্থিত হইল। সুজলা অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের সেনাপতীকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "খাঁ সাহেব, ইনি ইচ্ছা করিয়া তাঁদের ছেড়ে দিলেন।"

"সে কি?"

"ইনি আমার রূপ দেখে পাগল; আমাকে নিয়েই ব্যস্ত, এ দিকে তারা পলাইল।"

"কোন দিকে গেল বলিতে পার?"

"এই দিকে গিয়াছে।"

মোগল সত্বর অর্দ্ধেক অশ্বারোহীকে সেই পথে যাইতে আজ্ঞা করিলেন, অপর অর্দ্ধেক তিনি অপর দিকে যাইতে আজ্ঞা দিলেন।

তখন সুমন্তদেব সুজলাকে লইয়া চলিলেন। তিনি মধ্যে, এক পার্শ্বে মোগল, অপর পার্শ্বে সুমন্তদেব, সুজলা গাইতে গাইতে চলিলেন,

"কার হাসি হাসে চাঁদ গগনে?
অত হাসি ভাল নয় ও চাঁদ বদনে!"

সহসা তিনি নিরস্ত হইয়া মোগলের দিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া কহিলেন, "দেখ, আমি তোমাদের দুজনকে সন্তুষ্ট কর্ত্তে পারি না।"

"তাতো বটেই। তুমি ঠিক বলেছ। বিবি, আর একটী গাও।"

"আমি দুজনের সঙ্গে যাইব না।"

এই বলিয়া সুজলা দাঁড়াইলেন, সুমন্তদেব কহিলেন, 'বহিরাম খাঁ! আমি ইহাকে আগে দেখিয়াছি, এ আমার প্রাপ্য,—তুমি নিজ কার্য্যে যাও।"

"হা হা হা! আগে আর পরে কি? যখন আমি পাইয়াছি তখন ছাড়িব না!"

"সে কি রকম কথা! তুমি কি আমার সঙ্গে বিবাদ করিতে চাও?"

"বিবাদ বিসম্বাদ কি! সুমন্তদেব, তুমি নিজ কার্য্যে যাও, এ রত্ন আমি ছাড়িব না।"

"বাহিরাম খাঁ, আমাকে রাগাইও না।"

"রাগ করিলে করিব কি?"

"যদি সহজে না যাও, বল প্রয়োগে তাড়াইব।"

"সিংহ কি শৃগালের সঙ্গে যুদ্ধ করে?"

"কি! এতবড় স্পর্দ্ধা।"

সুমন্তদেব অসি উন্মোচন করিলেন; সুজলা কহিলেন, "খাঁ সাহেব, তোমার সাহস নাই।" খাঁসাহেবের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু এ কথায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "সুমন্ত দেব, যুদ্ধের যদি একান্ত সাধ হইয়া থাকে, এখনই যুদ্ধ সাধ মিটাইতেছি।" মোগলও নিজ অসি কোষ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিলেন। তখন সুজলা বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের যদি মারামারি করিবার ইচ্ছা থাকে, দূরে গিয়া কর; আমার ভয় করে।" খাঁসাহেব কহিলেন, "সত্য, এস এদিকে, তোমাকে যমালয়ে পাঠাই।"

"আয় পামর, এখনি তোর শিরচ্ছেদ করি।" দুই জনে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এদিকে সুজলা অরণ্য মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

এই জন্যই কুমার সুশীলসুন্দর রাজা রাণীর সম্বাদ পাইলেন না; এই জন্যই বারব্রাধিপতি যে লোক পাঠাইয়াছিলেন তাহারাও তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ পায় নাই।

প্রথম তিনি ভাবিলেন, তাঁহারা বোধ হয় অরণ্যের অন্য কোন অংশে বাস করিতেছেন; তিনি অরণ্যের সমস্ত প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাঁহারা সে অরণ্যে নাই। নিকটস্থ পল্লিতে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিলেন, তাহারা কেহ যে অরণ্যে বাস করিতেছিল তাহাও জানিত না। তখন তিনি হতাশ হইয়া সরজুর সন্ধানে চলিলেন।

তিনি হর্ষপুরে আসিলেন, তথায় ঊষার কতক সন্ধান পাইলেন; কেহ কেহ বলিল, "তাঁহারা নদী পার হইয়া গিয়াছেন।" নদীর অপর পারে আসিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কেহই আর কোন সম্বাদ রাখে না। তখন তিনি ভাবিলেন, সরজু হয় তো ফিরিয়া রামীর মার বাড়ী গিয়াছে, তথায় গেলেন; রামীর মা আর সেখানে নাই। তাহার ক্ষুদ্র কুটীর ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

সর্ব্বত্র হতাশ হইয়া সুশীলসুন্দর ধীরে ধীরে হর্ষপুরে ফিরিলেন; তিনি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই কি কোন অত্যাশ্চর্য্য কারণে বাতাসে মিলিয়া গেল? যাইবে কোথায়? নতুবা কোন না কোন সম্বাদ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত।

তিনি তখন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া ঢাকার দিকে চলিলেন, ভাবিলেন, "প্রমোদকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করে যা হয় করা যাবে।"

কিন্তু ঢাকায় যাইবার অগ্রে তিনি আর একবার সেই অরণ্য অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি কুটীরে আসিয়া দেখেন তথায় সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেছেন। ব্রাহ্মণের ধ্যান ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে বিবেচনা করিয়া তিনিও দূরে এক বৃক্ষ তলে বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর চক্ষু মেলিলেন, তখন সুশীলসুন্দর নিকটে আসিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি এই অরণ্যেই নিবাস?"

"হ্যাঁ।"

"এখানে কতদিন আছেন?"

"তিন মাসের উপর।"

"এই কুটীরে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা কোথায় গেলেন বলিতে পারেন?"

"না। তাঁহাদের অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। সত্যকথা বলিতে কি; আমি তাঁহাদেরই সহিত বাস করিতেছিলাম। সহসা এক দিন দেখিলাম তাঁহারা আর কুটীরে নাই।"

"তাহারা কি একলা গিয়াছেন ?"

"না, আর দুইটি স্ত্রীলোক কয়েক দিন হ'তে আমাদের সঙ্গে বাস করিতেছিল, তাহারাও গিয়াছে।"

"আমি বারক্রের রাজকুমার সুশীলসুন্দর—বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন, আমি তাহাদের জন্যই তাহাদের অনুসন্ধান করিতেছি। আমাকে তাঁহাদের সবিশেষ বলুন।"

"আমি যাহা জানি বলিলাম।"

"দুইটি স্ত্রীলোক ছিল বলিলেন, তাহাদের নাম কি জানেন ?"

"একটি বালিকা বলিলেও হয়, তাহার নাম ঊষা।"

"ঊষা।"

"হাঁ, আর একটী বৃদ্ধা,—তাকে আমরা সকলে রাণীর মা বলিয়া ডাকিতাম।"

"রাণীর মা।"

"আপনি কি তাদের চিনেন।"

"চিনিতাম।"

সুশীলসুন্দর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঊষা বৃদ্ধ রাজা রাণীর সম্বাদ কিরূপে পাইল, পাইলেই বা আসিল কেন ? আবার রাণীর মা,—সেতো সরযূর সহিত ছিল। তবে কি ঊষার সহিত সরযূর সাক্ষাৎ হইয়াছে, যদি হইয়া থাকে তবে সরযূ গেল কোথায় ? কিছু বুঝিতে না পারিয়া তিনি বলিলেন, "তাঁরা কোথায় গেছেন বলিতে পারেন ?"

"কিছুই জানি না। আমাকে পর্য্যন্ত বলে যান নাই।

আমি কাজে অরণ্যের অন্যদিকে ছিলাম, কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি কুটীরে কেহ নাই। যখন আমাকে বলিয়া যান নাই, তখন বোধ হয় তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া যান নাই?"

"তবে কি মোগলেরা আসিয়া তাঁহাদের লইয়া গিয়াছে?"

"আমারও মনে ঐ কথা হইয়াছিল। কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া আমি এখানে অনেক ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখিয়াছিলাম।"

তখন সুশীলসুন্দরের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে মোগলেরাই তাঁহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় হইয়া তৎক্ষণাৎ ঢাকা যাত্রা করিলেন।

রাজা রাণী চলিয়া গেলে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া সেই কুটীরেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর চন্দ্রনাথে ফিরিবার ইচ্ছা নাই। তিনি ভাবিলেন এখানে থাকিলে দেবানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবার সাক্ষাৎ হইলে সঙ্গে যাইব।

রাজা রাণীর প্রস্থানের পর প্রায় এক মাস অতীত হইয়াছে; এপর্য্যন্ত ঠাকুর সেই অরণ্যে মনুষ্য মূর্ত্তি দেখেন নাই, কিন্তু অদ্য তাঁহার কেবল সুশীলসুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

সুশীল সুন্দরের প্রস্থানের প্রায় দুই দণ্ড পরে তিনি দেখিলেন সুজলা তাঁহার দিকে আসিতেছেন; অমনি তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। সুজলা নিকটে আসিয়া হাসিয়া কহিলেন, "কি ঠাকুর, ভাল আছ?" ঠাকুর এবার আর মায়াবিনীর মায়ায় মুগ্ধ হইবেন না স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই হাসি হাসি মুখ, সেই হাবভাব, সেই যৌবনে ভাসমান

অপরূপ রূপ, ঠাকুর দেখিলেন সুজলা তাঁহার রসময় [illegible] তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছেন; তাঁহার হৃদয়ে আলোড়ন উপস্থিত হইল, কিন্তু তিনি এবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বলিলেন, "আছি।"

"রাগ করেছ?"

"কেন আমাকে প্রলোভিত কর, আমি কি অপরাধ করেছি?"

"তাই তো ঠাকুর, তুমি যে ধার্ম্মিক হয়ে পড়্‌লে দেখ্‌ছি। এস, আজ আমি এখানে থাকিব।"

"কেন?"

"কেন!"

সুজলা গান ধরিলেন,

"আমি তো লো কাননের পাখী নই।"

তৎপরে সহসা নিবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার উপর রাগ করেছ? আমি কি অপরাধ করেছি?"

"আমাকে ক্ষমা কর।"

"ছি, ও কেমন কথা, তোমার আবার ক্ষমা কি? ঠাকুর কেমন বাতাস বহিতেছে?"

"আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।"

"ক্ষমা কি;—ছি, তুমি কেমন!"

সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "প্রভু, প্রভু, আমায় রক্ষা কর।" ঠাকুর মস্তক তুলিয়া দেখিলেন সুজলা। সে ভাব আর নাই; যেরূপ দেখিয়া সর্ব্বদা ঠাকুরের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিত, সেই দেবী মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে; সুজলা কহিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম।

আজ তোমার হৃদয়ের স্থিরতা ও দৃঢ়তা দেখিয়া আমার যে আনন্দ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তোমাকে দেখিয়া তোমার উপর আমার একরূপ ভালবাসা জন্মিয়াছিল, তোমাকে দেখিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম যে তোমাতে দ্রব্য আছে, তাহা যদি অযত্নে রহে, তবে পাপে পরিণত হইবে, আর তাহা যদি না হয়, তবে তাহা স্বর্গীয় রত্নে পরিণত হইতে পারে। এই ভাবিয়া আমি তোমাকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম। দেবানন্দ স্বামী তোমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন; এই খানেই থাক, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।”

সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর মস্তক তুলিয়া দেখিলেন সুজলা আর নাই; তিনি তাঁহার সন্ধানে ছুটিলেন, কিন্তু সে অরণ্যে শত সহস্র পথ, কোন্ পথে সুজলা গিয়াছেন তাহার নিশ্চয়তা কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাগল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র অরণ্যে পূর্ণ। ঢাকার নিম্নে ভৈরব প্রবাহিত;— তাহার পরপারে বিস্তৃত অরণ্য। উপরিলিখিত ঘটনার কয়েক দিবস পরে সেই অরণ্য মধ্যস্থ অপরিসর পথ দিয়া গাইতে গাইতে সুজলা যাইতেছিলেন,

"হৃদয় হৃদয় সনে বাঁধহে নাথ দুজনে,
তোমারি হৃদয় দেখ খেলে জীবনে!
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজি,
তোমাকে যে পাইয়াছি,
এস খেলি খেলা, হাসি হাসি সুখ মনে,
আর কারো নাহি জানি,
হৃদয়ে হৃদয় তুমি,
যেওনা যেওনা ফেলে, রেখহে চরণে।"

অরণ্যের মধ্যে এক পরিষ্কার স্থান, তথায় এক খানি অর্দ্ধ-ভগ্ন ক্ষুদ্র কুটীর, সুজলা তাহার পার্শ্ব দিয়া গাইতে গাইতে যাই-তেছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি সিংহের ন্যায় আসিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল। সুজলা ক্ষিপ্র হস্তে তাহার হাত না ধরিলে তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইত। আমরা বলিয়াছি সুজলার দেহে বলের অভাব ছিল না; তিনি ফিরিয়া বলিলেন, "কি?"

"চুপ্।"

"রাজকুমার, আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না?"

"চুপ, ঘুমাইতেছে।"

"কে?"

"সরজু।"

সুজলা সবলে প্রমোদকিশোরের হস্ত নিজ গলা হইতে দূর করিয়া বেগে কুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন আর্দ্রবসনে, আর্দ্রকেশে সরজু বসিয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে দেখিয়া সে হাসিয়া উঠিল,

"হা! হা! হা! হা! হা! হা! হা! হা! হা!"

সুজলা ফিরিয়া দেখিলেন পশ্চাতে প্রমোদকিশোর, তিনি কহিলেন, "রাজকুমার, একি?" সরজু হাসিল,

"হা, হা, হা! হা, হা, হা! হা, হা, হা!"

প্রমোদকিশোর কথা বহিলেন না, সুজলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার একি?" সরজু দাঁড়াইয়া উঠিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল,

"হা, হা, হা! হা, হা, হা! হা, হা, হা!"

"এ তোমারই কীর্ত্তি!"

প্রমোদকিশোর কহিলেন, "আমায় মেরে ফেল, আমার বুকে ছুরি বসাইয়া দেও।" সরজু গাইল,

"তোমরা সব আজ বাজাও বাঁশরী;
ওই আস্‌চে কালা, গলে মোহন মালা,
পীত-ধড়া, কদম তলায় হরি।"

প্রমোদকিশোর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "সরজু, সরজু, স্থির হও।" সে সবলে তাঁহার হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিল।

প্রমোদকিশোর কহিলেন, "সরজু, ক্ষান্ত হও।"

সরজু গাইল,

"ওই ও থায় কালা, করিছে খেলা,
ডাকে বাঁশী রাধা রাধা করি ;
তোমরা সব আজ বাজাও বাঁশরী।"

সহসা গান বন্ধ করিয়া সে বলিল, "আমার একটা বেরাল-ছানা ছিল, একটা ইঁদুর তাকে এসে ধর্‌লে—ঐ আমার বেরালছানা, ঐ আমার বেরালছানা ; ঐ তাকে মেরে ফেল্‌লে, ঐ গেল গেল ;—ও বাবা, আমার আর সহ্য হয় না, আমার বুক জ্বলে গেল, ওগো আমার বুক জ্বলে গেল।" তাহার ক্রন্দনে সুজলা চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না, প্রমোদ কিশোর কাঁপিতে কাঁপিতে তথায় বসিয়া পড়িলেন। সরজু উচ্চ হাস্য করিয়া গান ধরিল,

"তোরা দেলো দেলো, সাজায়ে মোরে দেলো,
যাবে রাধা পায়ে নূপুর পরি।
তোমরা সব আজ বাজাও বাঁশরী।"

সুজলা গান ধরিলেন ; যে গানে বনের বিহঙ্গ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া থাকিত সে গানে আজ কোন ফল দর্শিল না।

সরজু গাইল,

"দেওলো গলায় মালা, হাতে বালা,"

সুজলা সঙ্গীত ত্যাগ করিয়া সরজুর হাত আদরে ধরিয়া বলিলেন, "সরজু, সরজু,—কি হয়েছে?" সরজু গাইল,

"সিঁতায় সিন্দুর যতন করি।"

সঙ্গীত বন্ধ করিয়া সে কহিল, "একবারটী বল, তুমি

আমায় ভাল বাস।” প্রমোদকিশোর বসিয়াছিলেন, লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, “আর আমার সহ্য হয় না, আর আমার সহ্য হয় না।” তিনি বেগে কুটীর হইতে প্রস্থান করিলেন। সুজলার তাঁহার অনুসরণ করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কাহার নিকট সরজুকে রাখিয়া যাইবেন? প্রমোদকিশোর যে প্রস্থান করিলেন, সরজুর তাহা জ্ঞান নাই; সুজলা যে তাহার নিকটে রহিয়াছেন তাহাও তাহার জ্ঞান নাই; সে নিজ মনে গাইতেছে,

“তোমরা সব আজ বাজাও বাঁশরী,
আজ পেয়েছি কালা, করিব খেলা,
ওই কদম তলায় হরি।”

সুজলা ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া একটা বৃক্ষের কতক-গুলি পাতা সংস্থান করিলেন, তৎপরে সেই গুলি সরজুর নাসিকায় ধারণ করিলেন; সে প্রথমে সুজলাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরেই গান গাইতে গাইতে তথায় নিদ্রিত হইল।

তখন সুজলা দেখিলেন, সরজুর বামহস্তে একটী মাদুলী রহিয়াছে। তিনি সেটি ধীরে ধীরে খুলিয়া লইলেন, ধীরে ধীরে তাহার এক মুখ উন্মুক্ত করিলেন; তৎপরে এক খণ্ড ক্ষুদ্র কাগজ তাহার ভিতর হইতে বহির্গত করিলেন। তাহাতে কয়েকটী কথা মাত্র লিখিত আছে; তাহা দেখিয়াই সুজলা মাদুলীটী নিজ রুদ্রাক্ষ মালার সহিত গ্রথিত করিয়া সত্বর তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

সংসারে যে যাহা চায় সে তাহা পায়, আমরা তাহা ঠিক

বলিতে পারি না ; কিন্তু সুজলার তাহাই ঘটিল ; তিনি দেবানন্দ স্বামীকে চাহিতেছিলেন ; তাঁহাকে পাইলেন।

সুজলা চিন্তিত মনে প্রমোদকিশোরের সন্ধানে যাইতেছিলেন, দেখিলেন সম্মুখে দেবানন্দস্বামী। তিনি কহিলেন,

"প্রমোদকিশোর এ অরণ্যে কবে আসিল ?"

"আপনার সঙ্গে কি তাহার দেখা হইয়াছে ?"

"তাহাকে এই মাত্র মুসলমানেরা ধরিয়াছে, এতক্ষণ ঢাকায় লইয়া গেল।"

"এঁ্যা !"

"কেন, কি হইয়াছে ?"

সুজলা দেবানন্দস্বামীকে প্রমোদকিশোর ও সরজু সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলিলেন, তৎপরে বলিলেন, "আমার সন্দেহ মিটিয়াছে ?"

"কি রূপে ?"

সুজলা মালা হইতে মাদুলী খুলিলেন, তাহার ভিতর হইতে কাগজখানি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন ; সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "আমারই হাতের লেখা বটে।"

"দেব, এখন কি করিব ? পাগল হইয়াছে।"

"এখন কোথায় ?"

"ঐ কুটীরে।"

"তাহাকে ঔষধি দেও।"

"ভাল করিয়া তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিব ; দেবতার কার্য্যে তাহাকে গ্রহণ করিব।"

সন্ন্যাসী হাসিলেন।

"কেন সন্দেহ করেন ?"

"সাবধান, সুজলা, সাবধান। তাহাকে দেবতাকে দিয়া-ছিলে ভুলিয়া যাইও না।"

"তবে কি তাহাকে পাগল অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া যাইব ?"

"তাহাতো তোমাকে আমি করিতে বলিতেছি না।"

"দেব, তাহাকে ভাল করুন।"

"তুমি ঔষধি দেও।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী কয়েকটী ঔষধের নাম বলিয়া দিলেন। সুজলা কহিলেন, "একবার দেখিবেন না ?"

"কি জন্য ?"

"আশীর্ব্বাদ করিতে।"

দুই জনে কুটীরে আসিলেন; সরজু নিদ্রা যাইতেছে। সন্ন্যাসী বহুক্ষণ একদৃষ্টে সরজুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "সুজলা, সাবধান, সাবধান; এ মুখ অধিক দেখিলে আমার ভয় হয় পাছে তুমি পথ ভ্রষ্ট হও!"

"দাসীকে অবিশ্বাস করিবেন না।"

"মায়া সংসারে ভয়ানক দ্রব্য।"

"কোন প্রাণে কি বলিয়া ইহাকে কুপথে যাইতে দিব ? যাহা দেবতাকে দিয়াছি তাহা যদি দেবতার কার্য্যে না আসিল তবে কি হইল!"

"চেষ্টা করিয়া দেখ; আমি কাশী চলিলাম। যত শীঘ্র ্য এ দেশ ত্যাগ কর। এদেশে আসিয়া আমরা উভয়েই ্যা সংসারে লিপ্ত হইয়াছি।"

চরণ ...র্শনে কবে বিলম্ব করিয়াছে ?"

"সর্ব্বেশ্বরকে সঙ্গে লইতেছি।

"উহাকে যেমন দেবতার কার্য্যে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছি, সরজুকেও তেমনি পারি।"

সন্ন্যাসী হাসিলেন।

"আপনি দেখিতেছি সন্দেহ করেন।"

"করি।"

"তবে আমার উপর কি আজ্ঞা ?"

"চেষ্টা কর, চেষ্টা কর। সেটা না পার, আর একটা কিছু করিয়া ওকে স্থির করিয়া যাইও। এটা আমাদের কর্ত্তব্য। যখন সম্মুখে পড়িয়াছে তখন এটা করা কর্ত্তব্য।"

"আমি যত শীঘ্র পারি ফিরিব।"

তৎপরে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে নিদ্রিতা সরজুর মস্তকের নিকট বসিলেন, তৎপরে তাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া চক্ষু মুদিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিয়া বলিলেন, "ইহার অধিক আর কিছু করিতে পারিনা। আশীর্ব্বাদ করিলাম, সুখী হইবে।"

"আপনার আশীর্ব্বাদ কখন মিথ্যা হয় না।"

সন্ন্যাসী চলিয়া যান, সুজলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রমোদকিশোরের কি হইবে ?"

"একে নিয়ে ঢাকায় যাও।"

তিনি চলিয়া গেলেন; সুজলা কুটীরে আসিয়া ঔষধি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

আর প্রমোদকিশোর ? তিনি বন্দিভাবে ঢাকায় চলিয়াছেন। পর দিবস প্রাতে সকলে প্রমোদকিশোরের পলায়নের সম্বাদ পাইল। সেই সময়ে সুশীলসুন্দর ঢাকায় আসিয়া ছিলেন,

তিনিও শুনিলেন। তিনি বুঝিলেন, তিনি রাত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে যাহাদের দেখিয়া অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই প্রমোদ ও সরজু। সুবাদার কারাধ্যক্ষকে বলিলেন, "তোমারই মূর্খতায় সে পলাইয়াছে, যদি তাহাকে ধরিতে না পার, তবে তোমার প্রাণ রক্ষা কঠিন হইবে।" কারাধ্যক্ষ সাধ্যানুসারে প্রমোদকিশোরের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন।

চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী ছুটিল। ভৈরবের পর পারস্থ অরণ্যেও আসিল। যখন প্রমোদকিশোর পাগলের ন্যায় কাননে ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে অশ্বারোহীগণ তাঁহাকে দেখিল। তখনি তাহারা তাঁহাকে বন্দি করিয়া লইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আরোগ্য।

ঔষধে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হয়; কে না কত সময় শুনিয়াছেন যে কত উৎকট পীড়া সামান্য ঔষধে সারিয়াছে? সরজুরও তাহাই হইল।

ক্রমে সুজলার ঔষধে সরজুর মস্তিষ্ক শীতল হইল; তাহার উন্মত্ততার বাহ্যিক চিহ্ন সকল দূরীভূত হইল। ক্রমে সরজু আপনাকে প্রায় প্রকৃতস্থ মনে করিল; তখন তাহাকে লইয়া সুজলা ঢাকায় আসিলেন।

৩। ৪ দিনে সরজু পূর্ব্ব ঘটনা সকল স্মরণ করিতে পারিল; একে একে তাহার সমস্ত ঘটনা মনে পড়িল, কিন্তু সুজলার ঔষধে এবার তাহার মস্তিষ্ক সবল হইয়াছে, চিন্তা বা কষ্টে আর সে এক্ষণে উত্তেজিত হয় না। তবে তাহার বদন হইতে মলিনতার ছায়া দূর হইল না, সে যেন তখনও কি স্মরণ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তাহার সমস্ত কথা স্মরণ হইয়াছে, কেবল কারাগার হইতে পলাইয়া তৎপরে যে কি হইয়াছিল তাহা তাহার স্মরণ হয় না; প্রমোদকিশোর কোথা গেলেন, তাহাও সে ভাবিয়া পায় না।

ঢাকায় আসিবার চতুর্থ দিবস বৈকালে সে সুজলাকে বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?" এ পর্য্যন্ত সে একটী কথাও কহে নাই, সুতরাং তাহাকে কথা কহিতে শুনিয়া সুজলার বড় আনন্দ হইল, কহিলেন, "তা তোমার শুনে কাজ নাই।"

"বল না।"

"প্রমোদকিশোর" বলিয়া সুজলা থামিলেন, এ নাম শুনিয়া তাহার কিরূপ ভাব হয় দেখিবার জন্য তিনি থামিলেন। সরজু উৎসুক হৃদয়ে কর্ণ উত্তোলিত করিল, সুজলা কহিলেন, "প্রমোদকিশোর আবার কারাগারে গিয়াছেন।"

"কে?"

সুজলা ধীরে ধীরে সকল কথা কহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "তিনি তোমায় ভাল বাসেন, তবে কেন মনে কষ্ট পাও?"

সরজু এক্ষণে ইহা বুঝিয়াছিল, কোন কথা কহিল না।

সুজলা কহিলেন, "তুমি ঊষার উপর বৃথা রাগ করিয়াছ, সে তোমায় বড় ভালবাসে।"

সরজুর এ কথা স্মরণ হইয়াছিল, তিনি যে কত যত্নে নৌকায় তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন তাহা তাহার মনে হইয়াছিল;—একটু স্থির থাকিয়া সে সুজলাকে কহিল, "আমি তো রাগ করিনি। তিনি কোথায়?"

"তিনি এখন কোথায় আছেন ঠিক জানি না, কিন্তু তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে।"

"দেখা হ'লে তাঁকে ক্ষমা করিতে বলিব। তিনি আমায় কি ক্ষমা করিবেন?"

"করিবেন। তিনি তোমায় বড় ভালবাসেন।"

উভয়েই বহুক্ষণ নীরবে থাকিলেন; সহসা সরজু জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমায় এত ভালবাস কেন?"

"আমি কি তোমায় ভালবাসি?"

"হ্যাঁ।"

"কিসে জান্‌লে ?"

"না হ'লে তুমি আমাকে এত যত্ন কর কেন ?

"সত্যই সরজু আমি তোমায় ভালবাসি।"

"কেন ?"

"তুমি প্রমোদকিশোরকে ভালবাস কেন ?"

আবার বহুক্ষণ উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিলেন। এবার সুজলা কথা কহিলেন, বলিলেন, "আজ শুনিলাম প্রমোদ-কিশোর সম্বন্ধে অনুমতি আনিতে লোক রাজমহলে গিয়াছে।"

"কার কাছে ?"

"রাজা টোডরমল্লের কাছে।"

"তিনি কে ?"

সুজলা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'তিনি বঙ্গ দেশের শাসন কর্ত্তা।"

"তারপর।"

"প্রমোদকিশোর যে দোষ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার হয়তো রাজা টোডারমল্ল—।"

"কি ?"

"কিন্তু কাহাকেও যদি আমি তাঁহার নিকট পাঠাইতে পারি তাহা হইলে আমি প্রমোদকিশোরকে বোধ হয় মুক্ত করিতে পারি।"

"পাঠাও না।"

"কাকে পাঠাইব ; কে আমাদের জন্য অশ্বারোহণে দিন রাত চলে রাজমহলে যাবে ? তা না হলে কোন কাজই হবে না ; সে লোক ঢের আগে গিয়াছে।"

উভয়েই আবার বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। সহসা সরজু কহিল, "তুমি বারেন্দ্রের রাজকুমার সুশীলসুন্দরকে চিন?"

"চিনি, কেন? শুনিলাম তিনি এখানেই আছেন।"

"ভালই হয়েছে।"

"কেন?"

"তাঁকে বল্লে তিনি যাবেন।"

"কেন?"

তাহাতো সরজু জানে না, তবে বিপদে পড়িলে কেমন আপনাআপনিই সুশীলসুন্দরের নাম তাহার মনে পড়িত; সে বলিল, "তিনি আমাকে বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে তাঁকে জানাতে।"

সুজলা সুশীলসুন্দর যে সরজুকে নৌকায় আনিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়াছিলেন, বলিলেন, "ভাল মনে করিয়া দিয়াছ; আমার তাঁকে বলাই উচিত; কারণ তিনি প্রমোদকিশোরের আত্মীয়।"

"আত্মীয়!"

"প্রমোদকিশোর সুশীলসুন্দরের ভগ্নিপতি।"

সরজুর মলিন মুখে সহসা কালিমার ছায়া পড়িল; সে কোন কথা কহিল না।

সুজলা সরজুকে সত্বর ঔষধি সেবন করাইলেন, তৎপরে অন্যান্য কার্য্য শেষ করিয়া সুশীলসুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বহির্গত হইলেন।

সরজু কপোলে হস্ত স্থাপিত করিয়া ভাবিতেছিল, সুজলা কহিলেন, "আমি সুশীলসুন্দরের কাছে যাইতেছি।"

"যাও।"

"সরজু কি ভাবিতেছ?"

"তাঁর স্ত্রীর নাম কি জান?"

সুজলা বুঝিলেন, বলিলেন, "সুসমা।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজমহল যাত্রা।

বাবঙ্গের রাজকুমার ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। এক সুন্দর বৃহৎ অট্টালিকা, অসংখ্য দাস দাসীতে পূর্ণ; যদিও সুশীলসুন্দর আড়ম্বর প্রিয় ছিলেন না, তত্রাচ পিতার সম্মানার্থে তাঁহাকে জাঁক জমকে থাকিতে হইত; বিশেষ ঢাকা, মুসলমানদিগের পূর্ব্ব প্রদেশস্থ রাজধানী।

সুজলা অট্টালিকার দ্বারে আসিয়া এক ব্যক্তিকে তাঁহার ইচ্ছা জানাইলেন। সে কহিল, "এখন রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, তাঁহার কাল হইতে ভয়ানক জ্বর হইয়াছে।" সুজলার সকল আশা হৃদয়ে মিলিয়া গেল, তত্রাচ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া তিনি বলিলেন, "একবার সম্বাদ দিন, যদি দেখা করিতে চান, ভালই, নতুবা চলিয়া যাইব।"

সুজলার দেবী মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভীত হইত, সেও হইল; বলিল, "তবে অপেক্ষা করুন, রাজকুমারকে সম্বাদ দি
কিয়ৎক্ষণ পরে সে আসিয়া কহিল, "আসুন।"

"রাজকুমার কি বলিলেন ?"

"তিনি বলিলেন সন্ন্যাসিনী মাত্রেই তাঁহার ভক্তির ও মান্যের পাত্রী, অবশ্য সাক্ষাৎ করিব।"

সুজলা দেখিলেন সুশীল সুন্দর শয্যাগত, জ্বরে তিনি অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। সুজলাকে দেখিবা মাত্র চিনিলেন,—বলিলেন, "কি আবশ্যক ?"

"আপনার নিকট বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছিলাম; কিন্তু।"

"কিন্তু কি ?"

"আপনি পীড়িত ?"

"কাল হইতে জ্বর হইয়াছে।"

"এখন কেমন আছেন ?"

"বড় ভাল নয়।"

"তা হইলে আমি অন্য সময় আসিব।"

"উষার আর সম্বাদ রাখেন ?"

"তাঁহারা বারেন্দ্রে গিয়াছেন।"

"কবে ?"

"অনেক দিন হইল।"

"আমি যখন গিয়াছিলাম তখন যায় নাই।"

"তার পর গিয়াছেন ?"

"তাঁরা কে ?"

"তাঁহাকে আমি বৃদ্ধ রাজা রাণীর সম্বাদ দিয়াছিলাম; আপনারা বন্দি হইলে, তিনি তাঁহাদের নিকট ছিলেন।"

"তার পর ?"

"তারপর মোগলেরা রাজা কোথায় আছেন সম্বাদ পাইয়া সেই কাননে যায়; আমি পূর্ব্বেই সম্বাদ দেওয়ায় তাঁহারা বারন্দ্রের দিকে গিয়াছিলেন।"

"সরজুর সম্বাদ কিছু রাখেন?"

"আপনারা বন্দি হইলে সরজুর নৌকায় সহিত উষার সাক্ষাৎ হয়; তাঁহারা উভয়ে নৌকায় বহুদিন ছিলেন। পরে সরজু পাগল হয়।"

"পাগল হয়!"

"হ্যাঁ, সে উষাকে আঘাত করিয়া পলাইয়াছিল; তারপর কেমন করে কয় দিন হইল প্রমোদকিশোরকে কারাগার হ'তে মুক্ত করিয়াছিল।"

"সে কি সরজু?—শুনেছিলাম বটে সে একজন পাগলী। সে রাত্রে আমার নিদ্রা না হওয়ায় আমি অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলাম; আমি তাহাদিগকে দেখিয়া অনুসরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ভৈরবের তীরে গিয়া আর তাহাদের কোন চিহ্ন দেখিলাম না।"

"প্রমোদকিশোর সরজুকে লইয়া জলে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন, অনেক কষ্টে সাঁতরাইয়া পর পারে যান; একটা কাট ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছিল, সেটা না পাইলে বোধ হয় উভয়েই ডুবিতেন।"

"তারপর, তারপর?"

"তারপর, পর দিবস পর পারস্থ অরণ্যের মধ্যে এক কুটীরে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়; সরজু তখন ভয়ানক পাগল হইয়াছে। প্রমোদকিশোর যেমন কুটীরের বাহিরে

আসিয়া বেড়াইতেছিলেন, অমনি মোগলেরা তাঁহাকে বন্দি করিল; তিনি এখন কারাগারে আছেন।”

“সরজু।”

“আমি তাহাকে ঔষধ দিয়া ভাল করিয়াছি, সে এখন এই খানেই আছে।”

“প্রমোদকিশোর আবার কারাগারে গিয়াছে, এবার রক্ষা পাওয়া দায়।”

“আমি সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। শুনিলাম রাজা টোডারমল্লের নিকট লোক গিয়াছে। আমি এক সময় রাজার টোডারমল্লের উপকার করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমার দুই একটী প্রার্থনা রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। যদি কেহ তাঁহার নিকট যায় ও আমার নাম করিয়া বলে, তবে তিনি বোধ হয় প্রমোদকিশোরকে মুক্তিদান করিলেও করিতে পারেন।”

সুশীলসুন্দর কোন কথা কহিলেন না।

“কিন্তু কে যাইবে? এখন দিন রাত অশ্বারোহণে না গেলে সে লোককে ধরিতে পারিবে না; কে এত কষ্ট করিয়া যাইবে। সরজু।”

“কি?”

“সরজু আমাকে আপনার নিকট আসিতে বলিল; বলিল, আপনি তাহাকে বলিয়া ছিলেন, আবশ্যক হইলে আপনাকে জানাইতে।”

সুশীলসুন্দর উঠিয়া বসিয়া দাসকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “শীঘ্র অশ্ব প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দাও।” দাস চলিয়া গেলে সুজলা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে যাইবে?”

"আমি।"

"আপনি!"

"হাঁ।"

"আপনি পীড়িত, কেমন করিয়া যাইবেন? আপনাকে এ অবস্থায় যাইতে দিব না।"

"আমার পীড়া বড় না একজনের প্রাণ বড়; বিশেষতঃ দেখিতেছেন না, আমার ঘাম হইতেছে, এখনই জর ছাড়িবে।"

"আপনার পীড়া বাড়িবে।"

"বাড়িবে না। কিন্তু আপনাকে আমার একটা অনুরোধ শুনিতে হইবে।"

"আজ্ঞা করুন।"

"আপনি সরজুকে লইয়া বারভ্রে যান। এখানে আপনাদের উভয়েরই কষ্ট হইতেছে, বিশেষতঃ তাহাকে যদি মোগলেরা দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড করিবে।"

সুজলা চিন্তিত হইলেন।

"অঙ্গীকার করুণ।"

"রাজকুমার তাহাই হইবে।"

সুশীলসুন্দর আর এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি এখনই রাজমহল যাত্রা করিতেছি।"

"রাজকুমার, আপনি অসুস্থ।"

"আমার জর ছাড়িয়াছে।"

"আপনি দুর্ব্বল আছেন।"

"সামান্য, তাতে কোন ক্ষতি হইবে না। ইনি তোমাদের যাহা করিতে বলেন করিবে, যেখানে যাইতে বলেন যাইও। আজই প্রস্তুত হও।"

"আপনার আজ্ঞা পালন করিব, কিন্তু।"—

"কিন্তু কি হে, সুবলরাম!"

সুবলরাম বহুদিনের ভৃত্য, বলিল, "রাজকুমার, আপনার এ অবস্থায় বিছানাই থাকাই উচিত।"

"বিশেষ প্রয়োজন না হইলে থাকিতাম, থাকিবই তো মনে করিয়াছিলাম।"

সে আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। সুজলা কহিলেন, "আপনার ন্যায় সংসারে অল্প দেখিয়াছি, ভগ্নিপতির জন্য কে কবে এত করে?"

"ভগ্নিপতিই হউক বা পরই হউক বিপদে পড়িলে, বিশেষ একজনের প্রাণ রক্ষা করিতে সকল কারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

"সংসারে কয়জন তা করে।"

সুশীলসুন্দর হাসিলেন, সে হাসি দেখিয়া বহুক্ষণ সুজলা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'রাজকুমার! আপনি সবজুকে বড় ভাল বাসেন।" সুশীলসুন্দর মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাল না বাসিলে বুঝি কেহ কাহার জন্য কিছু করে না।"

"এ সংসারে তো নয়। হইলেও অতি অল্প।"

সুশীলসুন্দর হাসিলেন; এই সময়ে ভৃত্য আসিয়া সম্বাদ দিল অশ্ব প্রস্তুত। সুজলা কহিলেন, "আপনার এ অবস্থায় যাওয়া কি উচিত হইতেছে?"

"আবার সেই কথা কেন? দেখিতেছেন না আমার জর গিয়াছে।"

মানসিক উত্তেজনায় অনেক সময় জর দূরীভূত হয়, সুশীলসুন্দরের তাহাই হইল। তাঁহার জর অন্তর্হিত হইল। তিনি সত্বর বেশ বিন্যাস করিয়া বহির্গত হইলেন। তিনি অশ্বারোহণ করিয়া সুজলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমি যে আপনার নিকট হইতে যাইতেছি তাহা তিনি কিসে জানিবেন?"

সুজলা দক্ষিণ হস্তে নিজ আজানুলম্বিত কেশ ও জটা তুলিয়া ধরিলেন, বলিলেন, "ইহার কতকগুলি কাটিয়া লইয়া যান। ইহা দেখিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন।"

সুশীলসুন্দর নিজ অসি উন্মুক্ত করিয়া কতকগুলি কেশ কাটিয়া লইয়া অশ্বকে ধাবিত করিলেন।

সুজলা ধীরে ধীরে নিজ স্থানে ফিরিলেন, তখনও সরজু কপোলে হস্ত সংস্থাপিত করিয়া সেইরূপ ভাবিতেছে। সুজলা সুশীলসুন্দরের প্রস্থানের কথা কহিলেন, সে কোন উত্তর দিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভিক্ষা।

পর দিবস কুমার সুশীলসুন্দরের নৌকায় তাহার সমস্ত লোক জন সহ সুজলা ও সরজু বারত্রের দিকে চলিলেন। দুই দিন নৌকায় কাটিয়া গেল।

একদিন নিশীথ রাত্রে যখন সকলে নিদ্রিত হইয়াছে, তখ

সুজলা ও সরজু বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন;—নৌকার গবাক্ষ উন্মুক্ত; চন্দ্রের কোমল কিরণ ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া নৌকা আলোকিত করিয়াছে; নদীবক্ষে শত শত চাঁদ হাসিতেছে; তীরে বৃক্ষ শ্রেণী জ্যোৎস্নালোকে অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। গভীর নিস্তব্ধতা সমস্ত জগত অধিকার করিয়াছে। সুজলা বলিতেছিলেন, "সরজু, এখন তো তোমার মন স্থির হইয়াছে, আর তুমি অবোধ নও, তোমার বুদ্ধি আছে। ও আশা ত্যাগ কর।"

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া সরজু কহিল, "আশা তো করি না।"

"প্রমোদকিশোর বিবাহিত, তাহাতে রাজার ছেলে; তুমি সামান্য ভিখারিণী;—তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেও, তাঁহার পিতা মাতা তোমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিবেন কেন? তাঁহার আশা ত্যাগ কর। আমার সঙ্গে কাশী চল; দেখ কেমন চাঁদ ঐ আকাশে হাসিতেছে। ও কার হাসি? তাঁরই? তিনি জগতের আদি অনন্ত; তিনি প্রেমময়, তিনি দয়াময়; তাঁকে ভাল বাসিতে শিখিলে আর কষ্ট থাকেনা। দেখ আমি কত সুখী। আমার কোনই ভাবনা চিন্তা নাই। তুমি প্রমোদকিশোরের আশা ত্যাগ কর।"

সরজু আবার ধীরে ধীরে কহিল, "আশা তো করি না।"

"তাঁকে ভুলে যাও।"

সরজু কাঁদিয়া উঠিল। সুজলা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তোমার ভাল বাসার গভীরতা আমি বুঝি নাই; তাহাই তোমায় ভুলিবার কথা বলিয়াছিলাম। বুঝিলাম তোমার ভালবাসা ভুলিবার নয়।"

কিয়ৎক্ষণ দুই জনে নীরব থাকিয়া সুজলা কহিলেন, "সরযূ, প্রমোদকিশোরের সহিত বিবাহ হইলে কি তুমি সুখী হও ?"

"তাঁহার যে বিবাহ হইয়াছে।"

"তাহাতে ক্ষতি কি ?"

"আমি অন্যকে কেন দুঃখ দিব ?"

"কেন ? এক জনের কি দুই বিবাহ থাকে না ?"

"থাকে, কিন্তু বড় কষ্ট হয়।"

সুজলা বালিকার নিকট হারিলেন। আর কোন কথা কহিলেন না। নৌকা ক্রমে বারভ্রাধিপতির বিস্তৃত রাজ্যে প্রবিষ্ট হইল। এক দিন সুজলা দেখিলেন, তাঁহাদের নৌকার ন্যায় আর এক খানি নৌকা নদী তীরে বাঁধা রহিয়াছে। তিনি সেই স্থানে নৌকা লাগাইতে আজ্ঞা দিলেন।

সে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, নাম চন্দনপুর; গ্রামে একটী ক্ষুদ্র বাজার আছে। অনুসন্ধান করিয়া সুজলা জানিলেন যে ঊষা ও রাজা রাণী তথায় বাস করিতেছেন। তখন তিনি সরযূকে লইয়া ঊষার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

এক সন্ন্যাসিনী সাক্ষাৎ করিতে চায় শুনিয়া ঊষা সত্বর বাহির হইয়া আসিলেন;—সরযূকে দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "সরযূ, কেন আমায় ছেড়ে গিয়াছিলে ? তোমার জন্য আমি কত কেঁদেছি!"

"আমায় ক্ষমা করুন।"

"ক্ষমা! সে কি! তুমি কি দোষ করিয়াছ ? বল আর আমাকে ছেড়ে যাবে না ?"

সে আদর ও ভাল, বাসার সম্মুখে সরজু দাঁড়াইতে পারিল না বলিল, "না।"

"এত দিন কোথায় ছিলে? আমাদের সম্বাদ দেও নি কেন?"

সুজলা ঊষাকে এক পার্শ্বে আনিয়া সকল কথা বলিলেন। প্রমোদকিশোর ও সুশীলসুন্দরের সম্বাদ পাইয়া ঊষা নিশ্চিন্ত হইলেন;—তাঁহার মলিন বদনে আজ হাসি ধরে না। তিনি বলিলেন, "সুজলা, তোমার পরিবর্ত্তন হয়েছে।"

"কেন?"

"তুমি আর তেমন গান গাওনা; অন্য সময় হইলে এতক্ষণ তোমার চারিটা গান শুনিতাম।"

"সত্যই বলেছ; এখন এক জনের চিন্তা মনে আসিয়াছে,—সে চিন্তা না গেলে আর গান গাইতে ইচ্ছা হবে না।"

তখন ঊষা সরজুকে লইয়া গৃহের এক পার্শ্বে বসিলেন; প্রায় দুই দণ্ড ধরিয়া তাঁহাদের কি কথোপকথন হইল। ঊষাই কত কথা কহিলেন, কিন্তু আমরা জানি সরজু একটী কথাও কহে নাই। যখন সে প্রথম কথা কহিল, তখন সে বলিল, "না।"

"কেন? আমার অনুরোধ শুনিবে না; আমাকে কষ্ট দিবে?"

"আপনাকে আমি কষ্ট দিতে পারিব না, আপনি আমায় কত ভাল বাসেন।"

"সরজু, আমি বল্‌চি আমার কষ্ট হবে না।"

"হবে।"

"কিসে জানিলে? আমি তোমার ওজর আপত্তি শুনিব না।"

"আমার আর কে আছে ? আপনি আমাকে ভাল বাসেন। আমি কখনই আপনাকে কষ্ট দিতে পারিব না।"

"তোমার আপত্তি আমি শুনিব না। আমি তোমার বড় বোন। যে মেয়ে দিদির কথা শুনে না সে লক্ষী মেয়ে নয়, জানতো।"

সরজু আর সহ্য করিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। এমন ভালবাসা সে কখন দেখে নাই, এমন নিস্বার্থতা সে কখন উপলব্ধি করে নাই। ঊষা সাদরে তাহার চক্ষুজল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ সরজু, তুমি যদি ফের কাঁদ, তবে আমি তোমায় মারিব। আজই আমরা দেশে যাব।"

ঊষা রাজারাণীকে আসিয়া বলিলেন, "আমায় আজই বাড়ী যেতে হবে। বাড়ী হতে লোক এসেছে।" রাজা বলিলেন, "সে কি ?"

"আবার সকলকে দেখিয়া শুনিয়া ফিরিয়া আসিব।"

"আমি যে কাশী যাইব স্থির করিয়াছি।"

"আমি তাহার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিব। আমি আপনার সঙ্গে যাইব।"

"বাড়িতে কি প্রয়োজন ?"

"অনেক দিন বাড়ী যাই নাই; আর কাশী গেলে কত দিন যেতে পারিব না।"

"কত দিনে ফিরিবে ?"

"১৫ দিনের বেশী হবে না।"

"দেখ ঊষা, বেশী দিন যেন আমায় ফেলে থেক না, তাহলে বুড় মরে যাবে।"

"১৫ দিনের আগেই আসিব।"

"যাও, বাড়ী যাবে বারণ করিতে পারি না।"

রাণী কহিলেন, "আমাদের ভুলে থেক না।"

"না, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।"

তৎপরে রাজার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,"মহারাজ, আমার একটী ভিক্ষা আছে।"

"কি! বল না, তোমায় দিব না এমন কি আছে?"

"অঙ্গীকার করুন।"

"বল না, ঊষা, তোমায় দিব না এমন কিছুই নাই।"

"আমার একটি আত্মীয়া আছে।"

"কি?"

"তার সঙ্গে প্রমোদকিশোরের বিবাহ দিন।"

অন্য কেহ এ প্রস্তাব করিলে রাজা ক্রোধে উন্মত্ত হইতেন, কিন্তু ঊষার উপর তাঁহার রাগ হয় না, বলিলেন, "সে কে? তাঁর বাপ কি করেন?

"তার বাপ মা নাই; সে ভিখারিণী; এত দিন পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, এখন আমি যত্ন করিয়া নিকটে রাখিয়াছি।"

রাজা কোন কথা কহিলেন না।

"মহারাজ, আজ্ঞা করুন।"

"ঊষা, অন্য কিছু চাও।"

"আর কিছু আমার আবশ্যক নাই।"

"দেখ আমি বিক্রমপুরের রাজা, কি বলিয়া পুত্রের সহিত

একটা ভিখারিণীর বিবাহ দিব? লোকে কি বলিবে? আমার মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না।”

“তবে আবশ্যক নাই।”

“আর কিছু চাও।”

“মহারাজ, আমি আর কিছু চাহি না।”

ঊষা চলিয়া যান, রাজা ডাকিলেন, “ঊষা!” ঊষা দাঁড়াইলেন। রাজা কহিলেন, “তোমার জন্য আমি আমার মাথা নিচু করিব। আমি পুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিব; এখন বল, তুমি আমার সঙ্গে কাশী যাবে?” ঊষা হাসিয়া কহিলেন, “তাহা তো অঙ্গীকার করিয়াছি।”

“তোমার আত্মীয়া কোথায় আছেন?”

“বারেন্দ্রে।”

“বারেন্দ্রে!”

“হ্যাঁ!”

“বারেন্দ্রে! সেখানে প্রমোদকিশোরের বিবাহ হইয়াছে, তাহার নাম কি?”

“সরজু।”

রাজা আর কোন কথা কহিলেন না।

ঊষা রাজা রাণীর জন্য জন কতক দাস দাসী নিযুক্ত করিলেন, তৎপরে রামীর মার নিকট অর্থ দিয়া তাহাকে গৃহিণী করিয়া রাখিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন।

রামীর মাকে দেখিয়া সরজু বলিল, “বুড়ী, তুমি এখানে”

“আর বাছা, মানুষ না পাখী।”

“আমাদের সঙ্গে যাবে না?”

"না।"

"কেন ?"

"ঊষা থাক্‌তে বলে, কিন্তু তুমি বাপু, মেয়ে বেজাই।"

"কেন ?"

"তোমার ভাব পাওয়া যায় না।"

সরজু হাসিয়া কহিল, "বুড়ী, আবার তোমার সঙ্গে দেখা করিব।"

"মনে কি থাক্‌বে ?"

"দেখ।"

রাত্রে ঊষা সরজুকে লইয়া নৌকাযোগে চন্দনপুর ত্যাগ করিলেন। সুজলাও চলিয়া গেলেন। রাণীর মা রাজা রাণীর সঙ্গে রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজা টোডারমল্ল।

সের সা আসাম হইতে লাহোর পর্য্যন্ত সুন্দর পথ নির্ম্মাণ করিয়া ঐ পথের পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে কুয়া খনন, ও সরাই সংস্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। এ পথের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

এই পথ দিয়া অশ্বারোহণে কুমার সুশীলসুন্দর রাজমহলের দিকে চলিয়াছেন। তাঁহার আর জ্বর নাই, কখনও যে তাঁহার জ্বর হইয়াছিল, এ চিহ্নও তাঁহার শরীরে নাই। পূর্ব্বের ন্যায় শরীরে বল, হৃদয়ে উৎসাহ ;—তিনি নিতান্ত আবশ্যক না হইলে পথে অপেক্ষা করিতেছেন না।

এইরূপে গমন করিয়াও তাঁহার রাজমহল উপস্থিত হইতে দশ দিবস লাগিল; তাঁহার উপস্থিত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নৌকা যোগে ঢাকাস্থ দূত উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজা টোডারমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

রাজপুত ও মোগল সেনাপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা টোডারমল্ল রাজনীতির পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন; এই সময়ে এক জন প্রহরী যাইয়া সম্বাদ দিল, "এক জন বাঙ্গালী যোদ্ধা সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।"

"বাঙ্গালী যোদ্ধা!"

"মহারাজ।"

"আসিতে বল।"

সুশীলসুন্দর রাজাকে অভিবাদন করিলেন; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আবশ্যক?"

"মহারাজ, আমি বারভ্রাধিপতির পুত্র, সুশীলসুন্দর।"

"বারভ্রাধিপতির পুত্র! রাজকুমার বস, তোমার পিতা আমাদের প্রধান সহায়, বঙ্গদেশে আকবর বাদসাহের প্রধান বন্ধু।"

সুশীলসুন্দর উপবেশন করিলেন। রাজা বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া আমাদের প্রকৃতই আনন্দ হইতেছে; কিন্তু তোমায় ব্যস্ত দেখিতেছি। এখনও বেশ পরিবর্ত্তন কর নাই, কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে? তোমার পিতা তো ভাল আছেন?"

"আপনার অনুগ্রহে সকলই মঙ্গল। আমি তাঁহার নিকট হইতে আপনার নিকট আসি নাই।"

"তবে কি প্রয়োজন? বল; তোমার পিতা আমার বিশেষ বন্ধু।"

সুশীলসুন্দর চারিপার্শ্বস্থ সেনাপতিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, রাজা কহিলেন, "গোপনে আমার সহিত কথোপকথনের প্রার্থনা কর?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"এঁদের সম্মুখে অনায়াসে বলিতে পার।" তৎপর সেনাপতিদিগের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, "এ কোন রাজ কর্ম্ম সম্বন্ধীয় সম্বাদ নয়।" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, অনুমতি হয় তো আমরা এখান হইতে যাই;" ইহা বলিয়াই তাঁহারা ত্রস্তে তথা হইতে সকলে প্রস্থান করিলেন; তখন রাজা টোডারমল্ল কহিলেন, "এখন তোমার কথা বলিতে পার।"

"এক সন্ন্যাসিনী আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন?"

সন্ন্যাসিনী! "সন্ন্যাসিনীর নাম কি?"

"তিনি নিদর্শন স্বরূপ ইহা দিয়াছেন," বলিয়া সুশীল সুন্দর রাজার হস্তে সন্ন্যাসিনীর কেশ স্থাপন করিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে কি ভাবিলেন, তৎপরে বলিলেন, "বল, তিনি কি বলিয়াছেন?"

"তিনি বিক্রমপুরের রাজকুমার প্রমোদকিশোরের মুক্তি প্রার্থনা করেন।"

"বিক্রমপুরের রাজ কুমার প্রমোদকিশোরের মুক্তি! আমি যে অনেক দিন তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছি।"

"তাঁহার প্রাণ দণ্ড এখনও হয় নাই। তিনি কারাগার হইতে পলাইয়াছিলেন, আবার ধৃত হইয়া কারাগারে আছেন।"

রাজা চিন্তিত হইলেন; তৎপরে সহসা বলিলেন, "তিনি তোমার ভগ্নিপতি; তুমিই বোধ হয় সন্ন্যাসিনীকে বলিয়া আমার নিকট আসিয়াছ?"

"তা ঠিক নয়, তিনি স্বইচ্ছায় আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

"কেন?"

"তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না।"

রাজা টোডারমল্ল বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "তাহারা যে সেখানে তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিবে না তাহার বিশ্বাস কি?"

"আপনার অনুমতির জন্য তারা লোক পাঠাইয়াছে।"

"কই কোন লোক আসে নাই।"

"তাহা হইলে শীঘ্রই আসিবে।"

"তুমি নিশ্চয় জান লোক আসিয়াছে?"

আজ্ঞে "হাঁ।"

"তবে তুমি যাও, বিশ্রাম করগে; আমি প্রমোদকিশোরকে মুক্তিদান করিলাম; সেই লোকের সঙ্গে অনুমতি পত্র পাঠাইয়া দিব; তাঁহাকে বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতে পরামর্শ দিও।"

"আপনার অনুমতি অবশ্য পালন করিব।"

"যাইবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইও।"

"আমি এখনই যাইব।"

"সে কি? তোমায় ক্লান্ত দেখিতেছি।"

"না, আমার বিশেষ আবশ্যক আছে।"

"তোমার পিতাকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইও।"

সুশীলসুন্দব তৎক্ষণাৎ রাজমহল ত্যাগ করিলেন। ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, রাজমহল হইতে লোক তখনও ফিরে নাই।

চারি দিন পরে ফিরিল। সুবাদার হইতে সামান্যসেনানী পর্য্যন্ত রাজ আজ্ঞায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। রাজা টোডারমল্ল প্রমোদকিশোরকে অনতিবিলম্বে মুক্তিদান করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

কারাগারে যাইয়া সুশীলসুন্দর এ সম্বাদ প্রথম প্রমোদকিশোরকে দিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে প্রমোদকিশোর কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন। সেই দিন রাত্রেই তাঁহারা ঢাকা-ত্যাগ করিলেন।

সপ্তম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বারেন্দ্রে আগমন।

প্রমোদকিশোর ও সুশীলসুন্দর দুই জনে একত্রে নৌকা-যোগে বারেন্দ্রে যাত্রা করিলেন।

তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে নৌকা যায়, কিন্তু নিতান্ত আবশ্যকীয় কথা ব্যতীত রাজকুমারদ্বয়ের কেহ কাহারও সহিত কথা কহেন না; যে যাহার নিজ চিন্তায় মগ্ন। এইরূপে তিন দিবস অতীত হইল।

এক দিন দুই প্রহরের সময় প্রমোদকিশোর নৌকা-গবাক্ষে বসিয়া ভাবিতেছেন; নিকটে সুশীলসুন্দর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন; সহসা তিনি পুস্তক বন্ধ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, তৎপরে বলিলেন, "প্রমোদকিশোর!" প্রমোদকিশোর চমকিত হইয়া ফিরিলেন, সুশীলসুন্দর কহিলেন, "একটা কথা বলিব, যদি মনে কিছু না কর তো বলি।"

"বল।"

"আমরা সকলেই আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি।"

"বুঝিয়াছি, তুমি আমাদের তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বলিবে, কিন্তু সে করা না করার ভার কি আমার হস্তে?"

"তা নয় জানি, তুমি যদি রাজাকে অনুরোধ কর, আর আমরা যদি সকলে অনুরোধ করি, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি স্বীকৃত হইতে পারেন।"

"কিন্তু আমাদের কি যবনের পদানত হওয়া উচিত?"

"উচিত নয় তা জানি; কিন্তু যখন উপায় নাই, তখন অদৃষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।"

"পিতার কাছে যাইতেছি, তুমি বলিতে বলিতেছ বলিব, কিন্তু তাহাতে কি মোগলেরা আবার আমাদের রাজ্য আমাদের দিবে?"

"রাজা টোডারমল্লকে যেমন দেখিলাম তাহাতে বোধ হয় তিনি তোমাদের রাজ্য তোমাদের দিবেন।"

প্রমোদকিশোর একটু ভাবিয়া বলিলেন, "সুশীলসুন্দর, তুমি বাবক্রে গিয়াই কি রাজা টোডারমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে?"

"না। আমি ঢাকায় এসে গিয়াছিলাম।"

"আমার পালাবার কথা শুনিয়াছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"আবার কারাগারে আসিলাম কিরূপে জান?"

"আমি সকলই জানি।"

"তুমি কি করিয়া জানিলে?"

"সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল; তিনি আমাকে তোমার বন্দি হইবার কথা বলিয়াছিলেন।"

"সরজু?"

"সরজু তাঁহার সঙ্গে আছেন।"

"তাঁরা এখন কোথায় জান ?"

"বারন্দ্রে গিয়াছেন।"

"কেন ?"

"আমি সন্ন্যাসিনীকে তাঁহাকে লইয়া বারন্দ্রে যাইতে বলিয়াছিলাম।"

"কেন ?"

"সরজু তোমায় মুক্ত করিয়াছিলেন, মোগলেরা তাঁহাকে পাইলে দণ্ড দিতে পারে ভাবিয়া আমি সন্ন্যাসিনীকে বলিয়াছিলাম।"

"সরজু কেমন আছে জান ?"

"সন্ন্যাসিনী আমায় বলিয়াছিলেন, তাঁহার কঠিন পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সে পীড়া হইতে আরোগ্য হইয়াছেন।"

প্রমোদকিশোর কথা কহিলেন না; বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "সুশীল, আমি বারন্দ্রে যাইব না।"

"কেন ?"

"কি বলিয়া সেখানে মুখ দেখাইব ?"

"কেন ?"

"কি বলিয়া আমি তোমার ভগ্নীকে মুখ দেখাইব ?"

"কেন, সে তোমায় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে।"

"কি বলিয়া আমি তোমার পিতা মাতাকে মুখ দেখাইব ?"

"কেন ?"

প্রমোদকিশোর আর কোন কথা কহিলেন না; কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নিশ্চয় জান রাজা রাণী বারন্দ্রে গিয়াছেন ?"

"সন্ন্যাসিনী আমাকে বলিয়াছেন।"

"তবে আমার বারক্রেই যেতে হবে?"

"হ্যাঁ।"

আর কেহ কোন কথা কহিলেন না।

পর দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকা বারক্রের রাজধানীর নিকটস্থ হইল; তখন প্রমোদকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁরা কি রাজধানীতে আছেন?"

"তাহা তো জানি না, সন্ন্যাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে জানিতে পারিব।"

"সন্ন্যাসিনী কি রাজধানীতে আছেন?"

"খুব সম্ভব।"

সুশীলসুন্দর নৌকা রাজধানী পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন না;—রাজধানী হইতে তিন ক্রোশ দূরে পদ্মার তীরে তাঁহার "আনন্দ কানন" নামে উদ্যান ছিল; তাঁহারা সেই উদ্যানে নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তৎপরে তাঁহার আগমনবার্ত্তা লোক-দ্বারা রাজধানীতে পাঠাইলেন।

প্রমোদকিশোরের তৎকালিক হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাওয়া বৃথা। তিনি কি বলিয়া শ্বশুর শাশুড়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, কোন্ মুখ লইয়া স্ত্রীর সম্মুখে যাইবেন!

প্রমোদকিশোরকে তথায় রাখিয়া সুশীলসুন্দর অশ্বারোহণে নিজ রাজধানীর দিকে চলিলেন; প্রথমে তিনি একজন পরি-চারককে আহ্বান করিলেন, সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারী বাড়ী আসিয়াছেন?"

"আজ্ঞে না, তিনি নগরে এক বাড়ীতে রহিয়াছেন। আমা-

দের এ কথা অন্য কাহাকে বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন আপনি আসিলে আপনাকে সম্বাদ দিতে।”

“রাজা শুনিয়াছেন?”

“এ কথা কেহই জানে না।”

তৎপরে তিনি বাটীর ভিতর প্রস্থান করিলেন। বহু দিন পরে পুত্র আবার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, রাণীর আর আনন্দের সীমা নাই!

অন্যান্য কথার পর রাণী কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুশীলসুন্দর কহিলেন, “সে আসিয়াছে,—এই নগরেই আছে।”

“বাড়ী আসিল না কেন?”

“একেবারে কি বলিয়া বাড়ী আসিবে? বাবা রাগ করিতেন।”

“তবে কি হবে?”

“আমি বাবাকে বলিয়া তাঁহার সম্মতি লইব।”

“তবে আমি কিছু বলিব না?”

“না।”

তৎপরে বলিলেন, “প্রমোদকিশোরও আসিয়াছেন।”

“এঁ্যা, কবে?”

“আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহাকে আমি আমার বাগানে রাখিয়া আসিয়াছি।”

“এখানে আনিলে না কেন?”

“সুসমা আগে না আসিলে তিনি আসিলে পিতা কেবল অধিক ক্রুদ্ধ হইতেন।”

“কখন তাকে সঙ্গে আনিবে? কতদিন দেখিনি!”

"কাল আনিব। এখন আমি বাবার সঙ্গে দেখা করিব ; তার পর সুসমাকে আনিতে যাইব।" আহারাদি করিয়া সুশীলসুন্দর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহে প্রত্যাগমন।

বারেন্দ্রাধিপতি নিজ প্রকোষ্ঠমধ্যে বসিয়া মন্ত্রীর সহিত রাজকার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন ; এমন সময়ে সুশীলসুন্দর আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন।

"কখন আসিলে ?"

"এই মাত্র।"

"বাড়ীর ভিতর যাও।"

"বাড়ীর ভিতর হইতে আহারাদি করিয়া আসিতেছি।"

"তবে কি বলিয়া বলিলে এই মাত্র আসিয়াছ ?"

"অধিকক্ষণ হয় নাই।"

"অধিকক্ষণ হয় নাই আর এই মাত্রে প্রভেদ আছে। তুমি বালক। যা করিতে গিয়াছিলে তাহার কি হইয়াছে ?"

"রাজা রাণীকে আনিয়াছি।"

"কই তাঁহারা ?"

"তাঁহারা এখনও বারেন্দ্রে আইসেন নাই।"

"এই বলিলে আসিয়াছেন ?"

"এখানে আসেন নি, কিন্তু নিকটেই আছেন।"

"তুমি এখনও কথা কহিতে শিখ'নাই। যাও তাঁহাদের এখানে লইয়া আইস।"

"প্রমোদকিশোর আসিয়াছেন।"

"কে?"

"প্রমোদকিশোর।"

"সে কোথা হ'তে আসিল?"

"তিনি মুক্ত হওযায় এখানে রাজা রাণী আছেন শুনিয়া আসিয়াছেন।"

"কোথায়?"

"আনন্দকাননে আছেন।"

"এখানে আন নাই কেন?"

এই কথা বলিয়াই রাজা যেন মর্ম্মে আহত হইলেন, বলিলেন, "ভালই করিয়াছ, তাহার এখানে আসিয়া কাজ নাই।"

কেন এ কথা রাজা বলিলেন সুশীলসুন্দর বুঝিলেন, বলিলেন, "পিতা, যদি অনুমতি করেন তবে——"

"কি বল, তুমি এখনও সময়ের মূল্য বুঝ নাই।"

"একটী ভিক্ষা করিতে চাই?"

"ভিক্ষা। সে কি।"

"একটী প্রার্থনা, যদি রক্ষা করেন তবে বলি।

"সে কি?"

"আজ্ঞা করেন তো বলি।"

"তুমি কি পাগল হইয়াছ?—মন্ত্রি।"

"সুসমাকে ক্ষমা করুন।"

রাজা বলিয়া উঠিলেন, "মন্ত্রি, মন্ত্রি, শীঘ্র কবিরাজ ডাকাও।"

"পিতঃ, কবিরাজ কি হবে?"

"তুমি পাগল হয়েছ।"

"পিতঃ, আমার কোন অসুখ হয় নি।"

"তুমি ছেলে মানুষ, কি বুঝ।" মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, "মহারাজ, রাজকুমার কি বলিতে চাহেন, শুনা বোধ হয় কর্ত্তব্য।"

"পাগলের কথা কি শুনিব?"

"রাজকুমার পাগল হইয়াছেন বলিয়া——"

"হায়, হায়, মন্ত্রি তুমিও পাগল হইলে।"

সুশীল সুন্দর ধীরে ধীরে কহিলেন, "পিতঃ, সুসমাকে ক্ষমা করুন।"

"সুসমাকে ক্ষমা! মন্ত্রি, যে কুল ত্যাগ করে আমার মুখে কালি দিয়া গিয়াছে তাকে যে ক্ষমা করিতে বলে সে পাগল নয় তো কি!"

"সে তাহার স্বামীর জন্য গিয়াছিল; দিন কত মাত্র সেই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে ছিল, তার পর প্রমোদকিশোরের সঙ্গে ছিল, তার পর বৃদ্ধ রাজা রাণীর সঙ্গে ছিল।"

রাজা এই সকল কথা শুনিয়া কথঞ্চিৎ স্থির হইলেন, বলিলেন, "তার পর?"

"তার পর এখানে আসিয়াছে; যদি তাহাকে ক্ষমা করিয়া অনুমতি করেন তবে সে আসিয়া চরণ ধূলি লয়।"

রাজা কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তৎপরে

বলিলেন, " তুমি আমাকে আশ্চর্য্য কথা শুনাইলে, সে স্বামীর সন্ধানে গিয়াছিল !"

" সুসমার মত মেয়ে হয় না।"

" কিন্তু তুমি এ বিষয় নিশ্চয় জান ?"

" নিশ্চয় জানি।"

" তা হ'লে মন্ত্রি, কি বল ? তা হ'লে তাহাকে ক্ষমা করিতে হইতেছে।"

" অবশ্য মহারাজ ?"

" তবে কি তাহাকে আনিব ?"

" অবশ্য আনিবে, তাহা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ, এতক্ষণ আন নাই কেন ?"

সুশীলসুন্দর দ্রুতবেগে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

তিনি প্রথমে নির্দ্দিষ্ট বাটীতে সুসমার সন্ধানে চলিলেন। তথায় সুসমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা বহুক্ষণ দুইজনে কথোপকথন করিলেন ; তৎপরে সুসমা বহুদিবস পরে দাদার সহিত নিজ পিত্রালয়ে চলিলেন।

বহুদিবস পরে কন্যাকে পাইয়া মাতার যে আনন্দ হইয়াছিল তাহা আমরা বর্ণনা করিতে যাইব না।

মাতার সহিত সুসমা পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি প্রণাম করিলে রাজা কহিলেন, " তোমার বলে যাওয়া উচিত ছিল।"

সুসমা ধীরে ধীরে সলজ্জভাবে কহিলেন, "আপনি অনেক-বার বলিয়াছিলেন যে স্ত্রীলোকের স্বামী সেবা ভিন্ন অন্য কোন কাজ নাই।"

"তাতো বলেছিলাম?"

রাণী কহিলেন, "সে কথায় আর কাজ নাই। প্রমোদ আসিয়াছে, তাহাকে আনিতে লোক পাঠাও।"

"আমি নিজেই যাব।"

তৎক্ষণাৎ রাজা উঠিলেন, তৎক্ষণাৎ মহা সমারোহে তিনি আনন্দ কাননাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার বহুপূর্ব্বে সুশীল সুন্দর অশ্বারোহণে তথায় যাত্রা করিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্বশুরালয়ে যাত্রা।

সুশীলসুন্দর আসিয়া দেখিলেন প্রমোদকিশোর উদ্যানে পদচারণ করিতেছেন। তিনি নিকটে আসিলে প্রমোদকিশোর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ন্যাসিনীর দেখা পাইলে?"

"না।"

"না!"

"তবে রাজা রাণীর সম্বাদ পাইয়াছি।"

"কেমনে পাইলে?"

"সরজু এখানে আছে। সন্ন্যাসিনী তাহাকে এখানে রেখে কোন বিশেষ কাজে কোথায় চলে গেছেন।"

"সরজু ভাল আছে।"

"হঁ্যা।"

"রাজা রাণী কোথায় আছেন?"

"এখান হ'তে ৭ ক্রোশ দূরে চন্দনপুর বলে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তাঁহারা সেই গ্রামে বাস করিতেছেন।"

"অশ্ব প্রস্তুত করিতে বল, আমি এখনই তাঁহাদের নিকট যাইব।"

"সরজুর সঙ্গে দেখা করিবে না?"

"তাহার সহিত দেখা করে' চন্দনপুর যাইব। তাহাকেও পিতা মাতার নিকট লইয়া যাইব।"

"তবে কি আমার সঙ্গে যাইতে হইবে?"

"ভাই, তোমাকে অনর্থক অনেক কষ্ট দিয়াছি তোমাকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু কি করিব, আমার আপনার বলিবার আর কেহ নাই।"

"আমি কি কখন তোমার কাজে অবহেলা করিয়াছি।"

"সেই জন্যই আমার আরও কষ্ট। তুমি কেন আমার জন্য এত কর?"

"প্রমোদকিশোর, তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে তুমি আমার ভগ্নিপতি।"

প্রমোদকিশোরের হৃদয়ে কে যেন বান বিদ্ধ করিল; যে তাঁহার জন্য এত করে তাহার ভগীর কথা তিনি একবারও ভাবেন না। তিনি কহিলেন, "সুশীল, সুশীল, সেই জন্যই তো আমার আরও কষ্ট; আমি যে তোমার ভগীর কথা একবারও ভাবি না; আমার মত নরাধম কে? আমার মত মহাপাপী কে?"

"সে তোমার উপর রাগ করিবে না। সে তোমাকে চিনে।"

"আমি কোন্ মুখ লইয়া তাহার সম্মুখে যাইব ; তুমি তা সকলই জান।"

"তুমি সুসমাকে জান না। কিন্তু তুমি যে এখনই যাইতে চাও, রাজা তাহা হইলে কি বলিবেন ? আমাদের বাড়ী গিয়ে তার পর যাইও।"

"না. না, তোমাদের বাড়ী ইহার পর যাইব।"

প্রমোদকিশোরের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস নাই। সুশীলসুন্দর কহিলেন "যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহাই কর ; কিন্তু একজনের সহিত কি সাক্ষাৎ করিবে ?"

"কে ?"

"উষা।"

এ নাম তিনি হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন ; সহসা সুশীলসুন্দরের মুখে শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন ; বহুক্ষণ সুশীলসুন্দরের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'কে ?'

"উষা। তিনি আজ দেশে যাইতেছেন। জানই তো যে আমি ব্যস্ত থাকায় তাঁহাকে আমি এতদিন দেশে পাঠাইতে পারি নাই। আজ সন্ধ্যার পর তিনি রওনা হইবেন ; তিনি যাইবার সময় তোমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন।"

প্রমোদকিশোর বহুক্ষণ নীরবে তথায় পদচারণ করিলেন, তৎপরে সুশীলসুন্দরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "না, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না।"

"কেন ?"

"কেন? তিনি আমার কে?"

"তিনি তোমার কেহ নয় তাহা জানি, যাহাকে বিপদে সাহায্য করিয়াছিলে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ক্ষতি কি?"

"না, না, না,—আমি তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিব না, সে আগুনের নিকট আমি আর যাইব না। সুশীল, চল, আমি সরজুকে লইয়া রাজা রাণীর নিকট যাই। তিনি এখান হ'তে না গেলে আমি আর এখানে আসিব না।"

"কেন তাঁহার উপর এত রাগ? তিনি কি অপরাধ করিয়াছেন?"

"তুমি জান না—"

এই সময়ে অদূরে কোলাহল ও অশ্ব পদ শব্দ শ্রুত হইল; দেখিতে দেখিতে উদ্যানের মধ্যে রাবন্দ্রাধিপতি প্রবেশ করিলেন। সুশীলসুন্দর ও প্রমোদকিশোর সত্বর বহির্গত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

রাজা সকল বিষয়েই ব্যস্ত; প্রমোদকিশোরকে একটী কথাও কহিতে দিলেন না,—তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহাকে লইয়া নগরের দিকে ফিরিলেন। প্রমোদকিশোরের আর সরজুর সহিত সাক্ষাৎ করা হইল না; পিতার নিকটও গমন করা হইল না। যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে ছিল, ঘটনা স্রোতে পড়িয়া তিনি তাহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীর সহিত।

বহুদিবস পরে জামাই বাড়ী আসিলে নিতান্ত দরিদ্রের আলয়েও মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়; সুতরাং বলা বাহুল্য বারেন্দ্রাধিপতির বিস্তৃত প্রাসাদে জামাতার জন্য কিরূপ আড়ম্বর হইল। কিন্তু হায়, প্রমোদকিশোরের হৃদয়ে সুখ নাই! কত আহার দ্রব্য! তিনি স্পর্শ করিলেন মাত্র, কিন্তু আহার করিতে পারিলেন না।

তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতেছে; কিরূপে স্ত্রীর সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিবেন? তিনি যে অপরকে ভাল বাসেন, তিনি যে অপরকে বিবাহ করিতে ব্যস্ত! হয়তো তিনি তাঁহার সকল বৃত্তান্ত তাঁহার ভ্রাতা সুশীলসুন্দরের নিকট শুনিয়াছেন! তিনি কি বলিবেন! না জানি তিনি কত ক্রুদ্ধ হইবেন! সরজুর কথাই বা তিনি তাঁহাকে কেমন করিয়া বলিবেন! প্রমোদকিশোরের হৃদয় ঝটিকাকালীন সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় আলোড়িত হইতেছিল।

ক্রমে আহারাদি সমাপ্ত হইল, নৃত্য গীত বন্ধ হইল, রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল। এই সময়ে দুইজন দাসী আসিয়া প্রমোদকিশোরকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া চলিল। তাহারা দুইজনে দুইটা বাতি লইয়া সম্মুখে চলিয়াছে, আর

পশ্চাতে, কম্পিত হৃদয়ে, শঙ্কিত মনে, প্রমোদকিশোর ধীরে ধীরে চলিয়াছেন।

তিনি শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে প্রণাম করিলেন; তিনি দাসীর মুখে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া তাঁহাকে সুসমার প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইতে বলিলেন। দাসীর সহিত প্রমোদকিশোর চলিলেন।

সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ; একটী বৃহৎ ঝাড় নিজ অসংখ্য হস্ত বহির্গত করিয়া গৃহ আলোকিত করিয়াছে; প্রাচীরে নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর দেওয়ালগিরি জ্বলিতেছে; কয়েকখানি অতি সুন্দর ছবিও প্রকোষ্ঠকে সুশোভিত করিয়াছে। এক পার্শ্বে এক সুন্দর পর্য্যাঙ্ক; দুগ্ধফেণিভ শয্যা তাহাতে শোভা পাইতেছে। প্রমোদকিশোর ধীরে ধীরে পর্য্যাঙ্ক উপরে যাইয়া বসিলেন, দাসী স্বর্ণপাত্রে পান প্রদান করিয়া গেল; স্পন্দিত হৃদয়ে প্রমোদকিশোর তথায় বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে অদূরে অলঙ্কারের মধুর ধ্বনি হইল; অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া বারস্রের রাজকুমারী ধীরে ধীরে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রমোদকিশোর একবার ভাবিলেন, "উঠিয়া যাইয়া হস্ত ধরি;" আবার ভাবিলেন, "না, উচিত নয়।" কিন্তু তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

রাজকুমারী ধীরে ধীরে পর্য্যাঙ্কের নিকট আসিলেন; প্রমোদকিশোরের মস্তক তুলিবার সাহস নাই, তিনি মস্তক অবনত করিয়া একটা পান লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। প্রমোদকিশোর কথা কহেন না দেখিয়া রাজকুমারী কহিলেন, "রাজকুমার!"

বারুদে সহসা অগ্নি সংযোগ করিলে কিরূপ হয় তাহা সকলেই দেখিয়াছেন, প্রমোদকিশোরেরও ঠিক সেইরূপ হইল। তিনি লম্ফ দিয়া একেবারে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজকুমারী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "দাসীকে ক্ষমা করুন। দাসী প্রতারণা করিয়াছিল, দাসীকে ক্ষমা করুন। স্বামী পাইবার জন্য প্রতারণা করিয়াছিলাম, ইহাই ভাবিয়া দাসীকে ক্ষমা করুন।"

"আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

"আমি আপনার দাসী সুসমা; উষা আর কেহ নয়, দাসীই উষা। দাসীর প্রতি যে একটু ভালবাসা দান করিয়াছিলেন, দাসীর তাহাতেই জীবন সার্থক হইয়াছে, মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে।"

প্রমোদকিশোর ধীরে ধীরে পর্য্যাঙ্কে বসিলেন, তৎপরে চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সত্যই কি আপনি উষা?"

"দাসী কি অপরাধ করিয়াছে, দাসীকে কেন "আপনি" সম্ভাষণ?"

"আমার মাথা ঘুরিতেছে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; আপনি—তুমি—উষা হইলে কিরূপে?"

"আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আপনাকে সকল বলিতেছি।" প্রমোদকিশোরের মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছিল, তিনি শয়ন করিলেন। তখন সুসমা তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বাতাস দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন, "কোন স্ত্রী স্বামীর জন্য ব্যাকুল না হয়?—স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে স্ত্রী কি স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে? স্ত্রীজাতির স্বামী ভিন্ন আর কি আছে? স্বামীই

তাঁহার দেবতা, স্বামীই তাহার পূজার দ্রব্য। আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া চলিয়া গেলে হৃদয়ে বড় বেদনা পাইলাম, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যেমন করিয়া হয় স্বামীর ভালবাসা লাভ করিব। এই সময়ে এখানে একজন সন্ন্যাসিনী আসিলেন; তাঁহার সহিত আমার বিশেষ সৌহার্দ্দ হইল; আমি তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিলাম। তিনি অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে করিয়া আপনার নিকট লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন; একদিন কাহাকে কিছু না বলিয়া রাত্রে তাঁহার সহিত বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলাম। অনেক দেশ ঘুরিয়া চন্দ্রনাথে যাইয়া আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম। তার পর আমি সন্ন্যাসিনীকে কিছু না বলিয়া পলাইলাম; তার পর রাজপুত বেশে নির্জ্জন পথে আপনার সম্মুখে গিয়াছিলাম। নাথ! আপনার সহিত ছলনা ও প্রতারণা করিয়াছিলাম, ক্ষমা করুন।"

প্রমোদকিশোর কোন কথা কহিলেন না? সুসমা কহিলেন, "তার পর যাহা হইয়াছিল তাহাতো আপনি জানেন; আমি দাদার সঙ্গে হর্ষপুর ছিলাম, তার পর শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে ছিলাম, তার পর মুসলমানেরা আসিলে তাঁহাদের নিয়ে চন্দনপুরে ছিলাম। তার পর বাড়ী এসেছি।"

প্রমোদকিশোর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, তৎপরে বলিলেন, "তুমি আমায় ক্ষমা কর; আমিই অধিক দোষী। তোমার মত স্ত্রীর যোগ্য আমি নই।"

"দাসীকে ক্ষমা করুন, দাসী আপনার সহিত ছলনা করিয়াছিল। সন্ন্যাসিনী বলিয়াছিলেন স্বামীর ভালবাসা

পাইবার জন্য স্ত্রী সকলই করিতে পারে।"

"তুমি অমূল্য রত্ন, আর আমি নরাধম; আমি তোমার যোগ্য নই।"

"সে কথায় আর কাজ নাই; কতদিন পরে, বিবাহের পরে এই প্রথম আমি আপনাকে পাইয়াছি; আর সে সকল কথায় কাজ কি? তাহাতে কেবল কষ্ট হয়; আজ আমার বড় আনন্দের দিন।"

"উষা,—সুসমা,—তুমি আমার সকলই জান;—তোমায় আর অধিক কি বলিব?"

"সে পাগল মেয়েটা কোথায় গেল?"

"কে?"

"সরজু।"

"সে এই নগরেই আছে।"

"এই নগরে আছে, আর আমি জানি না?"

"সে এই নগরেই আছে।"

"তাকে আমি সন্তুষ্ট করিব, সে আমার বড় উপকার করিয়াছিল।"

"সুসমা—সে—তাকে—"

"আপনি তাকে ভালবাসেন তা আমি জানি,—কিন্তু তাই বলিয়া, নাথ, আপনি কে ভুলিবেন না।"

প্রমোদকিশোর কথা কহিলেন না।

"সে ভিখারীর মেয়ে,—আর আপনি বিক্রমপুরের রাজকুমার।"

"আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।"

"তাকে টাকা কড়ী দিযে একজনের সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিব ; তাহা হইলে সে সুখে থাকিবে।"

"সুসমা।"

"তার কথায় আর কাজ নাই। রাজা রাণীকে কবে এখানে আনিবেন?"

"কাল তাঁহাদের নিকট যাইব।"

"দাদা বলিয়াছিলেন আকবর বাদসাহেব—"

"তিনি আমায়ও বলিয়াছেন ; বাবাকে বলিব ;—সুসমা, আমায ক্ষমা কর।"

"আপনি দাসীকে ক্ষমা করুন।"

প্রমোদকিশোরের হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনাতিত, তবে কেহ কেহ বোধ হয তাহার হৃদয়ের তৎকালীন অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনি হৃদয-বেগ আর সমিত করিতে পারিলেন না, তিনি সুসমার হৃদযে মুখ লুকাইয়া বালকের ন্যায ক্রন্দন করিযা উঠিলেন ; সুসমা তাঁহার চক্ষু জল মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "নাথ! আপনার যাহাতে সুখ, আমার তাহাতেই সুখ। আজ আমাদের আনন্দের দিন ; আজ আমাকে কাঁদাইতে চাহেন কেন?"

প্রমোদকিশোর দুই হস্তে সুসমার মুখ উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।" সুসমা তখন তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিলেন, "আপনি আমার দেবতা।"

বহুক্ষণ নীরবে উভয়েই বসিয়া রহিলেন ; তৎপরে সুসমা কথা কহিলেন, বলিলেন, "আমার একটী ভিক্ষা আছে।"

"তোমায় দিব না এমন কিছুই নাই।"

"আমার একটী দূর সম্পর্কীয়া ভগিনী আছে—"

প্রমোদকিশোর কথা কহিলেন না; সুসমা কহিলেন, "তাহাকে আপনার বিবাহ করিতে হইবে।"

"এঁ্যা!"

"তাকে আমি আপনাকে দিব অঙ্গীকার করিয়াছি, আপনাকে তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে।"

"সুসমা!"

"নাথ, আমি শ্বশুর মহাশয়ের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে আমি তাঁহার সঙ্গে কাশী যাইব;—আমি যে আপনার সেবা করিতে পাইব না।"

"সুসমা, সে কি?"

"শ্বশুর মহাশয় আমাকে ছাড়িবেন না; এইজন্য আমি আপনার সেবার জন্য আর একজনকে রাখিয়া যাইতেছি। নাথ, বলুন, তাহাকে গ্রহণ করিবেন?"

প্রমোদকিশোর কোনই উত্তর দিলেন না, সুসমা কহিলেন, "তবে কি দাসীর অনুরোধ রক্ষা করিবেন না?"

"তোমার জন্য সকলই করিতে পারি।"

"তবে অঙ্গীকার করুন যে তাহাকে বিবাহ করিবেন।"

"যদি না করি।"

"তবে যে কষ্ট কখন পাই নাই, সেই কষ্ট আজ পাইব।"

"অঙ্গীকার করিলাম। তবে তুমিও অঙ্গীকার কর যে তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না।"

সুসমা তখন সত্বর উঠিয়া পর্য্যাঙ্ক ত্যাগ করিয়া গিয়া-

ছেন; প্রমোদকিশোর কহিলেন, "কোথায় যাও ?"

"এখনি আসিতেছি, আমার বোন এখানেই আছে, তাহাকে লইয়া আসি।"

"না, না, এখন নয়, অন্য সময়।"

সুসমা অন্তর্হত হইয়াছেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সুসমা আর একটী বালিকার হস্তধারণ করিয়া তাহাকে সবলে টানিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া প্রমোদকিশোর অগ্রসর হইলেন, তখন, সুসমা বালিকার অবগুণ্ঠন দক্ষিণ হস্তে সরাইয়া কহিলেন, "নাথ, ইহাকে চিনিতে পারেন ?"

প্রমোদকিশোর প্রথম স্তম্ভিত হইলেন, তৎপরে কম্পিত হইলেন, তৎপরে টলিতে টলিতে পশ্চাৎপদ হইলেন; তিনি পড়িতেছিলেন। ছুটিয়া গিয়া সুসমা তাহাকে ধরিলেন, তখন প্রমোদকিশোর অজ্ঞান হইয়াছেন।

বালিকা সরজু।

দুই জনে প্রমোদকিশোরকে পর্য্যাঙ্কে আনিয়া শয়ন করাইলেন। তৎপরে সঙ্গা উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে প্রমোদকিশোর চক্ষুরুন্মিলন করিলেন; অমনি সরজু শয্যা ত্যাগ করিয়া পলাইল। সুসমা কহিলেন, "নাথ, আপনার শরীর অসুস্থ, আর কোন কথা কহিবেন না, এখন নিদ্রা যান।

"সুসমা, সুসমা, আমি তোমার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।"

"যদি আপনি কথা কহেন তবে আমি উঠিয়া যাইব।"

"সুসমা, সুসমা।"

"তবে চলিলাম।"

"না, না।"

"তবে নিদ্রা যান।"

প্রমোদকিশোর অগত্যা বাধ্য হইয়া চক্ষু মুদিলেন, সুসমা পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস দিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সরজুর হৃদয়।

আর সরজু;—অভাগিনী সরজু?—সে কখন পরের বাড়ীতে বাস করে নাই, সে কখন রাজপ্রাসাদে থাকে নাই;—সে কখন এত আদর, সমাদর পায় নাই;—ইহাতে তাহার প্রকৃত ক্লেশই হইতেছিল; পাখীকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া তাহাকে ক্ষীর ননী সর খাওয়াইলে পাখী কবে সুখী হয়?

সন্ন্যাসিনী তাহাকে উষার হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; সে সেই পর্য্যন্ত উষার নিকট; সুসমার ভালবাসায় সে মুগ্ধ হইয়াছিল, সুসমার মধুর চরিত্রে তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল; এ পর্য্যন্ত তাহাকে এত ভাল কেহ বাসে নাই। যে রাগ করিবে ভাবি সে যদি রাগ না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বড় ভাল বাসে, তবে কাহার না মন তাহাতে গলিয়া যায়? সরজুর তাহাই হইল।

সুসমা তাহাকে নিজ সঙ্গে আলয়ে আনিলেন, তাহার মলিন বেশ পরিবর্ত্তন করাইলেন, তাহার কেশ তৈল দিয়া মার্জ্জিত করিলেন। সরজুর এ সকল করিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সে সুসমাকে দুঃখিত করিতে চাহে না। পাছে সুসমা দুঃখিত হন ভাবিয়া সে কিছুতেই আপত্তি করিল না। সুসমা তাহাকে মনোমত সাজাইয়া বাড়ীর সকলকে দেখাইলেন। সত্য সত্যই সরজু বড় সুন্দরী ছিল; তাহার সম্মুখে সুসমা পরমাসুন্দরী হইলেও দাঁড়াইতে পারিতেন না; বিশেষতঃ তাহার বদনে যে মলিনতার ছায়া ভাসিয়া বেড়াইত তাহাতে তাহাকে আরও সুন্দর দেখাইত।

যখন সে শুনিল যে প্রমোদকিশোর বারত্রে আসিয়াছেন, তখন সহসা তাহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, যখন সে শুনিল প্রমোদকিশোর প্রাসাদে আসিয়াছেন, তখন সে অস্থির হইল। সুসমা তাহাকে আবার সাজাইতে আসিলেন, এবার সে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিল না। সে কিছুতেই বেশ বিন্যাসে সম্মত হইল না। তৎপরে সুসমা যখন তাহাকে বলিলেন যে তাহার প্রমোদকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, তখন সে "না" বলিল; কিছুতেই সে ইহাতে সম্মত হইল না। সুসমা দেখিলেন সে অতিশয় অস্থির হইয়াছে; পাখীকে নূতন পিঞ্জরে বদ্ধ করিলেও সে বোধ হয় এত অস্থির হয় না। যদি সুবিধা পাইত তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই তথা হইতে পলাইত। সুসমা বুঝিলেন; আহারাদির পর তিনি যখন স্বামী সন্দর্শনে যাইতেছিলেন তখন কৌশল করিয়া তাহাকে এক গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া গেলেন।

যখন সুসমা আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন, তখন তাহার জ্ঞান প্রায় ছিল না; তৎপরে প্রমোদকিশোরকে চক্ষুরুন্মিলন করিতে দেখিয়া তাহার সংজ্ঞা হইল, সে ছুটিয়া তথা হইতে পলাইল। সুসমা জানিতেন সে পলাইতে পারিবে না, কারণ চারিদিক বন্ধ। হায়, হায়, কেহ তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে সে একবার কাননে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার হৃদয় শীতল করে!

প্রমোদকিশোর তাঁহার উষা পাইয়া দুঃখিনী ভিখারিণী সরজুকে প্রায় ভুলিয়াছিলেন, তবে একেবারে ভুলেন নাই। সুসমার অনুরোধে, কতক নিজের ইচ্ছা বশতঃও তিনি সরজুকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার পূর্ব্বে একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু এ বিষয়ের জন্য তাঁহার অধিক যত্ন করিতে হইল না। সুসমা নিজেই ইহার আয়োজন করিতেছিলেন; যখন তিনি দেখিলেন সরজু কিছুতেই প্রমোদকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত নয়, তখন যাহাতে তাঁহাদের দুইজনের গোপনে সাক্ষাৎ হয় তিনি তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে বড় কঠিন কার্য্য হইল না। দুই প্রহরের সময় সরজু প্রাসাদ পশ্চাতস্থ উদ্যানের মধ্যে একটী লতা মণ্ডপে বসিয়া এক মনে ভাবিতে ছিল; সে জানিত কেহ নিকটে নাই, কেহ তাহাকে দেখিতেছে না; কিন্তু তাহা নহে, সুসমা তাহাকে দেখিতেছিলেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুসমার দৃষ্টি তাহার উপর হইতে অপসৃত হইত না। সুসমা প্রাসাদে আসিয়া কৌশল করিয়া প্রমোদকিশোরকে উদ্যানে পাঠাইলেন।

দুই প্রহর; গভীর নিস্তব্ধতা চারিদিকে রাজত্ব করিতেছে; কদাচিৎ দুই একটী পাখী ডাকিতেছে; রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে সমস্ত জগত যেন উৎপীড়িত হইয়া ছায়া অনুসন্ধান করিতেছে। আর সরজু লতামণ্ডপে বসিয়া কি ভাবিতেছে। সহসা সে চমকিত হইয়া মস্তক তুলিল, দেখিল পার্শ্বে প্রমোদকিশোর। তাহার সমস্ত শরীর, মস্তকের কেশ হইতে অঙ্গুলী পর্য্যন্ত, সমস্ত কম্পিত হইয়া উঠিল; সে কম্পিত কলেবরে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রমোদকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরজু, এখানে একলা ব'সে কেন?"

সরজু কোন উত্তর দিল না।

"সুসমা কোথায়?"

এবার সরজু কথা কহিল, ধীরে ধীরে কম্পিতস্বরে কহিল, "বোধ হয় ঐদিকে কোন খানে আছেন।"

"কি ভাব্‌চ?"

"কই কিছু না।"

"সরজু!"

সরজু মস্তক তুলিয়া প্রমোদকিশোরের দিকে চাহিল; তিনি কহিলেন, "তোমার পীড়া হয়েছিল, তোমাকে বনের মধ্যে রেখে যেতে আমার যে কত কষ্ট হয়েছিল তাহা কেমন করিয়া বলিব। তারা যে কত কষ্টে আমাকে ধরে রেখেছিল তাহা তাহারাই জানে।"

সরজু নীরবে শুনিতে লাগিল।

"তোমার এখন আর কোন অসুখ নাই?"

"না।"

"সুসমা তোমাকে যত্ন করেছিল তো; এখন এখানে তোমার কোন কষ্ট হ'চ্চে না তো?"

"না।"

প্রমোদকিশোর সরজুর হাত ধরিলেন, বলিলেন, "সরজু! এতদিন পরে, অনেক বিপদাপদ হ'তে উদ্ধার হ'য়ে এসে বোধ হয় এখন সুখী হইতে পারিব, বোধ হয় রাজ্যও পাইব; সরজু! সুসমা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের আয়োজন করিতেছে; পিতার সম্মতি পাইলেই—ও কি?"

"না।"

"কেন? তোমার কি বিবাহে ইচ্ছা নাই?"

"না।"

"সে কি, সরজু?"

"না।"

"কেন?"

"না।"

প্রমোদকিশোর বহুক্ষণ নীরবে সরজুর দিকে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "কেন সরজু? আমাকে কষ্ট দিবে কেন?"

"তিনি আমায় বড় ভাল বাসেন।"

"তাতে কি! তিনিই তো তোমার বিবাহ দিতেছেন। তুমি অমত করিতেছ কেন? আমাকে কষ্ট দিলে কি তোমার সুখ হইবে?"

সরজুর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, সে কাতর স্বরে কহিল, "আমায় ক্ষমা করুন, আমায় ক্ষমা করুন, আমি

তাঁহাকে কষ্ট দিতে কখন পারিব না।"

"তুমি ভুল ভাবিতেছ, তাহার কষ্ট হইবে কেন? সেই যে বিবাহ দিতেছে।"

"আমায় ক্ষমা করুন, আমায় ক্ষমা করুন।"

প্রমোদকিশোর আদর করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিলেন, সরজু সবলে তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া লতা মণ্ডপ হইতে পলাইল। বিদেশে পরের বাটীতে, তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া তিনি ধীরে ধীরে অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

উদ্যানের মধ্যে সরজু হরিণীর ন্যায় ছুটিতেছিল; যখন সে একদিকে বাঁকিবে, অমনি সে একজনের উপর যাইয়া পড়িল, সে স্তম্ভীত হইয়া দণ্ডায়মান হইল, মস্তক তুলিয়া দেখিল, কুমার সুশীলসুন্দর।

সুশীলসুন্দর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?" সরজু কোন উত্তর দিতে পারিল না; তিনি কহিলেন, "আপনি কাঁদ্‌চেন?"

"না।"

"হ্যাঁ, আপনি কাঁদচেন, কি হয়েছে?"

"কিছু নয়।"

"কিছু নয়? কেন কি হয়েছে?"

"রাজকুমার! তাঁকে বল্‌বেন, আমি বিবাহ করিব না, বিবাহ করিতে পারিব না।"

সরজু ছুটিয়া পলাইল। সুশীলসুন্দর বহুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া যখন সে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তখন দীর্ঘ

নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ।

চন্দনপুরে আসিয়া প্রমোদকিশোর বহু দিবস পরে পিতা মাতার চরণধূলি লইলেন। সে দিবস পূর্ব্ব বৃতান্ত বলিতে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল।

ঊষা আর কেহ নহে তাঁহারাই পুত্রবধূ, শুনিয়া রাজা প্রথম বিশ্বাস করিতে চাহেন না, পরে বিশ্বাস করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। তৎপরে সরজুর কথা উঠিল; রাজা কহিলেন, "ঊষা আমাকে অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছে, তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিতে; তোমায় তাকে বিবাহ করিতে হইবে; লোকে বলিবে, কি করিব?" প্রমোদকিশোর কোন উত্তর দিলেন না।

তখন রাজ্যের কথা উঠিল; রাজা কহিলেন, "তোমরা সকলেই যখন আমাকে বলিতেছে তখন আর আমি কি করিব? আকবর বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিব, কিন্তু প্রমোদ, রাজ্যশাসন আমি আর করিব না, তুমিই রাজা হইবে।" প্রমোদ কোন উত্তর দিলেন না, রাজা কহিলেন, "চল, সুশীল-সুন্দর এসেছে— বারন্ত্রে যাওয়া যাক, তার পর বেহাইয়ের সঙ্গে

পরামর্শ ক'রে না হয় রাজা টোডারমল্লের নিকট যাওয়া যাইবে।"

"তাহাই হইবে।"

সুশীলসুন্দর কহিলেন, "তবে আর বিলম্বে কাজ নাই, চলুন।"

তখন তাঁহারা সকলে বারেন্দ্রের দিকে চলিলেন; পথি মধ্যে বারেন্দ্রাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি রাজা রাণীকে লইবার জন্য আসিতেছিলেন। দুই বৈবাহিকের পূর্ব্ব মনান্তর অন্তর্হিত হইল, দুইজনে আলিঙ্গন করিয়া এক হস্তিপৃষ্ঠে চলিলেন।

সকলে মহা সমারোহে নগরে প্রবিষ্ট হইলেন, পথের দুই পার্শ্বে অসংখ্য লোক দাঁড়াইয়াছে, তাহারা সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

দুই দিবস কেবল আনন্দ উৎসবে কাটিয়া গেল। তৎপরে তাঁহারা স্থির করিলেন, সকলে একত্রে রাজা টোডারমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন; তথা হইতে রাজারাণী কাশী যাইবেন, অপর সকলে ফিরিয়া আসিবেন। সবজুর সহিত প্রমোদকিশোরের বিবাহ দেওয়া স্থির হইল; বিবাহে কাহারও আর অমত নাই, কেবল বারেন্দ্রাধিপতির; তিনি কিছুতেই এ বিবাহে সম্মত নন। অবশেষে সুশীলসুন্দর ও সুসমার অনুনয় বিনয়ে তিনিও সম্মত হইলেন। কেবল সম্মত নন, তিনি তখন স্বয়ং কন্যা দান করিতে ও নিজ বাটীতে বিবাহ দিতে মহা ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু,—সম্মত নহে,—সবজু।

কিন্তু সুসমা তাহার কোন কথা শুনিতে চান না, তিনি

প্রমোদকিশোরের সহিত তাহার বিবাহ দিবেনই দিবেন। সরজুর ভাব দেখিয়া তিনি সরজুকে একরূপ বন্দিভাবে রাখিয়াছিলেন।

সরজু পিঞ্জরে বদ্ধ, নতুবা সে উড়িত; সে বনের পাখী বনে যাইত।

টোডারমল্লের সহিত সাক্ষাতের পর বিবাহ হইবার কথা পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল, কিন্তু সুসমা তাহা শুনিলেন না; তিনি সরজুর বিবাহ অনতি বিলম্বে দিতে চাহেন।

সুসমাই জিতিলেন, সরজু হারিল। সরজুর অনিচ্ছা সত্বে, বারণ সত্বে, অনুনয় বিনয়, কাকুতি মিনতি সত্বেও, তাহার বিবাহের দিন স্থির হইল, বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। সরজু বন্দিনী, নতুবা সে পলায়ন করিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সরজুর বিবাহ।

বারেন্দ্রের রাজধানী আনন্দে ভাসিতেছে, রাজবাড়ীর প্রতি সিংহ দ্বারের উপর হইতে বাদ্যদ্যোম উত্থিত হইতেছে; রাজবাটী উৎসব বেশে হাসিতেছে; আজ সরজুর বিবাহ।

বারন্দ্রাধিপতি যখন যে কার্য্য করিতেন, তখন সেই কার্য্যে একেবারে মাতিয়া যাইতেন, তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে সরজু তাঁহার কন্যা নহে,—তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে তিনি নিজ

কন্যার গলায় সতিনী হার গাঁথিয়া দিতেছেন। যাহার সতিনী হইতেছে সে যখন আনন্দে উন্মত্ত, তখন অপরে আনন্দে মাতিবে না কেন?

রাজা নিজ কন্যার বিবাহে যেরূপ উৎসব করিতেন, সরজুর বিবাহেও সেইরূপ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং কন্যা কর্ত্তা, তাঁহার বাটী কন্যার বাটী। রাজার অন্য এক প্রাসাদে প্রমোদকিশোর পিতা মাতার সহিত বাস করিতেছেন।

সন্ধ্যা লগ্নে বিবাহ। বারেন্দ্রাধিপতি যেরূপ আড়ম্বর করিয়াছিলেন বিক্রমপুরাধিপতি সেরূপ করেন নাই। নিতান্ত আড়ম্বরশূন্য ভাবে প্রমোদকিশোর বিবাহ করিতে আসিলেন।

আর সরজু? সে প্রায় উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু সুসমা তাহার কোন কথা শুনিতে চাহেন না, তিনি তাহাকে কখন তিরস্কার করেন, কখন আদর করেন, কখন বল প্রয়োগ করেন। সরজু অবশেষে অনন্যোপায় দেখিয়া হতাশ হইল, তখন সে সুসমার হস্তে আত্মোৎসর্গ করিল; সুসমা তাহাকে সাজাইতে বসিলেন।

বিবাহ সভায় বর আসিলেন, কন্যা আসিল, তৎপরে স্ত্রী আচার হইয়া গেল; বারেন্দ্রাধিপতি কন্যা দান করিতে বসিয়াছেন। বিবাহ আরম্ভ হইল। চারিদিকে লোক দণ্ডায়মান হইয়া বিবাহ দেখিতে লাগিল।

মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যখন কন্যার পিতার নাম আবশ্যক হইল, তখন পুরোহিত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যার পিতার নাম?" হায়, সরজু তো সরজুর পিতার নাম জানে

না ; কেহই তো তাহা জানে না ! বারন্দ্রাধিপতি মস্তক তুলিয়া চারিদিকে চাহিলেন, অবশেষে সুশীলসুন্দরের দিকে চাহিলেন। পুরোহিত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যার পিতার নাম ?" কে পশ্চাতস্থ জনতার মধ্য হইতে বলিল, "রাজা অনঙ্গমল্ল।"

সমস্ত লোক তৎক্ষণাৎ সেইদিকে ফিরিল ; দেখিল একজন পক্ক কেশ রাজপুত যোদ্ধা। বারন্দ্রাধিপতি আসন ত্যাগ করিয়া লম্ফ দিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "মহারাজ, আপনি !" রাজপুত যোদ্ধা কহিলেন, "হ্যাঁ সখা, আমায় কি আসিতে নাই ; আমার কার্য্য তোমাকে করিতে দিব কেন ?"

"সুশীলসুন্দর, সুশীলসুন্দর, যাও, এখনি তোপ ধ্বনি করিতে বল, বাদ্য বাজাইতে বল, নগরে প্রচার করিয়া দেও রাজা টোডারমল্ল বারন্দ্রে আসিয়াছেন। মহারাজ, আমার বাটী আজ পবিত্র হইল। আসন লইয়া আইস, কেহ এইখানে — না না, আমার সিংহাসন লইয়া আইস।"

"সখা ব্যস্ত হইও না, স্থির হও।"

বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তা, দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনাপতি রাজা টোডামল্ল উপস্থিত ; চারিদিকস্থ লোক সকল সরিয়া দাড়াইয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল।

তখন বাহিরে বাদ্যোদ্যম আরম্ভ হইল, দূরে তোপধ্বনি হইল, বারন্দ্রাধিপতির সৈন্যগণ রাজা টোডারমল্লের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

তখন বিক্রমপুরের বৃদ্ধ রাজা, প্রমোদকিশোর ও সুশীলসুন্দর রাজা টোডারমল্লকে অভিবাদন করিলেন, তখন রাজা বলিলেন, "সখা, তুমি—যাহাকে প্রমোদকিশোরের হস্তে দান করিতে

যাইতেছ, বিক্রমপুরাধিপতি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া যাহার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতেছেন, সে, আমার ভ্রাতষ্পুত্রী;—আমার ছোট ভায়ের একমাত্র কন্যা। তাহাই আমিই তাহাকে দান করিতে আসিয়াছি, কন্যা দান করা ভ্রাতার অনুপস্থিতে আমারই কার্য্য।"

সরজু কাঁপিতে ছিল, সে মূর্চ্ছিত হইতেছিল, রাজা তাহাকে ধীরে ধীরে বসাইয়া নিজে বারভ্রাধিপতির পরিত্যক্ত আসনে বসিলেন। বারভ্রাধিপতি কহিলেন, "আমরা সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছি; সরজু, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী!"

"হাঁ, অন্যান্য বৃত্তান্ত পরে বলিব, এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হউক, সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে।" রাজা টোডারমল্লের কথার উপর কথা কহিতে কাহার সাহস? বিবাহ আরম্ভ হইল।

এদিকে নগরে অগ্নির ন্যায় এ সম্বাদ গৃহে গৃহে প্রচারিত হইল। বিক্রমপুরের রাজকুমারের সহিত রাজা টোডারমল্লের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হইতেছে; নগরের সমস্ত লোক রাজবাটীর দিকে ছুটিল।

বিবাহ কার্য্য শেষ হইলে রাজা কহিলেন, "আমি আমার ভ্রাতষ্পুত্রীর বিবাহে বিক্রমপুর রাজ্য যৌতুক দিলাম; আমার ভ্রাতা অনঙ্গমল্লের এক মাত্র উত্তরাধিকারিণী সরজু; সে তাঁহার রাজ্য ও সমস্ত তো পাইবেই আমি সরজুকে,—এই বলিয়া তিনি নিজ গলা হইতে এক বহুমূল্য হীরক-হার উন্মোচন করিয়া সরজুর গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ হইতে এ হার

আমাদের বংশে রহিয়াছে, সরজু, এক্ষণে, ইহা তোমার, যত্নে রাখিও।"

হায়, সরজু ইহার কিছুই শুনিল না, সে বসিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার সংজ্ঞা ছিল না।

সকলে রাজা টোডারমল্লের জয়ধ্বনি করিলেন।

তখন চারিদিক হইতে সকলে বিশেষ অনুরোধ করায় রাজা টোডারমল্ল সেই স্থানেই সেই জনতার মধ্যেই বলিতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, "আমার অধিক কিছু বলিবার নাই; আমরা দুই ভাই, আমার কনিষ্ঠের নাম অনঙ্গমল্ল। আমি বাদসাহের সৈন্যে কার্য্য গ্রহণ করিলে অনঙ্গমল্লই আমাদিগের পৈতৃক রাজ্য শাসন করিত; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার সন্তান হইয়া মরিয়া যাইতে আরম্ভ হইল, এই-রূপে তাহার সংসারে ক্রমে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, সে সংসার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিল। বধূঠাকুরাণী অন্তঃসত্ত্বা হইলে সেবারকার সন্তান বিশ্বেশ্বরকে দিবার মনন করিয়া তাহারা কাশী যাত্রা করিল; তথায় তাহার একটী কন্যা হইল। যে রাত্রে কন্যা হইল, সেই রাত্রেই সেই কন্যার হস্তে একটী ক্ষুদ্র মাদুলীতে একখানি ক্ষুদ্র কাগজে "রাজা অনঙ্গমল্লের কন্যা" লিখিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বারে তাহাকে রাখিয়া আসিল। তৎপরে সেই দিনই তাহারা উভয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমাকে এক পত্র লিখিয়া কোথায় চলিয়া গেল। দশ বৎসর আমি তাহাদের অনেক অনুসন্ধানেও কোন সম্বাদ পাইলাম না; তাহাদের কন্যারও কোন সম্বাদ পাইলাম না। এই দশ বৎসর অনঙ্গমল্ল

সস্ত্রীক তপ ও ধ্যানে যাপন করিয়া দুই জনেই সিদ্ধ হইল; এখন অনঙ্গমল্ল দেবানন্দ স্বামী; আর তাহার স্ত্রী সুজলা সন্ন্যাসিনী। সে সন্ন্যাসিনীকে আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন। তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে তাহারা দুইজনে কয়েক মাস হইল এদেশে আসিয়া ছিলেন, ঘটনা ক্রমে তাঁহাদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হইল; তোমাদের অনেক কার্য্য সন্ন্যাসিনী করিলেন। তিনি সরজুকে দেখিলেন; দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাঁহার সন্দেহ হইল; তৎপরে মাদুলীর ভিতর হইতে কাগজ বাহির করিয়া দেখিয়া সন্দেহ দূর হইল। তখন তিনি তাহাকে ঢাকা হইতে আপনার কন্যার নিকট রাখিয়া, এখান হইতে চলিয়া গিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন; তিনি মায়ায় মুগ্ধ হইতে আর চাহেন না, অবশেষে অনেক অনুনয়ে বিনয়ে আমার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। দশ বৎসর পরে আমি প্রথম তাঁহাদের বাঁচিয়া থাকিবার চিহ্ন সুশীলসুন্দরের নিকট পাই; তৎপরে দশ বৎসর পরে সেই অনঙ্গমল্লের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল। অনঙ্গমল্ল সকল কথা বলিলে, আমি সরজুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম; তাহার সহিত প্রমোদকিশোরের যাহাতে বিবাহ হয় তাহার চেষ্টা করিতে অঙ্গীকার করিলাম। তিনি চলিয়া গেলেন। আমি এইদিকে যাত্রা করিলাম। পথে আসিয়া শুনিলাম প্রমোদকিশোর এখানে আছেন; এখানে আসিলাম; এখানে আসিয়া শুনিলাম, তাঁহার বিবাহ; তাহাই একাকী দেখিতে আসিলাম।"

যাহারা শুনিল সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কাহারও

মুখ হইতে একটী কথাও উচ্চারিত হইল না। অবশেষে বারন্দ্রাধিপতি কহিলেন, "সরজু, এতদিন কোথায় ছিল?"

"যখন অনঙ্গমল্ল কন্যাকে বিশেশ্বরের দ্বারে ত্যাগ করিয়া যান, তখন কামিক্ষাবাসী গদাধরঠাকুর নামক একজন সেবাইত মন্দিরের নিকট ছিলেন। তিনি শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া নিকটে আসিয়া দেখেন একটী সদ্য-প্রসূত শিশু; তিনি যত্ন করিয়া শিশুকে কুড়াইয়া লইয়া গেলেন; তাঁহার স্ত্রী বহু কষ্টে সেই শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সরজু কামিক্ষায় আসিল; তৎপরে বরাবরই তথায় ছিল।"

সে দিবস বারন্দ্রাধিপতির প্রাসাদে যেরূপ আনন্দ উৎসব হইয়াছিল তাহা আমরা বর্ণনা করিব না। সকলেই আনন্দে মাতিয়াছে, আর সরজু—সে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে সত্য, কিন্তু তাহার সংজ্ঞা নাই। সে এ সকল বিষয়ের কিছুই জানে না; শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু বুঝে নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাখী উড়িল।

আজ বারন্দ্রে মহোৎসব। রাজা টোডারমল্ল আসিয়াছেন, তাঁহার কিসে উপযুক্ত সমাদর হইবে বারন্দ্রাধিপতি স্থির করিতে না পারিয়া নৃত্য গীত, বাদ্য বাজি, ইত্যাদি নানা প্রকার করিতে

লাগিলেন; রাত্রে সমস্ত নগর আলোক মালায় সজ্জিত হইল। সে দিবস মহা সমারোহে ও আনন্দে কাটিয়া গেল। পর দিবস সরজুব ফুলসজ্জা।

যে বাটীতে প্রমোদকিশোর বাস করিতেছিলেন, সুসমা বৈকালে তথায় আসিয়া মনের সাধে সরজুকে ফুলে সাজাইলেন; সরজু এখন আর কোনই আপত্তি করে না, সে যে কোন জীবন্ত জীব তাহার চিহ্ন তাহাতে নাই; সুসমা তাহা দেখিয়াও দেখেন না। তিনি মনের সাধে ফুলেব ভূষায় তাহাকে সাজাইলেন; তাহার মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত সমস্ত ফুলে শোভিত হইল; কিন্তু যাহাব আনন্দ, তাহার আনন্দ নাই।

রাত্রে কয়জনে ধরিয়া সবজুকে পর্য্যাঙ্কে লইয়া বসাইলেন, তৎপরে তাঁহাবা একে একে চলিয়া গেলেন; তখন সরজু ধীরে ধীরে শয়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমোদকিশোর প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন; তৎপরে ধীবে ধীরে তিনি পর্য্যাঙ্কে আসিয়া বসিলেন।

উভয়েই নীরব, অবশেষে প্রমোদকিশোর কথা কহিলেন, বলিলেন, "সরজু! তোমার কি অসুখ করেছে?"

"না।"

"তবে মুখ এত শুখিয়ে গিয়েছে কেন; সরজু, তুমি কি কাঁদ্‌ছিলে?"

"না।"

প্রমোদকিশোর সরজুর হাত ধরিলেন, বলিলেন, "সরজু একটী কথা সত্য বলিবে? তোমার কি এ বিবাহ যথার্থই ইচ্ছা ছিল না?"

সরজু আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল। প্রমোদ-কিশোর তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন; সরজু প্রথম 'না' বলিল, তৎপরে প্রতিবন্ধক দিল, অবশেষে তাঁহার হৃদয়ে মুখ লুকাইল, প্রমোদকিশোর কহিলেন, "সরজু, কাঁদ কেন?"

সরজুর এতদিন পরে মুখ ফুটিল, বলিল, "আপনি আমায় কেন বিবাহ করিলেন? যে আপনাকে এত ভালবাসে, আমি কেমন করিয়া তার পথের কণ্টক হইব, আপনি আমায় কেন বিবাহ করিলেন!"

"সরজু, তুমি তাকে চিন না, সে কষ্ট পাবে না।"

"না, না, না, তুমি আমায় ভালবাস, তা জানিলেই আমার প্রাণ শীতল হয়, তাহাই জানিয়াই প্রাণ আমার শীতল হইয়াছিল; আমি তো কখন তোমার আশা করি নাই।"

"সরজু, আজ আনন্দের দিনে আমায় কাঁদাইও না।"

"না, না, না।"

"সরজু, আমাকে কাঁদাইবে?"

সরজু প্রমোদকিশোরের হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রমোদকিশোর ব্যাকুলভাবে ডাকিলেন, "সরজু, সরজু! স্থির হও।"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে সরজু স্থির হইল। তখন প্রমোদ-কিশোর তাহার হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদিত করিবার জন্য কত শত উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সরজু একটু হাসিল।

তখন দুইজনে কত কথা আরম্ভ হইল, সে কথার শেষ নাই। সেই 'একদিন,' আর এই একদিন; একদিন নির্জ্জন পথে

প্রমোদকিশোর সরজুকে এইরূপ কত কথা বলিয়াছিলেন।

সহসা সরজুর ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তাহার আর আনন্দের সীমা নাই, তাহার মুখে হাসি ধরে না, সে ভাবিতেছে যে সে আর এ পৃথিবীতে নাই। স্বর্গের নন্দনকাননে সে বিচরণ করিতেছে। আর একদিনও সে এইরূপ ভাবিয়াছিল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল; প্রমোদকিশোর নিদ্রিত হইলেন। তখন সরজু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল; একে একে গায়ের সমস্ত ফুল ভূষা সকল খুলিয়া ফেলিল; তৎপরে বহুক্ষণ অনিমিষ নয়নে প্রমোদকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তৎপরে ধীরে ধীরে নিজ মুখ অবনত করিয়া নিদ্রিত প্রমোদকিশোরের ওষ্ঠে চুম্বন করিল।

তখন সে নিঃশব্দে শয্যা হইতে উঠিল, নিঃশব্দে প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইল। নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া সে বাটীর পশ্চাতস্থ দ্বারে আসিল; নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া রাজপথে আসিল, তৎপরে ছুটিল। এতদিন পরে বনের পাখী ছাড়া পাইয়াছে; বনের পাখী বনে উড়িয়াছে।"

সে নগর ত্যাগ করিয়া নিকটস্থ অরণ্যে প্রবেশ করিতেছিল, সম্মুখে সুজলা। সে স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইল, তৎপরে লম্ফ দিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা মা, অভাগিনী মেয়েকে একবার কোলে নাও। আর আমার সহ্য হয় না।" সুজলা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন; তৎপরে বলিলেন, "চল।"

দুইজনে গভীর অরণ্য মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

শেষ কথা।

প্রাতে উঠিয়া সকলে দেখিল সরজু বাটীতে নাই, সরজু বারন্দ্রে নাই। চারিদিকে লোক ছুটিল, চারিদিকে তাহারা অনুসন্ধান করিয়া কানন আলোড়িত করিয়া ফেলিল, কিন্তু সরজুর কোন চিহ্ন নাই। হায়, কাল যে তাহার ফুলসজ্জা গিয়াছে!

আনন্দ উৎসব সহসা মেঘে ঢাকিল। রাজা টোডারমল্ল সাত দিবস পর্য্যন্ত বারন্দ্রে থাকিয়া সরজুর অনুসন্ধান করিলেন, তৎপরে তিনি বিষণ্ণচিত্তে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন।

সরজুর প্রস্থানে বারন্দ্রের আনন্দ উৎসব বন্ধ হইল, সরজুর প্রস্থানে বারন্দ্রের সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইলেন; কারণ জানিতে না পারায় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। তাহার পলায়নে সুষমা হৃদয়ে বড় আঘাত পাইলেন, প্রমোদ-কিশোরের মুখ হইতে হাসি অন্তহৃত হইল; আর রাণীর মা বুড়ী?—সে সরজুর জন্য চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু সরজু ফিরিল না; তাহার এত অনুসন্ধান হইল, তত্রাচ তাহাকে পাওয়া গেল না।

রাজা টোডারমল্ল নিজ সেনাপতি ও সুবাদারদিগকে বিক্রমপুর রাজ্য ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিয়া মুঙ্গেরে চলিয়া গেলেন।

শুদ্ধ রাজা রাণীর কাশী যাওয়া হইল না। প্রমোদকিশোর ও সুসমা তাঁহাদিগকে ছাড়িলেন না। তখন তাঁহারা সকলে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; কিন্তু এই আনন্দ উৎসবে সরজুর অভাবে সকলই সকলের নিকট নিরানন্দময় বোধ হইতে লাগিল; সকলই কেমন শূন্য শূন্য হইয়া গেল।

বিক্রমপুরের অধিবাসীগণ তাহাদের পূর্ব্ব রাজা আসিয়াছেন শুনিয়া ক্রমে ক্রমে সকলে বিক্রমপুরে আসিতে লাগিল, ক্রমে বিক্রমপুর পূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতে লাগিল। রাজা রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পূজা দান ধ্যানাদিতে মন দিলেন; কুমার প্রমোদকিশোর রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সুসমার আদরে ও যত্নে প্রমোদকিশোর সকল বিস্মৃত হইলেন। সুসমার আনন্দময় ভাবে বিক্রমপুরের প্রাসাদ দিন রাতি হাসিত। আর সেই প্রাসাদে যখন তাঁহাদিগের কন্যা লীলার বাল সুলভ হাস্যধ্বনি উঠিত, তখন প্রমোদকিশোর ও সুসমার হৃদয়ে আনন্দ লহরী তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিত।

বারন্ত্র হইতে তাঁহারা সকলে যাত্রা করিলে সুশীলসুন্দরের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভঙ্গ হইয়া আসিতে লাগিল; চিকিৎসকগণ তাঁহার পীড়া কি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অবশেষে সুশীলসুন্দর দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা করায় রাজা আর আপত্তি করিতে পারিলেন না; সুশীলসুন্দর দিল্লী যাত্রা করিলেন।

পাঁচ বৎসর পরে আমাদিগের ইতিহাসোল্লিখিত ব্যক্তিগণের অদৃষ্টাকাশে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বিক্রমপুরের বৃদ্ধ রাজা কালগ্রাসে পতিত হইলেন, রাণী সহমৃতা হইলেন। বারেন্দ্রের রাজা রাণী কাশিবাসী হইলেন। সুশীলসুন্দর মহারাজ উপাধি লাভ করিয়া বারেন্দ্র, রাঢ় ও চন্দ্রদ্বীপ, তিন রাজ্যের অধিপতি হইলেন। সুমন্তদেব পিতৃবিয়োগের পর মহা অত্যাচারী হওয়ায় বাদসাহ, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন ও তাহার রাজ্য সুশীলসুন্দরকে দিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে আবার তিন বৎসর কাল সাগরে গড়াইয়া গেল। সুসমা কালের অনন্ত প্রবাহে ভাসিয়া গেলেন। তাঁহার কন্যা লীলা প্রমোদকিশোরের এক্ষণে একমাত্র ভালবাসার দ্রব্য।

আবার দুই বৎসর অতীত হইল। মহারাজ সুশীলসুন্দর ভগ্নীর অনুসরণ করিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই; মৃত্যুর সময় তিনি লিখিয়া গিয়াছিলেন, "আমি আমার রাজ্য সরজুকে দিয়া গেলাম। যদি তাঁহাকে পাওয়া না যায়, বা তিনি গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে আমার রাজ্যের আয় হইতে বঙ্গদেশের প্রতি গ্রামে অন্নছত্র নির্ম্মাণ করিবে ও উহার নাম রাখিবে "সরজু-নিবাস।"

দশম পরিচ্ছেদ।

শেষ চিত্র।

দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বিক্রমপুরের প্রাসাদের পশ্চাতে মনোহর উদ্যান। গাছে গাছে ফুল ফুটিয়া নিজ মনে হাসিতেছে। মলয় সমীরণ চারি-দিকে প্রবাহিত হইয়া সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে; শাখায় শাখায় পিঞ্জর, পিঞ্জরে শ্যামা ডাকিতেছে, কোকিল ঝঙ্কার করিতেছে। সম্মুখে ময়ুর ময়ুরী ক্রীড়া করিতেছে; উদ্যানস্থ সরোবরে পদ্ম বনে রাজহংস ভাসিতেছে। পুষ্পো-দ্যানে একটী একাদশ বৎসর বয়স্কা বালিকা পুষ্প চয়ন করি-তেছে; নিকটে একটী পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক বালক একটা রাজহংস বাম হস্তে ধরিয়া টানিয়া লইয়া, আর একটার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে; বালকের পশ্চাতে একটী বৃদ্ধা ছুটিয়াছে। বৃদ্ধা রামীর মা বুড়ী।

বৃদ্ধা সে চপল প্রকৃতি বালককে ধরিতে পারিবে কেন? কিয়ৎ দূর দৌড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া বালিকাকে ডাকিয়া বলিল, "লীলা, এদিকে আয়, এদিকে আয়, ললিত, হাঁসটাকে মেরে ফেলিল।"

"কেন? আইবুড়ী, তুমি ওকে দৌড়ে ধরনা।"

"বেজাই ছেলে, বেজাই ছেলে, আমার মত সাতটা এলে ওর সঙ্গে পারে না।"

বালিকা হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া ডাকিল, "ললিত, ললিত।"

ললিত দাঁড়াইল। লীলা কহিল, "ললিত হাঁস ছেড়ে দাও।"

"কেন দিদি, ওটাকে ধরি,—"

"হাঁসের যে লাগ্‌বে, ছেড়ে দাও; এস, আমি তোমায় ফুল তুলে দি।"

বালক হাঁস ছাড়িয়া ছুটিয়া দিদির নিকট আসিল। তখন তাহারা দুইজনে ফুল তুলিতে আরম্ভ করিল।

উদ্যানের অন্য একদিক হইতে এই সময়ে দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া পদচারণ করিতে করিতে সেই দিকে আসিতেছিলেন। এক্ জন বলিলেন,

"কবে তোমার ইচ্ছা না পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তুমি লীলাকে কি দিবে?"

"তা বুঝি এখনও শুন নি; রাজা টোডারমল্ল যে হীরার হার আমাকে দিয়াছিলেন তাহাই আমি লীলাকে দিব। তুমি কি দিবে?"

"তুমি দিলেই আমার দেওয়া হবে।"

"তা হবে না।"

এই সময়ে বালক ছুটিয়া আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল। বালিকা হাসিতে হাসিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল।

আবার দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ললিতকিশোরের বিবাহ, বিক্রমপুর আনন্দে ভাসিতেছে। নৌকা হইতে তিন জনে নদীতীরে অবতীর্ণ হইলেন; দুই জন সন্ন্যাসী, এক জন সন্ন্যাসিনী।

নগরের শোভা ও উৎসব বেশ দেখিয়া এক জন কহিলেন, "পরমানন্দস্বামী, ইহার মধ্যে জিতিল কে?"

"কাহার মধ্যে?"

"সুসমা ও সবজুর মধ্যে?"

"গুরুদেব, আমার মতে সবজুই জিতিয়াছে।"

"আমার মতে সুসমা জিতিয়াছে?"

পশ্চাৎ হইতে সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "আমার বোধ হয় সকলের অপেক্ষা সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর জিতিয়াছেন।"

"সুজলা, ঠিক বলেছ।"

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY MONEY MOHAN RAKHIT,
THE VICTORIA PRESS, 160-1 CORNWALIS STREET,
CALCUTTA.